চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 126 Saturday, 6 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১২৬ সংখ্যা ❋ ২৩ চৈত্র , ১৪৩০ শনিবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দিন কয়েক আগে সন্দেশখালির ' শাহজাহান দাবি করেছিলেন, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। এবার বিজেপিকে নিশানা করলেন তিনি।
...বিস্তারিত পাতা ২

রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে প্রতিদিনই বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছেন বহু মানুষ। সাইবার প্রতারণা বা সাইবার অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।
...বিস্তারিত পাতা ৩

পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কালেখাতলা ২ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেলগাছি এলাকায় তৃণমূল এবং সিপিএমের একই এলাকায় সভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে। ...বিস্তারিত পাত ৫

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি করতে চলেছে মরক্কো। বেন্সলিমান প্রভিন্সের এল মানসুরিয়া শহরে ১০০ হেক্টর জমির উপর হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই স্টেডিয়ামটি।
...বিস্তারিত পাতা ৮

রাহুল গান্ধীর বিশেষ বার্তা

নয়াদিল্লি, এপ্রিল ঃ দিল্লির কুর্সির লড়াইয়ে একদিকে তো নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু অন্যদিকে কে রয়েছেন। এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। শুক্রবার কংগ্রেসের ইস্তেহারে প্রকাশের মাঝে সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রশ্নই উড়ে এল রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে। যদিও ফ্রন্টফুটেই প্রশ্নের জবাব দিলেন কংগ্রেসের বিদায়ী সাংসদ। বললেন, দেশ, গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার্থে এই নির্বাচন। ইন্ডিয়া জোটে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা ফলপ্রকাশের পর ঠিক করা হবে। ইস্তেহার প্রকাশের মঞ্চে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, ইন্ডিয়া জোট আসলে সমমনস্ক দলগুলির এক ছাতার তলায় আসা। গণতন্ত্র রক্ষার মানসিকতা নিয়েই এই লড়াইয়ে নেমেছি আমরা। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সকলে মিলেই সিদ্ধান্ত নেব প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। পাশাপাশি রাহুল বলেন, এই নির্বাচন আসলে বিচারধারার লড়াই। দেশের সংবিধান, গণতন্ত্রের জন্য এতটা খারাপ পরিস্থিতি আগে কখনও তৈরি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। রাহুলের দাবি, একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রের উপর লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশের স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে কুক্ষিগত করে পরিচালনা করছেন। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোট দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। এই ল।াই আসলে আমাদের দেশ সংবিধান ও গণতন্ত্রকে রক্ষার লড়াই। রাহুল গান্ধীর মতে, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে মোদি সরকারের কারচুপি প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তিনি দাবি করেন, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে যে দেশজড়ে তোলাবাজি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। ধরা পড়ে যাওয়ার পর এখন নরেন্দ্র মোদি একটু ভয়ই পাচ্ছেন। এ অবস্থায় ৪০০ পারের দাবি করে চলেছেন উনি। যদিও মনে মনে তারা বেশ জানেন সংখ্যাটা ১৬০-এ পৌঁছনোর আগেই নৌকাটি ডুবে যাবে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক-সিনহার বৈঠক

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এলেন পশ্চিমবঙ্গের জেনারেল স্পেশাল অবজার্ভার অলোক সিনহা। বুধবার তিনি রাজ্য এসে বৈঠক করেছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সহ একাধিক শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে। সেখানে তিনি বাহিনী মোতায়েন, স্পর্শ কাতর বুথ ও ওয়েব কাস্টিং নিয়ে কড়া মনোভাব দেখিয়েছিলেন। আর শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের জেনারেল স্পেশাল অবজার্ভার সরাসরি হাজির হলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এলেন অলোক সিনহা। রাজ্যের প্রথম দফার নির্বাচন এর আগে আইন শৃঙ্খলা সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখতে এলেন তেমনটাই নির্বাচন সূত্রে খবর। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনে আধিকারিক সহ নির্বাচনের একাধিক আধিকারিকর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

অভিজিৎকে, তাঁর বিচার করুক জনগণ

সন্দেশখালি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নয়, কেউ মারা যায়নি', বিজেপিকে খোঁচা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালি ইস্যুকেই হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কোচবিহারের সভা থেকে মমতা বললেন, সন্দেশখালি কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নয়। একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। হাথরাস প্রসঙ্গ তুলে বললেন, সন্দেশখালিতে কেউ মারা যায়নি। শিয়রে লোকসভা নির্বাচন। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো ঝাঁপিয়েছে প্রচারে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জেলায় জেলায় জনসভা করছেন। এদিন কোচবিহারের তুফানগঞ্জে সভা করেন তিনি। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের সভা থেকে সন্দেশখালি নিয়ে রাজ্যকে তোপ দেগেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন তার পালটা দিলেন মমতা। তিনি বলেন, সন্দেশখালি কিন্তু সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম নয়। আমাদের পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছেন। যাঁরা জমি জায়গা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের সব ফেরানো হয়েছে। এর পরই হাথরাস ও বিলকিস প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। সরাসরি নিশানা করেন মোদিকে। বলেন, সন্দেশখালিতে কিন্তু একজনও মারা যায়নি।

কোচবিহারের সভা থেকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, খুন করত বলে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের দলের আপদ, এখন বিজেপির সম্পদ। এর পরই শাহজাহানের সঙ্গে নিশীথের কার্যত তুলনা টেনে বসলেন মমতা। বললেন, আমরা শাহজাহানকে

গ্রেপ্তার করেছি। তাহলে নিশীথ কীভাবে কেন্দ্রের মন্ত্রী হলেন? এত কেস থাকলে কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারে কি? নিশীথের বিরুদ্ধে কেসের পাহাড় রয়েছে তা দাবি করার পাশাপাশি তৃণমূল প্রার্থী 'হিরের টুকরো' বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী।আপনি অনেকের চাকরি খেয়েছেন, এবার আপনার চাকরি খাবে জনগণ। কোচবিহারের সভা থেকে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে এভাবেই সরাসরিই আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কোচবিহারের প্রার্থী প্রকাশচিক বরাইকের সমর্থনে সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবারই নিশীথ প্রামাণিকের সমর্থনে বঙ্গে সভা করে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্নীতি ইস্যুতে বঙ্গ সরকারকে বিঁধেছেন মোদী। আর ঠিক তার পরদিনই পাল্টা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ খুললেন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির দুর্নীতি প্রসঙ্গে। সেক্ষেত্রে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে আসে চাকরিতে নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গও। তখনই নাম না করে প্রাক্তন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে মুখ খোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেখলেন না একজন বিচারপতি চেয়ারে বসে কী করলেন, তারপর তৃণমূলের বিরুদ্ধে গালাগালি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ওর বিরুদ্ধে এক জন ছাত্রনেতাকে দাঁড় করিয়েছি। দেবাংশু ছুটিয়ে বেড়াক। অভিজিতের নাম না করে তিনি বলেন, আপনি বিচার দিয়ে অনেক ছেলেমেয়ের চাকরি খেয়েছেন। এবার আপনার বিচার করুক জনগণ। এবার জনগণ আপনার চাকরি খাবে, বিচার দিয়ে। এটা জনগণের আদালত।

বাড়ছে না বাড়ি-গাড়ির ইএমআই, রেপোরেট অপরিবর্তিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল ঃ রেপোরেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বাড়ছে না বাড়ি-গাড়ির ইএমআই। মনিটারি পলিসি মিটিংয়ের পর সাংবাদিক বৈঠক করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস শুক্রবার একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, চলতি অর্থবর্ষে এবার আর রেপোরেট বাড়াচ্ছে না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সামনেই লোকসভা নির্বাচন সেকারণেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই সময় রেপোরেট বাড়ালে সাধারণ মানুষের উপরে চাপ পড়বে। সেকারণেই রেপোরেট ৬.৫

শতাংশতেই বহাল রাখার সিদ্ধান্তে সহমত হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনিটারি পলিসি কমিটি। চলতি আর্থিক বর্ষে এটাই ছিল প্রথম বৈঠক কমিটির। রেপোরেট অপরিবর্তিত রাখার পাশাপাশি ২০২৫ অর্থবর্ষের সম্ভাব্য জিডিপি গ্রোথও জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। ২০২৫ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণ ৭ শতাংশ রাখা হয়েছে। এদিকে মুদ্রাস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তিন দিন ধরে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে আরবিয়াই।

লোকসভা নির্বাচনে ভোট কর্মীদের নতুন ভাতা

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃনির্বাচন কমিশন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোট কর্মীদের নতুন ভাতার হার জানিয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে জোনাল অফিসার, ভোট পরিচালনার দায়িত্বে কর্মীদের বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে ভাগ করে এই হার নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিশন সূত্রের খবর, ভোটের কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য কর্মীদের দু'দফায় ট্রেনিং দেওয়া হয়। প্রতি ভোট কর্মী পিছু মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য এবারে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ মাথাপিছু ১৭০ টাকা।এছাড়াও লোকসভা নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসাররা তিন দিনের ট্রেনিংয়ের জন্য ৩৫০ টাকা করে পাবেন। ভোটের সামগ্রী নিয়ে আসার জন্য চতুর্থ দিনও এবং পঞ্চম দিন অর্থাৎ ভোটের দিনও পাবেন ৩৫০ টাকা। একইসঙ্গে একজন পোলিং অফিসারের তত্ত্বধানে যে ক'জন কর্মী নিযুক্ত থাকবেন তাঁদের মাথা পিছু ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে।কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, পোল ডিউটিতে যে সকল প্রিসাইডিং অফিসাররা যুক্ত থাকবেন তাঁরা মোবাইল রিচার্জের জন্য ৫০ টাকা পাবেন। ভোটের কাজে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের ট্রেনিং থেকে শুরু করে ভোট পর্ব পর্যন্ত ২০০ টাকা দেওয়া হবে। ভোটের কাজে 'মাস্টার ট্রেনার'রা ট্রেনিংয়ের জন্য ৩৫০ টাকা করে পাবেন। যা সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা হতে পারে। এছাড়াও সেক্টর অফিসার বাদে সেক্টর স্টাফরা যারা পোলিং ডিউটি ছাড়া ভোটের অন্য কাজে যুক্ত থাকবেন তাঁরা ২০০ টাকা পাবেন। তাঁদের কাজের দিনগুলিতে খাবারের বন্দোবস্তও করা হবে। অন্যদিকে, যে সকল পোলিং কর্মীরা রাতের কাজে যুক্ত থাকবেন তাঁরা অতিরিক্ত ১৫০ টাকা করে পাবেন।

বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে রাজনৈতিক ও ভোট প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিয়ে এবার বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হিসাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অভিযোগের পাশাপাশি বিচারবিভাগীয় কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনা ও দুর্নীতির অভিযোগেরও তদন্ত করবে। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়ে এক সদস্যের ওই বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন করা হবে বলেও রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের ইস্তেহার প্রকাশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। শুক্রবার দিল্লিতে এআইসিসি সদর দফতরে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস তার ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। এদিন এই ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী। লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি রয়েছে। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট হওয়ার কথা। কংগ্রেস তার ইস্তেহারে বলেছে যে এই দলটি জাতি ও বর্ণ এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান জানার জন্য দেশব্যাপী জনগণনা করবে। এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের শতাংশের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর জন্য একটি সংবিধান সংশোধনীও পাস করবে। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ নাগরিক, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পেনশন বাড়িয়ে মাসে ১০০০ টাকা করবে বলে তাদের ইস্তাহারে জানিয়েছে কংগ্রেস।

চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তি

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আজ মধ্য কলকাতার ধর্মতলা চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নির্বাচনের আগে দ্রুত নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে তাদের সাতটি সংগঠন আজ যৌথ ভাবে কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে ধর্মতলা শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। মিছিল ডোরিনা ক্রসিং এ পৌঁছনোর পরে তারা সেখানে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ তাদের বাঁধা দেয়। বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চও তাদের সঙ্গে অংশ নেয়। এইসময় পুলিশ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ সহ আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ভূমিকায় হতাশ'কলকাতা হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ বিজেপি নেতা বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়া খুনে ভোটের মুখে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে একের পর এক আইনজীবীরা চিঠি পাঠালেও তা কার্যকরে কেন্দ্র কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। তাতেই কার্যত হতাশ কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ, ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের দায়িত্ব নিতে হবে এনআইএকে। নির্দেশ কার্যকরের কথা জানিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে আগামী ২৪ এপ্রিল। আদালতের বক্তব্য, এটা দুর্ভাগ্যের যে হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে কোনওরকম পদক্ষেপ করতে আগ্রহ দেখায়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শুধু কেন্দ্রের আইনজীবীরা নন, এএসজি গত ফেব্রুয়ারি নিজে চিঠি লিখে নির্দেশ কার্যকরের জন্য সুপারিশ করেছেন। তার পরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি বলেও অভিযোগ। তবে এবার হাই কোর্টের কড়া নির্দেশ। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের দায়িত্ব নিতে হবে এনআইএকে। উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাসে ময়নার বাকচার বিজেপি নেতা বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তার পরই

মৃত্যু হয় তাঁর। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তুঙ্গে চাপানউতোর। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি-সহ নিহতের পরিবারের উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবিতে সরব হয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই খুনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবিও জানিয়েছিল গেরুয়া শিবির। সেই মতো তাঁর বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। তবে তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। তাই হাই কোর্টে গত বছরেও ভর্ৎসনার মুখে পড়ে কেন্দ্র। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শুক্রবার এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

প্রচারে 'গো ব্যাক' স্লোগান, দলীয় কর্মীদেরই বিক্ষোভে মেজাজ হারালেন মহুয়া মৈত্র!

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ৫ এপ্রিল ঃ লাগাতার প্রচার শুরু করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। লোকসভা ভোটের প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী পরে রয়েছেন। এমনকী টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করা সংক্রান্ত মামলায় মহুয়াকে দিল্লিতে ইডি তলব করলেও, তিনি যাননি। জানিয়ে দিয়েছেন, প্রচারে ব্যস্ত থাকবেন, তাই দিল্লি যেতে পারবেন না। ফের কৃষ্ণনগরবাসীর মন জয় করে তা ভোটব্যাঙ্ক ভরাতে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন তিনি। যেখানেই প্রচারে যাচ্ছেন, জনসমর্থনও পাচ্ছেন ভালোই। কিন্তু শুক্রবার প্রচারে বেরিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগানের মুখে পড়লেন মহুয়া মৈত্র। আর দলীয় কর্মীদের এই বিরোধিতা দেখে নিজেই মেজাজ হারালেন। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেঃদ্রর অন্তর্গত চাপড়া বিধানসভা এলাকায় শুক্রবার প্রচার করতে গিয়েছিলেন মহুয়া। লাল শাড়ি পরে হুডখোলা জিপে অন্যান্যদিনের মতো প্রচার চলছিল ঠিকঠাকই। কিন্তু চাপড়া ১ নং ব্লক এলাকায় আচমকা তৃণমূলেরই কর্মী, সমর্থক তাঁকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ এমনটা চলতে থাকায় মেজাজ হারান মহুয়া মৈত্র। মোবাইলে এই বিক্ষোভের ভিডিও রেকর্ড করছিলেন কয়েকজন। তা দেখে গাড়ি থেকে মাইক্রোফোন হাতে মহুয়া সাফ বলেন, ভিডিওটা বন্ধ করুন।

শুধু এখানেই নয়। মহুয়া রীতিমতো উত্তেজিত স্বরে বলতে থাকেন, ভিডিওটা বন্ধ করবেন নাকি আমি কিছু করব? স্পষ্টভাবে না বললেও তাঁর বাচনভঙ্গি, শরীরী ভাষা একেবারে আক্রমণাত্মক, তা বুঝতে আর কারও বাকি রইল না। রীতিমতো হুমকি দেন তিনি। পরে অবশ্য মহুয়ার সঙ্গে থাকা কর্মী, সমর্থকরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু কে বা কারা তাঁকে ঘিরে এমন স্লোগান তুললেন, কেনই বা এই বিক্ষোভ? তা এখনও জানা নেই। কিন্তু নিজের সংসদীয় এলাকাতেই এমন বিক্ষোভের মুখে পড়ে মহুয়ার মেজাজ হারানো আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল তো বটেই।

আজ থেকেই রাজ্যে শুরু ভোটগ্রহণ! কারা ভোট দিতে পারবেন বাড়িতে বসে?

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ শুক্রবার থেকেই রাজ্যে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। এ বছর লোকসভা ভোটে বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ৫ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের তিনটি কেন্দ্রে এই ' ভোটিং' চলবে। কারা দিতে পারবেন বাড়িতে বসে ভোট? ৮৫-র বেশি বয়সী প্রবীণেরা, অন্তত ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি এবং পুলিশ, দমকল, রেলকর্মী প্রমুখ ১৮টি জরুরি পরিষেবার পেশার লোকজন এই সুযোগ পাবেন। রাজ্যে সিইওর দপ্তর জানিয়েছে, কোচবিহারে ২ হাজার ২৯২ জন প্রবীণ, ৭৬১ জন বিশেষভাবে সক্ষম এবং ১, ৬৯১ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী মিলিয়ে মোট ৪৭৪৪ জন এই সুযোগ পাবেন।

আলিপুরদুয়ারে ১,৯১১ জন প্রবীণ, ৯৬২ জন বিশেষভাবে সক্ষম এবং ২৬৬ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী-সহ মোট ৩,১৩৯ জন এই সুযোগ পাবেন। জলপাইগুড়িতে ২,৪৮৬ জন প্রবীণ, ১,৩২৩ জন বিশেষভাবে সক্ষম ও ৩০৫ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী-সহ মোট ৪১১৪ জন বাড়িতে বসে এই ভোট হবে। ভোটকর্মীরা ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ভোটগ্রহণ করবেন। এই ভোটও হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে।

লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার সময়ই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছিলেন, এই প্রথম লোকসভায় বাড়িতে বসে ভোট দিতে পারবেন প্রবীণ এবং জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ভোটাররা। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল আজ থেকেই। এবারের নির্বাচনে কোনও ধরনের অশান্তি বা গণ্ডগোল বরদাস্ত করা হবে না, সেটাও জানিয়েছেন তিনি। অশান্তি ঠেকাতে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও বলেছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। এছাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, ওয়েব কাস্টিংয়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে তার আভাসও দিয়েছিলেন তিনি।

মোদি হঠাও, বিজেপিকে আর সুযোগ নয়', ভোটপ্রচারে হুঙ্কার কমল হাসান

সম্প্রতি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে গর্জে উঠেছিলেন কমল হাসান। মাক্কাল নিধি মাইয়াম দলের সুপ্রিমো সিএএ-কে বিজেপির লোকসভা ভোট জেতার হাতিয়ার হিসেবেই দেখছেন। আর বুধবার, ৩ এপ্রিল ভোটপ্রচারের ময়দানে সোজাসুজি হুঙ্কার ছাড়লেন, মোদি হঠাও, দেশ বাঁচাও। এদিন ভিসিকে প্রেসিডেন্ট থল তিরুমাভালাবানের হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন। সেখানেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান কমল হাসান। তামিলনাড়ুর জনতার কাছে মাক্কাল নিধি মাইয়াম দলনেতার আর্জি, বিজেপিকে আর সুযোগ দেবেন না। এঁরা গণতন্ত্র বিরোধী। দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ উদ্বিগ্ন। এই ভেবে যে, বিজেপি বারবার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আদর্শের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের মতো যোদ্ধাদের এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। তাই দেশে গণতন্ত্র বজায় রাখার বিজেপিকে আর সুযোগ দেবেন না। এরা যদি আবার ক্ষমতায় আসে, তাহলে দেশ আবার গণতান্ত্রিক আদর্শ

থেকে বঞ্চিত হবে।২০১৮ সালে নিজের দল মাক্কাল নিধি মাইয়াম গড়েছিলেন কমল হাসান। আর তার পরের বছরই লোকসভা ভোটে তামিলনাড়ুর ৩৯টির মধ্যে ৩৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল এই দল। কিন্তু একটিতেও জিততে পারেনি কমলের দল। সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিন শতাংশ ভোট পেয়েছিল। অন্যদিকে একুশের বিধানসভা ভোটে কোয়েম্বাটুর দক্ষিণ কেঃদ্র থেকে মাক্কাল নিধি মাইয়ামের সুপারস্টার সুপ্রিমো লড়লেও প্রায় দেড় হাজার ভোটের মার্জিনে বিজেপি-এডিএমকে জোট প্রার্থীর কাছে পরাস্ত হন। সম্প্রতি সিএএ প্রসঙ্গে কমল হাসান বলেন, লোকসভা ভোটে জেতার জন্য মরিয়া হয়ে বিজেপি সরকার এত তাড়াহুড়ো করে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে এসেছে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার সময়টাই তো প্রশ্ন তুলে দেয়, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট এখনও এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণ করছে।

মোসাদের ধাঁচে বিদেশে জঙ্গি নিকেশের অভিযোগ, ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডা ওড়াল নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল ঃ বিদেশের মাটিতে বেছে বেছে জঙ্গিদের নিকেশ করছে ভারত। একটি রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর এই দাবি করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। সেই রিপোর্টের পালটা দিল ভারত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সাফ জানিয়েছেন, বিদেশের মাটিতে গিয়ে খুন করা ভারত সরকারের নীতি নয়।

গত এক বছরে বারবার ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, বিদেশে বসবাসকারী জঙ্গিদের বেছে বেছে খুন করছে সরকার। পাকিস্তানে গত দুবছরে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত বারো জন জেহাদি। তাপর্যপূর্ণ ভাবে, এরা প্রত্যেকেই ছিল ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে। শুধু পাকিস্তান নয়, অভিযোগ উঠেছে ' কানাডা-আমেরিকা থেকেও। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সাফ অভিযোগ আনেন, খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের সঙ্গে জ।তি ভারত সরকার। এক ' এজেঃটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করা হয়।এহেন পরিস্থিতিতে ভারতীয় সরকারের এক আধিকারিকের উক্তি তুলে ধরে একটি রিপোর্ট পেশ

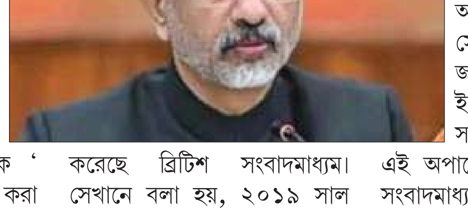

করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। সেখানে বলা হয়, ২০১৯ সাল থেকে মোট ২০ জঙ্গিকে নিকেশ করেছে ' এই দাবির সপক্ষে পাকিস্তান সরকারও বেশ কিছু প্রমাণ দিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমটিকে। ইসলামাবাদের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অবস্থিত ভারতের স্লিপার সেলই পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিদের খুন করেছে। ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের ধাঁচেই এই অপারেশন চালাচ্ছে 'ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, ভারতবিরোধীদের টার্গেট করে নিকেশ করার নীতি নিয়েছে নয়াদিল্লি। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরেই তোপ দেগেছে বিদেশমন্ত্রক। বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়, দ্য গার্ডিয়ানের এই রিপোর্টে যা অভিযোগ আনা হয়েছে সবটাই ভুয়ো। বিদ্বেষমূলক মানসিকতা থেকে ভারত বিরোধী প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে এই রিপোর্টে। বিদেশমন্ত্রীও বলেছেন, বিদেশি নাগরিকদের বেছে বেছে হত্যা করা মোটেও ভারতের নীতি নয়।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি! দাবি কঙ্গনার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এমনটাই দাবি করতে শোনা গেল কঙ্গনা রানাউতকে। একটি সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী তথা BJP-র প্রার্থী বলেন, 'দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।'হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডি লোকসভা আসন থেকে কঙ্গনা রানাউতকে টিকিট দিয়েছে BJP। তারপর থেকেই খবরের শিরোনামে এই অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ। ইতিমধ্যেই তাঁর নানা মন্তব্য নিয়ে চর্চা চলছে। সম্প্রতি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম নিয়ে ফের বিতর্ক তৈরি হয়েছে।কঙ্গনা রানাউতের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা শেয়ার করেছেন কংগ্রেস নেতা বিভি শ্রীনিবাস, আপের রাজ্যসভা সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। যেখানে একটি সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে কঙ্গনাকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আপনারাই বলুন তিনি কোথায় গেলেন?' কঙ্গনার এই ভিডিয়ো শেয়ার করে কটাক্ষের সুরে স্বাতী মালিওয়াল লেখেন, 'নিন আপনারা শিক্ষিত এবং যোগ্য প্রার্থীদের ভোট দিন।'প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকে কঙ্গনা রানাউত বারবার কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের অসুস্থ মানসিকতা। তাদের পারিবারিক পরিচয় সেটা প্রমাণ করে।' মাণ্ডি লোকসভা কেন্দ্রের সুন্দরনগরে একটি নির্বাচনী সভা থেকে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস আসলে হজম করতে পারছে না, দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আমায় টিকিট দিয়েছে। তাই আমার সম্পর্কে কটুক্তি করা শুরু করেছে।' তাঁর সংযোজন, 'ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা পাওয়া এই ধরণের কংগ্রেস নেতাদের পারিবারিক পরিচয় বলে দিচ্ছে তাদের মানসিকতা কতটা অসুস্থ।' BJP-র প্রতি তাঁর সমর্থন দেখে অন্য দলগুলি তাঁকে ভয় দেখিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন কঙ্গনা। তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ মাণ্ডির BJP প্রার্থীর। কঙ্গনার কথায়, 'হিমাচল প্রদেশের মহিলারা অনেক সাহসী। আমি খুব দৃঢ় চিত্তে এই পরিস্থিতি সামলেছি। আগামী নির্বাচন ধর্ম যুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করতে হিমাচল সহ পাহাড়ের মেয়েরা ঢালাও ভোট দেবে BJP-কে।'এখানেই শেষ নয়। BJP-র মাণ্ডি লোকসভা কেন্দ্রের এই প্রার্থীর বক্তব্য, '২০১৪ সালের পর ভারত প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়েছে।' প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই জোরকদমে প্রচারে শুরু করেছেন কঙ্গনা রানাউত। প্রচারে বেরিয়ে বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনার বক্তব্য, 'সকলে দেখতে পাচ্ছেন আমার সমর্থনে কত মানুষ ভিড় জমিয়েছেন। তাঁরা সকলেই গর্বিত। তাঁরা গর্বিত কারণ তাঁরা জানেন, এই নির্বাচনে মাণ্ডির কন্যা তাঁদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই নির্বাচনে বিজেপির কাছে উন্নয়নই প্রধান ইস্যু। মাণ্ডির মানুষের হৃদয়ে কী রয়েছে তা লোকসভা ভোটের ফলাফলেই প্রকাশ্যে আসবে।'

দিল্লিতে যুবক খুনের কিনারা পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল ঃ দিল্লিতে যুবক হত্যাকাণ্ডের কিনারা করল পুলিশ। নিহত যুবক শচীন কুমারের প্রাক্তন সহকর্মী হাসিব খান ও তার স্ত্রী সাবিনা বেগমকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্তরা।শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত যুবক শচীন কুমারকে দু'' লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন অভিযুক্ত হাসিব। কিন্তু সেই টাকা সে ফেরত দেয়নি। যদিও শচীনের এক ভাই জানিয়েছেন, এক লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছিল। বাকি টাকার জন্য ক্রমাগত ফোনে হুমকি দিচ্ছিল হাসিব। তদন্তে আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে, হাসিবের স্ত্রীর সঙ্গে শচীনের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তার জেরেই এই খুন বলে পুলিশের অনুমান।প্রসঙ্গত, দিল্লির কনট প্লেসের একটি রেস্তরায় ওয়েটারের কাজ করতেন ২২ বছরের যুবক শচীন। অন্যদিকে ৩১ বছরের হাসিব খানের দক্ষিণ দিল্লির সঙ্গম বিহারে একটি জামা-কাপড়ের দোকান রয়েছে। গত রবিবার থেকে কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না শচীনের। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযুক্তরা জানিয়েছে, শচীনকে ফোন করে বাড়িতে ডাকা হয়েছিল। এরপর তাঁকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। দেহ গাড়িতে করে দাসনার একটি জঙ্গলে ফেলে আসে অভিযুক্তরা।

ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি করতে হবেঃপ্রধানমন্ত্রী

কোচবিহার, ৫এপ্রিল ঃ দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের নির্বাচনী জনসভায় এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দুর্বল সরকারে কাজ হবে না। শক্তিশালী সরকার দেয় একমাত্র মোদী। মোদী ভারতের জনগণের সামান্য সেবক। ১৪০ কোটি জনগণের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে মোদীকে। তাই ' কা গ্যারান্টি'-র উপর ভরসা রাখুন।লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার প্রথম পশ্চিমবঙ্গে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সমর্থনে জনসভা করেছেন তিনি। তাঁর সভা উপলক্ষে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে জনসমাগম হয়েছে বিপুল। কোচবিহারের মঞ্চে মোদীকে দোতারা উপহার দেওয়া হয়। মঞ্চে সেই বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে তিনি বাজিয়েওছেন।ভাষণের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মোদী। বলেন, ' বার আমি এখানে যখন সভা করতে এসেছিলেন, মাঠের মাঝে মঞ্চ বানিয়ে উনি ময়দান ছোট করে দিয়েছিলেন। এ বার তেমন কিছু করেননি।'' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর এই সময়টা ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটাই সময় বিকশিত ভারত গড়ার। যখন ভারত উন্নত হবে, তখন বাংলাই হবে তার সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বার করেছে বিজেপি সরকার। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কারণ আমাদের উদ্দেশ্য সড় তাই আমরা দেশের উন্নতি করতে পেরেছি। যেখানে বাকি সকলের আশা শেষ হয়, সেখান থেকে ' কি গ্যারান্টি ' শুরু হয়।''অন্যদিকে বাংলার ৩ কোটি মহিলাকে ' দিদি' বানাবে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের জনসভা থেকে এই আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ' লাখপতি বানাব তিন কোটি মহিলাকে। তাঁদের ড্রোন পাইলট বানাব। এতে ' ভারত' প্রকল্পে গতি আসবে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে অন্তত সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি এখানে তাই বিকাশের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।''গত ১০ বছরে দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা শুধু ' আরও কাজ বাকি আছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁর কথায়, ' ৪০ লক্ষ পরিবার বাড়ি পেয়েছে। কোটি কোটি মানুষ প্রথমবার শৌচালয়, বিদ্যুৎ, জলের সংযোগ পেয়েছেন। কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি আমরা টাকা পাঠিয়েছি। কারণ এটা মোদীর গ্যারান্টি ছিল। ১০ বছরে যে বিকাশ হয়েছে, তা দেশের সর্বত্র হয়েছে। ১০ বছরে যা হয়েছে, তা শুধু ' আরও অনেক কাজ বাকি। লোকে বলে আমার কোনও পরিবার নেই। আমার কাছে দেশই পরিবার।''সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বাংলার সরকারকে আক্রমণ করলেন মোদী। তাঁর হুঁশিয়ারি, সন্দেশখালির ঘটনার জন্য দায়ী একমাত্র তৃণমূল। এর জন্য তৃণমূলকে ভুগতে হবে। সিএএ নিয়ে বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করে মোদী বলেন, ' সরকার সিএএ নিয়ে এসেছে। প্রতি পরিবারকে নাগরিকত্ব দেওয়া মোদীর গ্যারান্টি। বাংলার প্রতি পরিবারকে বলব, তৃণমূল, বামেরা আপনাদের ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু আপনারা ১০ বছর আমার কাজ দেখেছেন। মোদীর গ্যারান্টির উপর ভরসা রাখুন।''বিরোধী জোটকে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ' রাজনীতি শুধু অপপ্রচারের উপরেই টিকে আছে। ' মিথ্যাচার। তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস এখানে নিজেদের মধ্যে লড়ছে। দিল্লিতে এক থালিতে খায়।'' তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি প্রসঙ্গেও আক্রমণ করেন মোদী। বাংলার মানুষের টাকা নিয়ে তাঁরা দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর কথায়, ' বলি, ভ্রষ্টাচার হাটাও, ওরা বলে ভ্রষ্টাচার বাঁচাও। কিন্তু মোদী দুর্নীতিগ্রস্তদের সাজা দেবেই।''

ফোর্বসের ধনীতমদের তালিকায় দেশে প্রথম আম্বানি, দ্বিতীয় স্থানে আদানি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশের ধনীতম শিল্পপতিদের শীর্ষে উঠে এলেন মুকেশ আম্বানি। তাঁর অনেক পিছনে, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন গৌতম আদানি। ২০২৪ সালে বিশ্বের ধনকুবেরদের যে তালিকা ফোর্বস প্রকাশ করেছে, তাতে গতবছরের ১৬৯ জন ভারতীয়ের জায়গায় এবারে ২০০ জন ভারতীয় স্থান পেয়েছেন। ভারতীয়দের মিলিত অর্থ-সম্পত্তির পরিমাণ ৯৫৪ বিলিয়ন ডলারে ঠেকেছে। গতবছর তা ছিল ৬৭৫ বিলিয়ন ডলার। বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ। বিশ্বের ধনীশ্রেষ্ঠদের তালিকায় আম্বানি নবম স্থানটি ধরে রেখেছেন। ভারত তো বটেই, এশিয়ারও ধনীতম ব্যক্তিটি তিনিই।ফোর্বসের তালিকা অনুযায়ী, আদানি হলেন দেশের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি। সামগ্রিক তালিকায় তিনি সপ্তদশ স্থানে রয়েছেন। দেশের ধনীতম মহিলা হলেন সাবিত্রী জিন্দাল। দেশের মধ্যে তাঁর স্থান চতুর্থ। এক বছর আগেও তিনি দেশের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে ছিলেন। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩.৫ বিলিয়ন ডলার।এই তালিকায় এবার নতুন ২৫ জন বিলিয়নেয়ার নাম তুলেছেন। ভারতের প্রথম দশে থাকা কোটি কোটিপতিরা হলেন, মুকেশ আম্বানি (১১৬ বিলিয়ন ডলার), গৌতম আদানি (৮৪ বিলিয়ন ডলার), শিব নাদর (৩৬.৯ বিলিয়ন ডলার), সাবিত্রী জিংদাল (৩৩.৫ বিলিয়ন ডলার), দিলীপ সাংভি (২৬.৭ বিলিয়ন ডলার), সাইরাস পুনাওয়ালা (২১.৩ বিলিয়ন ডলার), কুশল পাল সিং (২০.৯ বিলিয়ন ডলার), কুমার বিড়লা (১৯.৭ বিলিয়ন ডলার), রাধাকৃষাণ দামানি (১৭.৬ বিলিয়ন ডলার) এবং লক্ষ্মী মিত্তল (১৬.৪ বিলিয়ন ডলার)।সামগ্রিকভাবে বিশ্বের ১০ জন ধনী শিল্পপতি হলেন, বার্নার্ড আর্নল অ্যান্ড ফ্যামিলি (২৩৩ বিলিয়ন ডলার), এলন মাস্ক (১৯৫ বিলিয়ন ডলার), জেফ বেজো (১৯৪ বিলিয়ন ডলার), মার্ক জুকেরবার্গ (১৭৭ বিলিয়ন ডলার), ল্যারি এলিসন (১৪১ বিলিয়ন ডলার), ওয়ারেন বাফেট (১৩৩ বিলিয়ন ডলার), বিল গেটস (১২৮ বিলিয়ন ডলার), মুকেশ আম্বানি (১১৬ বিলিয়ন ডলার), ল্যারি পেজ (১১৪ বিলিয়ন ডলার)।

যাদবপুরে বামেদের দেওয়াল লিখনে কালি! হুংকার সৃজনের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যাদবপুরে সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের সমর্থনে লেখা একাধিক দেওয়াল লিখন মুখে দেওয়া এবং তাতে কালি লেপে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যেও সৌজন্যের নজির দেখেছে এই কেন্দ্র। বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যকে প্রচারে দেখে এগিয়ে গিয়ে সৌজন্য বিনিময় করেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ।যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের আওতাধীন রাজপুর-সোনারপুর ওয়ার্ডের ২১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের একাধিক দেওয়াল দেখিয়ে সিপিএমের দাবি, রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এই সব কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বেই দেওয়াল মুছে দেওয়ার কাজ চলছে বলে দাবি সিপিএমের। স্থানীয় বামকর্মী কৃশানু বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে বলেন, ' দিন ধরেই তৃণমূল এ সব করছে। ওদের নেতাদেরও বিষয়টা আমরা জানিয়েছি। কেবল বলা হচ্ছে, কারা এগুলো করছে দেখো। আমাদের কেউ এই সব কাজে যুক্ত নয়।দেওয়াল মোছার অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলেছেন সিপিএম প্রার্থী সৃজনও। তিনি বলেন, লাল ঝান্ডা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। তাই তৃণমূল ভয় পাচ্ছে। মানুষের মনে আছে লাল ঝান্ডা। দেওয়াল মুছে তৃণমূল কিছুই করতে পারবে না। তৃণমূল টালিগঞ্জ-সহ আরও বেশ কিছু জায়গাতেও তাঁদের দেওয়াল লিখন মুছে দিয়েছে বলে দাবি করেন সৃজন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মিলন সরকারের আবার দাবি, এলাকায় সিপিএমের দেওয়াল লেখার লোক নেই। তাই এই সব অভিযোগ তুলে নজর কাড়তে চাইছে। তাঁর কথায়, এলাকার মানুষ তৃণমূলের কাছ থেকে পরিষেবা পায়। ভোটের ফলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে মানুষ কাদের সঙ্গে আছে। হতাশা থেকে সিপিএম আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে।

কেন্দ্রের অনুদান নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে তৃণমূলঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের মুখে আবারও বিস্ফোরক বিজেপির দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার কেন্দ্রীয় অনুদান নিয়ে রাজ্যকে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি।এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তৃণমূল সরকার বারবার মিথ্যা কথা বলছে। কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সম্পর্কিত মিথ্যা পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে এই সরকার। আমি বলছি, কেন্দ্রীয় সরকার কী করছে, কী দিচ্ছে, রাজ্য সরকার কতটা পেয়েছে? আজ সবকিছু জনসম্মুখে রয়েছে। তিনি এও বলেন, সিএজি ২২৯ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছে, যার উত্তর এখনও রাজ্য সরকার দিতে পারেনি। এটা গরিব মানুষের টাকা।উল্লেখ্য, বাংলার আবাস যোজনা থেকে শুরু করে ১০০ দিনের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল সরকার। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে ভোটপ্রচারে এসে তৃণমূল সরকারকে

'আমাদের দলের আপদ, বিজেপির সম্পদ', নাম না করে নিশীথকে কটাক্ষ মমতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃনাম না করে জলপাইগুড়ির সভামঞ্চ থেকে নিশীথ প্রমাণিককে আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে 'আপদ' বলেও কটাক্ষ করলেন তিনি।তিনি বলেন, আরও একজন বাবু আছে। আমরা দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের দলে ছিল আপদ। আর এখন বিজেপিতে গিয়ে হয়েছে সম্পদ। তোমার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আছে বলে দেব। সমস্ত কেস বলে দেব।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বক্তৃতায় একাধিকবার আক্রমণ করেন নিশীথ প্রমাণিককে। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, একাধিক পুলিশের গাড়ি করে ঘুরে বেরায় একজন। রাজার মতো থাকে। কিন্তু কোনও উন্নতি করেনি।

উদয়ন গুহকে অচেনা নম্বর থেকে'হুমকি, শোরগোল দিনহাটায়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে (Udayan Guha) খুনের হুমকি (Murder Threat) দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন মন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের মাঝে ফোনে এই হুমকি দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হযেছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। ঘটনার তদন্তে নেমে ফরাক্কা থেকে এক ব্যক্তিকে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথাভাঙায় সভা শেষের পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ (Udayan Guha) বলেন, বুধবার রাতে প্রচার কর্মসূচি শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে অজানা নম্বর থেকে তাঁকে ফোন করা হয় এবং সেখানে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের সঙ্গে হুমকি দেওয়া হয়। আগেও তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাড়ি ফিরেই তিনি গোটা বিষয় পুলিশকে জানান। এবং এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে দিনহাটা থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে ফরাক্কার একজন এই হুমকি দিয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।যদিও এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তৃণমূলের দাবি, বারবার উদয়ন গুহকে লক্ষ্য করে হুমকি এবং হামলার ঘটনা ঘটছে। দিনহাটায় বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয় থেকে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। তার পরেই ঘুঘুমারিতে মন্ত্রী উদয়ন গুহর কনভয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে। নির্বাচনের ঠিক আগে ফের অজানা নম্বর থেকে ফোনে হুমকি দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির ঘাড়ে দোষারোপ করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, এই ধরনের রাজনীতির সঙ্গে বিজেপির কখনই কোন যোগ নেই। কে বা কাহারা ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা তদন্ত করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ষড়যন্ত্রের সন্দেশখালির 'বাঘ' শাহজাহানের মুখে, সোজাসুজি বিজেপিকে নিশানা! কী বললেন শাহজাহান

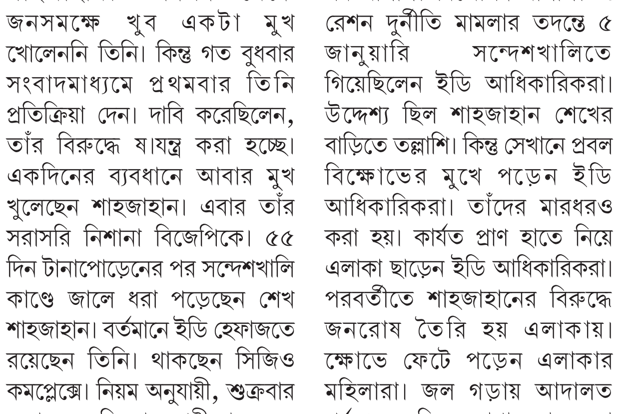

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃগত ২৯ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছিলেন শেখ শাহজাহান। তারপর থেকে জনসমক্ষে খুব একটা মুখ খোলেননি তিনি। কিন্তু গত বুধবার সংবাদমাধ্যমে প্রথমবার তিনি প্রতিক্রিয়া দেন। দাবি করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষাযন্ত্র করা হচ্ছে। একদিনের ব্যবধানে আবার মুখ খুলেছেন শাহজাহান। এবার তাঁর সরাসরি নিশানা বিজেপিকে। ৫৫ দিন টানাপোড়েনের পর সন্দেশখালি কাণ্ডে জালে ধরা পড়েছেন শেখ শাহজাহান। বর্তমানে ইডি হেফাজতে রয়েছেন তিনি। থাকছেন সিজিও কমপ্লেক্সে। নিয়ম অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য শাহজাহানকে নিয়ে যাওয়া হয় জোকা হাসপাতালে। সিজিও থেকে বেরনোর সময় সাংবাদিকরা শাহজাহানকে প্রশ্ন করে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি নিয়ে। সেই সময়ই শাহজাহান দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যে। সবকিছুর নেপথ্যে বিজেপি রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। বলেন, ' মিথ্যে কথা। সব দালাল। বিজেপির দালাল।''রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। উদ্দেশ্য ছিল শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি। কিন্তু সেখানে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের মারধরও করা হয়। কার্যত প্রাণ হাতে নিয়ে এলাকা ছাড়েন ইডি আধিকারিকরা। পরবর্তীতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হয় এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মহিলারা। জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। ৫৫ দিনের মাথায় জালে ধরা পড়ে সন্দেশখালির বাঘ। স্থানীয়দের এত অভিযোগ সত্ত্বেও গত বুধবার মেডিক্যাল পরীক্ষা সেরে ফেরার পথে শাহজাহানের দাবি ছিল, তিনি নির্দোষ। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। এদিনও ফের একই দাবি করলেন তিনি।

'দলের একটা সিস্টেম আছে...', ডায়মন্ড হারবার থেকে দাঁড়িয়েই বললেন আইএস্‌এফর মজনু, সাফাই নওশাদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তর্জনগর্জনই সার। লাখ লাখ ভোটের ব্যাবধানে হারানোর চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন একাধিকবার। কিন্তু শেষমেশ পিছু হঠলেন। ডায়মন্ড হারবার (Diamond Harbour) কেন্দ্রের লড়াই থেকে পিছু হঠেছেন নওশাদ সিদ্দিকি। শেষ পর্যন্ত সেই ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ। তবে যে নওশাদের এই আসনে দাঁড়ানো নিয়ে বিস্তর জল্পনা হয়েছিল তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। উল্টে লড়ছেন মজনু লস্কর। এদিকে নাম ঘোষণা হতে না হতেই অভিষেককে এক হাত নিলেন মজনু। চাঁচাছোলা ভাষায় দাগলেন তোপ। খোঁচা দিয়ে বললেন, আমার বিরুদ্ধে যিনি প্রার্থী হয়েছেন সেই অভিষেক বঃন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তো ৩৬ বছর। আমার বয়স ৪২। তাহলে ভাইকে দাদা কী ভয় পায়? আপনারা আপনাদের ভাইকে কী ভয় পান? বৃহস্পতিতেই একটি টুইট করেছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি লেখেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়ে, নিজেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারপর নিজেই সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াকে নৌশাদ সিদ্দিকী বলে। এই জন্যই আমরা বলি, পান্তা ভাত খেয়ে বিরিয়ানির ঢেঁকুর তোলা উচিত না।'শুধু দেবাংশু নয়, কটাক্ষের বন্যা সর্বত্র। এবার ' সমর্থন'-এ যুক্তির ঢাল সাজালেন নওশাদ। কেন ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়লেন না তিনি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে 'আবেগ স্তুতি' শোনা গেল নওশাদের কণ্ঠে। তিনি বলেন, 'আমারও আবেগ আছে। কিন্তু, নওশাদের জন্য আই এস এফ নয়, আই এস এফ এর জন্য নওশাদ। দলের একটা সিস্টেম আছে। সেটাই প্রাধান্য । দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা নিশ্চই ভালোর জন্য নিয়েছে।' পাশাপাশি তিনি যাতে গোটা রাজ্যে গিয়ে প্রচার চালাতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই দল তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছে, প্রকারান্তে দাবি নওশাদের।এই প্রসঙ্গে নওশাদ ফের একবার 'দলের দোহাই' দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার মন হয় এই বার্তা দলের নীচু স্তর পর্যন্ত পৌঁছবে যে এই দলে চেয়ারম্যানের ইচ্ছার থেকে দলের সিদ্ধান্ত বড়।' সব মিলিয়ে তিনি যে 'দল নিবেদিত প্রাণ' তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নওশাদ। এদিকে বাম কংগ্রেস আসন সমঝোতার দিকে ঝুঁকলেও ISF-এর সঙ্গে জোটের কোনও সম্ভাবনা আর নেই বলেই পর্যবেক্ষণ ওয়াকিবহাল মহলের।নওশাদ বলেন, 'বুধবার রাত পর্যন্ত আলোচনার দরজা খোলা ছিল। কিন্তু, সদর্থক উত্তর আমাদের কাছে আসেনি। আমরা অনেকটা নেমেছি । কিন্তু, দেখছি শুধু আলোচনা হচ্ছে। আর সময় আমাদের থেকে দ্রুত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। যে আসনগুলো আমাদের ছাড়তে হত সেগুলোতে তাঁরা প্রার্থী ঘোষণা করে দিল। ন্যূনতম সম্মান আমাদের দেওয়া হচ্ছে না।'

ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশের পরেই বোসকে কড়া জবাব দিল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃবৃহস্পতিবারই ব্রাত্য বসুকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানোর সুপারিশ করেছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এবার পালটা বোসকে কড়া জবাব রাজ্যের। রাজ্যপাল রাজ্যের ক্ষমতাকে ছোট করতে চাইছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যের তরফে।একই সঙ্গে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে ধৈর্য রাখতে পারছেন না রাজ্যপাল।সম্প্রতি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যকে পদ থেকে সরানো নিয়ে আবার প্রকাশ্যে আসে রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাত। সেই ঘটনায় রাজ্যপাল তথা আচার্যের মনে ' পুঞ্জীভূত' হয়। গত বুধবার ' রিপোর্ট কার্ড' নামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয় ' সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের বেআইনি আদেশে যে সকল উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ স্তব্ধ করে রেখেছেন, আচার্য তাঁদের সতর্ক করছেন।'' পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ' কুক্ষিগত' করতে চাইছে বলেও অভিযোগ করা হয় সেখানে। রাজভবনের বিবৃতিতে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাই কোর্টের আদেশের কথা উল্লেখ করে আচার্যের ক্ষমতা ' করানো হয়।শুক্রবার সেই রিপোর্ট কার্ডেরই জবাব দিল রাজ্য। রাজ্যের বক্তব্য, রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই একক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরিচালিত করতে চাইছেন রাজ্যপাল বোস। সুপ্রিম কোর্টের পুরনো নির্দেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাজ্যের চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যপাল নিয়ম মেনে চলছেন না। তিনি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ' করে' রাজ্যের পড়ুয়াদের ' মুখে ফেলতে চাইছেন। রাজ্যের আরও অভিযোগ, যোগ্য ব্যক্তিদের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করছেন না রাজ্যপাল। এর ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হচ্ছে না বলেও দাবি করা হয়েছে। রাজভবনকে কটাক্ষ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যপাল ভুলে যাচ্ছেন যে, এই রাজ্যে এক জন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, যিনি বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশি অবহিত থাকার কারণে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশি দক্ষ। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে উপাচার্য নিয়োগ করার কথা রাজ্যপালের। কিন্তু বিধি না মেনে তিনি একাই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের আবহেই শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বোসের সংঘাতের বিষয়টিও প্রকাশ্যে এসেছে। বৃহস্পতিবার সকালে রাজভবনের এক্স হ্যান্ডল (সাবেক টুইটার) থেকে একটি পোস্ট করা হয়। তাতে লেখা ছিল, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক ' হয়েছে। রাজভবনের সেই পোস্টকে উদ্ধৃত করে পোস্ট করে সংবাদ সংস্থা পিটিআইও। কিন্তু বেলা গড়াতে দেখা যায় রাজভবনের দু'টি পোস্ট মুছে গিয়েছে। কিন্তু পিটিআই তাদের পোস্ট রেখে দেয়। পিটিআই-এর তরফে জানানো হয়, রাজ্যপাল বোস ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ করেছেন। গোটা বিষয়টিকে ' বলে অভিহিত করেন শিক্ষামন্ত্রী।সম্প্রতি তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন ' সভা বসেছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সভাপতি হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ঘটনাচক্রে, সেই সভার পরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অপসারিত হন রজতকিশোর। তার পরেই সোমবার রাজ্যপালের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। এক সাক্ষাকারে ব্রাত্য বলেন, ' লোকটার (রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস) পাগলামি এবং বোকামি দেখতে দেখতে রাজ্যবাসী ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। দু'দিন আগে উত্তরবঙ্গে আমাদের রাজ্য অধ্যাপক সংগঠন ' কনভেনশন হয়। সেখানে কার্যকরী উপাচার্য উপস্থিতও ছিলেন না। কিন্তু রাজ্যপালের গোসা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টই উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জট কাটাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্যকে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছিল। প্রথমে রাজ্যপাল ' কোর্টের লিখিত নির্দেশ নেই' বলে একটি অবস্থান নিয়েছিলেন। তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যপালের আইনজীবীকে। তার পর রাজ্য এবং রাজভবনের মধ্যে বৈঠক হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। এর জন্য বোসকেই দায়ী করে রাজ্য।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৬এপ্রিল ঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৬এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৩চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৩চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৪৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে মজা করুন।
বৃষভ রাশিঃকফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আপনি বাড়ির চারপাশের ছোট ছোট জিনিসগুলিতে আজ প্রচুর ব্যয় করতে পারেন যা মানসিকভাবে আপনাকে চাপ দিতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন
কর্কট রাশিঃস্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। আপনার স্ত্রীর সাথে
সিংহরাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। শুভদিন
মকর রাশিঃসংসারে শান্তি হবে
কুম্ভ রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।
মীন রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। বাচ্চাদের নিজেদের প।াশোনা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনায় মনোযোগী হওয়া দরকার। ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে উচ্চকিত হবেন না।

গঙ্গায় জলস্তর নিম্নগামী, গ্রীষ্ম পড়তেই জলসঙ্কটের অশনি সংকেত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এপ্রিলের গোড়া থেকেই চরম গরম পড়ে গিয়েছে। হাওয়া অফিসের কথায়, চলতি সপ্তাহে গরম আরও চড়বে। এই প্রবল গরমে জলসঙ্কটের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বালি পুর কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, জানুয়ারিতেই গঙ্গায় জলস্তর নেমে যাওয়ায় বেলুড়ের কেএমডিএর ইনটেক পয়েন্টে জল তুলতে সমস্যার কারণে তীব্র জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল বালি পুর এলাকার বেলুড় ও বালিতে। একই সঙ্গে বিগড়েছিল ইনটেক পয়েন্টের একটি পাম্পও। তখনকার মতো পাম্প সারিয়ে সমস্যার আপাত সুরাহা হলেও বালি পুরসভার জল সঙ্কট মেটেনি আজও। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কেএমডিএর ইঞ্জিনিয়াররা গঙ্গার গভীরে নতুন ইনটেক পয়েন্ট করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। এখন ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নতুন ইনটেক পয়েন্ট তৈরিতে আরও এক বছর লেগে যেতে পারে। ততদিন পুরোনো ইনটেক পয়েন্ট থেকে পরিকল্পনামাফিক জল তুলে সঙ্কট মোকাবিলাই চ্যালেঞ্জ পুর কর্তৃপক্ষের কাছে। মূলত বেলুড়ের বিকে পাল টেম্পল রোডের জগন্নাথ ঘাটের কাছে কেএমডিএর জলপ্রকল্পে গঙ্গার ঠিক যে জায়গা থেকে জল তোলা হয়, সেখানে পলি জমে নদীতে বিস্তীর্ণ চড়া পড়েছে। ফলে ভাটার সময় ইনটেক পয়েন্টের পাম্প চালানো যাচ্ছে না। শুধুমাত্র বালি পুর এলাকায় পরিশ্রুত জল সরবরাহের জন্য কেএমডিএর এই জলপ্রকল্পের ইনটেক পয়েন্টের একটি পাম্প বিকল হয়েছিল গত জানুয়ারিতে। সেই সময় বেলুড় ও বালিতে তীব্র জল সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় জলের গাড়ি পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন পুর কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে উঠলে বালি পুরসভার নিজস্ব জলের গাড়িতেও টান পড়ে। তখন লাগোয়া উত্তরপাড়া পুরসভা, হাওড়া ও কলকাতা পুরনিগম থেকে জলের গাড়ি এনে সামাল দেওয়া হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, বিকল পাম্পটির বহু যন্ত্রাংশ গঙ্গার পলিতে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে বিকল পাম্প সারাতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ বুঝতে পারেন সঙ্কটের শেষ এখানেই নয়। বেলুড়ের দিকে

পলি জমে জমে জেগে ওঠা চরের জন্য ইনটেক পয়েন্ট থেকে জল তোলাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বেলুড়ের জগন্নাথঘাটে আগে যেখানে ১৬০টি সিঁড়ি ছিল এখন মোটে কুড়িটি দেখা যায়। ফলে প্রতিদিনই জল তোলার জন্য জোয়ারের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এখন গরমে স্বভাবতই বেড়েছে জলের চাহিদা। এ ভাবে শুধু জোয়ারের ভরসায় কঠিন দিনগুলিতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে না বিলক্ষণ বুঝছেন পুর কর্তৃপক্ষ। ফলে নতুন করে ইনটেক পয়েন্ট তৈরির জন্য শুরু হয়েছে উদ্যোগ। বালির প্রাক্তন কাউন্সিলার ও হাওড়া পুর নিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের অন্যতম সদস্য রিয়াজ আহমেদ বলেন, 'গ্রীষ্মের জন্য আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। সমাধান হিসেবে বালিতে রবীন্দ্রভবনের কাছে জল তোলার জন্য নতুন ইনটেক পয়েন্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' কেএমডিএর ইঞ্জিনিয়াররা রবীন্দ্রভবনের কাছে গঙ্গার গভীরে ইনটেক পয়েন্ট করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। এখন ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। নতুন ইনটেক পয়েন্ট তৈরিতে আরও এক বছর লেগে যেতে পারে। ততদিন রীতিমতো অঙ্ক কষে পুরোনো ইনটেক পয়েন্ট দিয়ে জল তুলে জল সঙ্কট মোকাবিলা করতে হবে। এই মুহূর্তে বেলুড়ের কেএমডিএ জলপ্রকল্পের দৈনিক সর্বোচ্চ জল উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮ মিলিয়ন গ্যালন। তার ৮০ অর্থাৎ ৩৮-৪০ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। পুরসভা সূত্রে খবর এই মুহূর্তে ৩৫ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এর বাইরে হুগলির শ্রীরামপুরে বালি পুরসভার নিজস্ব জল প্রকল্প থেকে পাওয়া প্রতিদিন ৫-৬ মিলিয়ন গ্যালন জল বালির একাংশে জলের চাহিদা মেটাচ্ছে। জল সরবরাহের সময়ের কিছুটা হেরফের করা হয়েছে। অনেক এলাকায় সকালের দিকে একটানা ৩ ঘণ্টা জল দেওয়ার পরিবর্তে এক থেকে দেড় ঘণ্টা জল দিয়ে আবার দুপুরে ও বিকেলে জল দেওয়া হচ্ছে।

এই ভাবে দিনে ৫-৬ ঘণ্টা জল সরবরাহ করে সঙ্কট মোকাবিলা করা যাচ্ছে। তবে সব সময়েই ঘরপোড়া গোরুর মতো তটস্থ থাকতে হয় জল সরবরাহ বিভাগের কর্মী-আধিকারিকদের।

তিনতলা থেকে নিচে পড়ে গুরুতর জখম রংমিস্ত্রি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ এপ্রিলঃ তিনতলা থেকে নিচে পড়ে গুরুতর জখম রংমিস্ত্রি। হাওড়া রেল কোয়ার্টারের ভিতরে রং করতে গিয়ে তিনতলা থেকে নিচে পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক রংমিস্ত্রি। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ। আহতের নাম সুজাউদ্দিন মোল্লা (৩২)। বাড়ি ক্যানিংয়ে। এদিন সন্ধ্যেবেলা রেল কোয়ার্টারের ভিতরে একটি বিল্ডিং রং করছিলেন তিনি। রোপের মধ্যে বসে রং করার সময় হঠাৎই তিনি নিচে পড়ে যান। স্থানীয়রা ছুটে এসে তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। ঘটনাস্থলে দেখা যায় একটি মইয়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে সেই দড়িতে ঝুলেই তিনি কাজ করছিলেন। তবে সন্ধ্যের সময় কাজ করার কারণ জানা যায়নি। তবে রং করার কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রায়।

বাইক চুরি, পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত, উদ্ধার বাইক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ এপ্রিলঃ বাইক চুরি, পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত। উদ্ধার বাইক। চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করলো পুলিশ। এবং এই ঘটনায় জড়িত দুই অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ৩১ মার্চ বাইক চুরি যাওয়ার অভিযোগ আসে হাওড়ার ব্যাঁটরা থানায়। ব্যাঁটরা থানার পুলিশ দ্রুত তদন্তে নামে। এরপর এই বাইক চুরির ঘটনায় শেখ জুলফিকার রহমান ও আসরফ হোসেন নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা ঘটনার কথা স্বীকার করে। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বাইকটিও উদ্ধার করা হয়। ব্যাঁটরা থানার অ্যান্টি ক্রাইম অফিসার ও পুরো টিমের তৎপরতায় চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, চুরি যাওয়া বাইকটি প্রকৃত মালিককে হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এটা কি বিদেশের জন্য তৈরি, কংগ্রেসের ইস্তেহার নিয়ে বিজেপির কটাক্ষ

কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। এই নিয়ে কটাক্ষ করেছেন পশ্চিমবাংলায় বিজেপির সহ ইনচার্জ এবং আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মালব্য কংগ্রেসের ইস্তেহারের ছবি শেয়ার করেছেন। এক্স-এ তিনি লিখেছেন, মনে হচ্ছে কংগ্রেস ভুলে গেছে যে তাঁরা ভারতের জন্য একটি ইস্তেহার তৈরি করছে। তারা রাহুল গান্ধীর জন্য কোনও ছুটির পরিকল্পনা করছেন না। ইস্তেহারে থাইল্যান্ডের একটি চিত্র ব্যবহার করে কংগ্রেস কি প্রমাণ করতে চাইছে? নির্বাচনের পরপরই রাহুল গান্ধী আবার ছুটি কাটাতে থাইল্যান্ডে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই লিখেও কংগ্রেসের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন মালব্য। কংগ্রেস তাদের ইস্তেহারের নাম দিয়েছে ন্যায়পত্র, যেখানে জনগণের কাছে লম্বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত গরমে বারুইপুরে সঙ্গী হিসাবে সাদা ওড়না নিয়ে ভোটের প্রচারে সায়নী

দুরন্ত বার্তা, ৫ এপ্রিল, জয়নগর ঃ চৈত্রের হাঁসফাঁস গরমে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। বৃষ্টির আশায় বাংলার মানুষ।আর এই গরমের মধ্যেই লোকসভার ভোট।গরমের কারনে বসে থাকলে চলবে না ভোটের প্রার্থীদের। তাই গরমে কেউ ছাতা মাথায় তো গলায় ওড়না জড়িয়ে ভোটের প্রচারে। শুক্রবার গলায় ওড়না জড়িয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ। তিনি প্রতিদিনই সাতটি বিধানসভা চষে বেড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সাথে করে। এদিন তিনি বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে অভিনব প্রচার শুরু করে দমদমা থেকে ঘাটকান্দা পর্যন্ত। অতিরিক্ত গরমকে উপেক্ষা করে তৃণমূল কংগ্রেসের ভিড় ছিলো অভাবনীয়। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে।

এদিন তিনি প্রচারের মাঝেই স্থানীয় কিছু মানুষের সমস্যার মুখে পড়েন। জলের সমস্যা সমাধান করা হবে এদিন সায়নী তাদের জানালেন।

প্রচারের মাঝেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ বললেন, অতিরিক্ত গরম উপেক্ষা করে মানুষের কাছে আসছি মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য।আর তাদের কাছে আসার সময় গরম বলে মনে হচ্ছে না।

তবুও এখন আমার সঙ্গী হিসাবে রেখেছি একটি মাত্র সাদা ওড়না, যা দিয়ে মাথাটা ঢেকে রাখছি মাঝে মধ্যে এবং ও ওআরএস জল ও খাচ্ছি। তবে মানুষের পাশে থাকতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।

আজ থেকে রাজ্যে ভোটদান প্রক্রিয়া, কোন কেন্দ্রে চলছে জনমত গ্রহণ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আজ থেকেই ভোট প্রক্রিয়া শুরু রাজ্যে। নির্বাচন কমিশন আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে রাজ্যে প্রথম দফায় নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছিল। তবে ভোট দান প্রক্রিয়া শুরু হল আজ শুক্রবার থেকেই। ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যের তিনটি কেন্দ্রে। ঠিক কী বিষয়টি, আসুন জেনে নেওয়া যাক। সমগ্র দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে চলেছে আগামী ১৯ এপ্রিল থেকেই। এরপর ২৬ এপ্রিল, ৭ মে, ১৩ মে, ২০ মে, ২৫ মে এবং ১ জুন রাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রে ভোটদান প্রক্রিয়া চলবে। সেরকমই নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় প্রার্থীরা নিজেদের কেন্দ্রের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। যদিও, বেশ কিছু কেন্দ্রে এখনও অনেক রাজনৈতিক দলের প্রার্থী দেওয়া বাকি রয়েছে। তবে, আজ শুক্রবার থেকেই রাজ্যের তিন কেন্দ্র শুরু হল ভোট প্রক্রিয়া। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের জন্য এই ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ভোটের পনেরো দিন আগেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রক্রিয়ার বিষয়টি শুরু হয়ে যায়। সেইমতো প্রথম দফার ভোটের এই তিন কেন্দ্রে ভোট দান শুরু হলমূলত, অশীতিপর বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটগ্রহণ করা হবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যাঁদের ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান সম্ভব নয়, তাঁদের বাড়ি গিয়ে নির্বাচন কর্মীরা ভোট গ্রহণ করবেন। মূলত, ৮৫ বছর বা তাঁর বেশি বয়স্ক ব্যক্তিরা বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভোট কর্মীরা ভোটারের দেওয়া নির্দিষ্ট বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে এই ভোটগ্রহণ করতে পারবেন। প্রবীণ ভোটাররা ছাড়াও অন্তত ৪০ শতাংশ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা এই প্রক্রিয়ায় ভোট দিতে পারবেন। সেইমতো ভোটারের বাড়ি গিয়ে কর্মীরা ভোট গ্রহণ করবেন।আজ সকাল দশটা থেকে শুরু হয়েছে এই ভোটদান প্রক্রিয়া।

ওই তিন কেন্দ্রের জন্য আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ভোটদান প্রক্রিয়া চলবে বলে জানা গিয়েছে। তবে প্রবীণ এবং বিশেষ সক্ষম ভোটার ছাড়াও ১৮টি জরুরি কাজের সঙ্গে যুক্ত ভোটাররাও ভোট দিতে পারবেন। পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা ভোটদান করবেন। দমকল, পুলিশ, রেল কর্মীরা এই পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ায় ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে।

অসমআগরতলা জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় আহত পাঁচ

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৫ এপ্রিল ঃ অসমআগরতলা জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনা। লরি ও যাত্রী বোঝাই চার চাকার ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন পাঁচজন। ঘটনা শুক্রবার বড়মুড়া পাহাড়ে বনকুমারি এলাকায় অসমআগরতলা জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থেকে যাত্রী নিয়ে টি আর ০৭ ডি ০৪২০ নম্বরের ছোট গাড়ি আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। অপরদিক তথা আগরতলা থেকে লরি আসছিল তেলিয়ামুড়ার দিকে। অসমআগরতলা জাতীয় সড়কের বড়মুড়া পাহাড়ের বনকুমারি এলাকায় বাঁক নিতে গিয়ে লরি ও যাত্রী বোঝাই গাড়ির সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন তেলিয়ামুড়া দমকল বিভাগে। দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত অবস্থায় দুই শিশু সহ পাঁচজনকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অস্বাভিক্তর আহত হওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেন। পুলিশ দুর্ঘটনার একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ব্রাউন সুগার, ধৃত ১

বক্সনগর, ৫ এপ্রিল ঃ গোপন খবরের ভিত্তিতে ত্রিপুরার যাত্রাপুর থানার পুলিশ এক কুখ্যাত নেশা সামগ্রী পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধার করা হয় ১১ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া আটক করা হয়েছে তার একটি বাইক। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে যাত্রাপুর থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ শুক্রবার অন্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে থানার পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় ওঁৎ পেতে ছিলেন তিনি। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী বিকাল প্রায় তিনটার দিকে সোনামুড়ার দিক থেকে বিলোনিয়ামুখী বাইপাস সড়ক ধরে কুখ্যাত নেশা পাচারকারী কৌশিক দাস দ্রুতবেগে যাচ্ছিল বিলোনিয়ার মনুরমুখে তার বাড়িতে।

ন্যায়ের কণ্ঠস্বর নরিম্যান, স্মরণে সশ্রদ্ধ সিজেআই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তিনি নিজে মনে করতেন, আইন ঠিক ততটাই মস্তিষ্কের বিষয়, যতটা হৃদয়ের। সবচেয়ে জরুরি কম্প্যাসন--উৎপীড়িতের প্রতি সমানুভূতি। ভারতের আইনি ইতিহাসের সেই 'গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান' প্রয়াত ফলি এস নরিম্যান স্মরণে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চ রেফারেন্সে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বললেন, 'নরিম্যান ছিলেন প্রকৃত অর্থে ভারতে ন্যায়বিচারের কণ্ঠস্বর। কঠিন সময়ে যখন অনেক মুখই বন্ধ থেকেছে, নরিম্যানের কণ্ঠ থেমে যায়নি। বিভ্রান্তির বিভিন্ন মুহূর্তে তাঁর ভূমিকার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাঁর স্মৃতি কোনও দিনই মোছা যাবে না।'বহু বিচারপতি এবং আইনজীবীর 'মেন্টর' নরিম্যান কোনও রায়ের পর্যালোচনায় কোনও রাখঢাক না-রেখে বরাবর নিজের ভাবনা স্পষ্ট করতেন জানিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, '২১ ফেব্রুয়ারি মারা যাওয়ার কয়েক দিন আগেও নবতিপর নরিম্যানের চিঠি পেয়েছিলাম সাংবিধানিক বেঞ্চের একটি রায় নিয়ে। তাঁর স্মৃতি বরাবরই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে যাঁরা ন্যায়ের জন্যে লড়াই করেন।'প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, ফলি এস নরিম্যানের মূল্যবোধ, অদম্য সাহস, নীতির প্রশ্নে আপসহীন মনোভাব শুধুমাত্র আইনি পেশাকে নয়, ঋদ্ধ করেছে ভারতের বিবেককে। আইন-ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে অবিচল থাকার বিষয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি।তিনি মনে করিয়ে দেন, 'জরুরি অবস্থার সময়ে দেশের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ছিলেন নরিম্যান। জরুরি অবস্থা ঘোষণা হতেই ইস্তফা দেন। জরুরি অবস্থা নিয়ে প্রশ্নেই তাঁর ওই সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবনার মক্কেলদের হয়ে সওয়ালের সময়েও আইনজীবী হিসেবে আদালতের প্রতি দায়বদ্ধতাই বরাবর গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর জীবনে।'সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকার নিয়ে টিএমএ পাই জাজমেন্ট বা এলজিবিটিকিউ অধিকার নিয়ে নভতেজ সিং জোহার মামলায় নরিম্যানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও স্মরণ করেন প্রধান বিচারপতি। মুম্বইয়ের সরকারি ল কলেজ থেকে ১৯৫০-এ আইনে স্নাতক হওয়ার পর বম্বে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন ফলি এস নরিম্যান। '৭১ সালে সিনিয়র গাউন পান। সে বছরই সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। অচিরেই দেশের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল হন, '৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির প্রতিবাদে সেই পদে ইস্তফা দেন। আবার নর্মদা বাঁধ মামলায় গুজরাট সরকারের কৌঁসুলির ভূমিকা থেকেও সরে আসেন সে রাজ্যে খ্রিস্টানদের উপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে। সাত দশকের বেশি আইনি পেশায় সক্রিয় থাকা মানুষটি ছিলেন আইনজীবী এবং বিচারপতিদের কাছে সমান শ্রদ্ধেয়।

শুক্রবার শুষ্ক আবহাওয়া, তাপপ্রবাহ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, ৫ এপ্রিলঃ কলকাতায় শুক্রবার আংশিক মেঘলা আকাশ। এদিন গরম ও অস্বস্তি বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আবহাওয়া শুষ্কনো থাকবে বলে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস। পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শুক্রবার ও শনিবার 'হিটওয়েভ অ্যালার্ট' রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া শনিবার পর্যন্ত থাকবে বলে জানা গেছে। তবে রবি ও সোমবার রাজ্যজুড়েই বৃষ্টির পূর্বাভাস।

সাইবার ক্রাইমে প্রতারিতদের সমস্যা সমাধানে সাইবার বন্ধু প্রকল্পে সূচনা নিউ বারাকপুর থানায়

দুরন্ত বার্তা, ৫ এপ্রিল, ব্যারাকপুর ঃ রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে প্রতিদিনই বিভ্রান্তের প্রতারিত হচ্ছেন বহু সাধারণ মানুষ। বর্তমান সময়ে সাইবার প্রতারণা বা সাইবার অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কেউ প্রতারিত হচ্ছেন ব্যাঙ্কে কেউ আবার মোবাইল ফোন অথবা অনলাইনে সামাজিক মাধ্যমে। এধরনের অপরাধমূলক কাজের দ্রুত সমস্যার সমাধানে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে কমিশনারেটের আওতায় সমস্ত থানায় চালু করা হল সাইবার বন্ধু। অনলাইনে প্রতারিত হলেই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে সাইবার বন্ধু। শুক্রবার বিকেলে নিউ বারাকপুর থানায় চালু হল সাইবার বন্ধু।ফিতে কেটে সাইবার বন্ধু প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন ডেপুটি এসিপি তনয় চ্যাটার্জি,নব বারাকপুর থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ থানার এসআই সমীরণ দাস, অর্নব মিস্ত্রি, সৌমেন দাস সহ বিভিন্ন আধিকারিক রা। এসিপি তনয় চট্টোপাধ্যায় বলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নগরপাল আইপিএস অলোক রাজোরিয়ার নিজস্ব ধারনা নির্দেশে বিভিন্ন থানায় চালু হয়েছে পুলিশ বন্ধু। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ সবার আগে এগিয়ে যাবে। প্রকল্পের সফলতার পর ঘোলা থানার পর নিউ বারাকপুর থানায় চালু হল সাইবার বন্ধু পুলিশ কিয়স্ক পয়েন্ট দিন দিন বাড়ছে সাইবার ক্রাইম। সাইবার অপরাধ। কোন মানুষ প্রতারিত হল সরাসরি থানায় সাইবার বন্ধু প্রকল্পে গিয়ে যাবতীয় অভিযোগ কাগজপত্র জমা দেবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও সাইবার ক্রাইম অপরাধ নিয়ে চলছে মাইকিং সচেতনতা প্রচারভিযান। সাইবার বন্ধু কিয়স্ক টেবিলে থাকবেন একজন এটেন্ডেন্ট ও কম্পিউটার অপারেটর। পাশাপাশি থানায় সর্বসাধারনের জন্য বিশুদ্ধ শীতল পানীয় জলের মেশিন ও উদ্বোধন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে চুরি যোওয়া হওয়া আটটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে অভিযুক্তদের ও প্রতারণার অভিযোগে দুই ব্যক্তির টাকা তুলে দেওয়া হয় এদিন। প্রতারিত তালবান্দা যুগবেড়িয়া নিবাসী আইটি কর্মী কার্তিক হালদার ফেরত পান ৩৮৭২২ এবং সুকান্তসরণ নিবাসী ব্যবসায়ী সুবির কুমার চৌধুরী ফেরত পান ৭০ হাজার টাকা। অভিযোগকারীরা নিজ নিজ মোবাইল ফেরত পেয়ে বেজায় খুশি। নববারাকপুর থানার পুলিশের কাজের প্রশংসা করেন উপভোক্তারা।

সুন্দরবনের নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐতিহ্যশালী কাঁকড়া বুড়ির মেলা

দুরন্ত বার্তা, ৫ এপ্রিল, নামখানা ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐতিহ্যশালী কাঁকড়া বুড়ির মেলা। একসময় নামখানা এলাকায় শিবগঞ্জ আবাদে গ্রামের পুজো হিসেবে এই মন্দিরে শীতলা বিশালক্ষী মায়ের পূজা অর্চনা হত। কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ শুধু শিবগঞ্জ আবাদ নয়, নামখানা থেকে ছাড়িয়ে এই পুজো দেখতে ভক্তরা ছুটে আসেন দূর দূরান্ত থেকে। এই বছর ৬৬ বছরে পদার্পণ করল। সাত দিন ধরে এই মেলা চলে। প্রতিদিন হাজারো হাজারো মানুষের ঢল নামে এই মেলায়। এর এক অলৌকিক এটা ঘটনা রয়েছে, যে সময় মায়ের পূজা অর্চনা হয় বহু বছর আগে, সেই সময় নদী থেকে উঠে আসে কাঁকড়া। অর্থাৎ সুন্দরিকা-দোয়ানিয়া নদীতে যখন ঘট তুলতে যাবে তখন আকাশে উড়বে শঙ্খচিল এবং নদী থেকে উঠে আসবে কাঁকড়া। এটাই হচ্ছে এই শীতলা বিশালক্ষী মায়ের প্রধান আকর্ষণ। যা দেখার জন্য নদীর ঘাটে পাড়ে হাজারো হাজারো মানুষের সমাগম ঘটে। এই কাঠফাটা রৌদ্রে আট থেকে আশি দাঁড়িয়ে থাকে কেবলমাত্র এই ঘট তোলা দেখার জন্য। এই বছর পুজো কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা বলেন, 'এই কাঁকড়া মায়ের অর্চনা হয়। শুধু এই রাজ্য নয়, অন্য রাজ্যের মানুষও এই মায়ের কাছে আসে পুজো দেওয়ার জন্য। প্রতিদিন হাজারো হাজারো মানুষের ঢল নামে এই মন্দিরে। মাছ ও কাঁকড়া তরকারি দিয়ে শুরু করে ক্ষীরভোগ থাকে মায়ের প্রসাদ।' এই মেলাটি সাত দিনের হলেও দোকানপাট বসে থাকে প্রায় এক মাসের উপর।

মেলায় বসে হরেক রকমের দোকানপাট। এই মেলাতে সংস্কৃতিক মঞ্চে যাত্রাপালা থেকে শুরু করে বাউল গান এবং গাজন গান সহ বিভিন্ন পালাগানের আয়োজন থাকে।দিবাকর চৌধুরী যিনি কলকাতা থেকে সুদূর এই কাঁকড়া বুড়ি মন্দিরের পুজো দেখার জন্য এসেছেন। তিনি বলেন, আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল যে এই মায়ের পুজোর সময় একবার সাক্ষাতে মাকে দর্শন করব। সেই সুযোগ এই বছর হয়েছে।

গড়িয়ায় অভিনব উপায়ে ব্যাংকের সামনে ছিনতাই, ধৃত এক, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ৫ এপ্রিল, জয়নগর ঃ গড়িয়ায় অভিনব উপায়ে ব্যাংকের সামনে ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। গড়িয়ায় ব্যাঙ্কে ঢোকার মুখে লাথি মেরে ফেলে এক মহিলার ব্যাগ ছিনতাই করলো দুস্কৃতি, চললো গুলিও! ধৃত এক। শুক্রবার ভরদুপুরে অভিনব ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল দ_২৪ পরগনার গড়িয়া এলাকায়। চললো গুলিও। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত না-হলেও চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। আতঙ্কে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এদিন গড়িয়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। ঠিক ব্যাঙ্কে ঢোকার মুখে তাঁর ব্যাগ নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে চার অচেনা যুবক। বাধা দিতেই তাঁকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ওই চার জন। পথচলতি এক ব্যক্তি বাধা দিতে যেতেই চলে এক রাউন্ড গুলি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এ দিন দুপুরে শ্যামলী চক্রবর্তী নামে এক মহিলা ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলেন। গড়িয়ার মহামায়াতলার কাছে দুটি মোটরবাইক থেকে চার জন এসে শ্যামলী দেবীর ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তিনি বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন। এর মধ্যে এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামলী চক্রবর্তী জানান, তাঁর ব্যাগের মধ্যে নগদ ৭০০ টাকা এবং দরকারি কিছু কাগজপত্র ছিল। শ্যামলী বলেন, ''আমি ব্যাঙ্কে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। আমাকে বন্দুক দেখিয়ে আমার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে পালায় চার জন। একটি ছেলে আমার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাতে যায়। আমি চিৎকার করলে দুজন সামনে এক জন ছিনতাইয়ে বাধা দিয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে একটি গুলি চালায় ওরা।'' ইতিমধ্যে যে এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার নাম সুরজ শেখ। তার বাড়ি বজবজ এলাকায়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আর দিনে দুপুরে এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২৬ সংখ্যা, শনিবার, ২৩ চৈত্র, ১৪৩০

চিন ধীরে ধীরে পা ফেলছে

বিদেশ মন্ত্রকের চিন কূটনীতি সিদ্ধান্তে ধীর এবং স্থির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখ দিয়ে প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধিকে চিনকে অস্ত্র করে বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। লাদাখে ভারতের জমি চিন দখল করে ফেলল। এবং চিনের হাতে ভারতীয় সেনাদের মৃত্যু। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার চিনে কী হয়েছে আসল খবরটা একেবারে চেপে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল। যার ফলে সর্বদলীয় বৈঠকে দেশের প্রধানমন্ত্রী চিন নিয়ে একটি কথাও বলেননি। তিনি যেমন চিনের নাম উচ্চারণ না করে ভারত চিন সীমান্তে সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ চিনের সম্পর্কে কোনও কথা বলেননি। তারপরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী চিন নাম উচ্চারণ না করে সেনাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। এবং সীমান্ত শক্তি বৃদ্ধি করার আদেশ দিয়েছেন। আসলে চিনের সঙ্গে কোনও রকমভাবে কেন্দ্রীয় সরকার মন কষাকষি করতে চান না সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। তোষামোদ নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে বিরোধীরা। চিন যেভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তকে তাদের এলাকা বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে কোনও জোরালো প্রতিবাদ নেই। উল্টে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চিন এখন দার্জিলিং এলাকায় চা বাগানগুলোর ওপরে নজর দিয়ে বসে রয়েছে। যেখানে সারা দেশ জুড়ে এখন চিনা পণ্য বর্জন কররা ডাক দেওয়া শুরু হয়েছে এবং পথে পথে চিনা পণ্য পোড়ানো শুরু হয়েছে সেখানে চিন এখন দার্জিলিং এলাকায় অবস্থিত চা বাগানগুলো পরোক্ষভাবে কিনে নেওয়ার পথ তৈরি করছে। সে খবর এসেছে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবনে। দার্জিলিংয়ের চা বাগানের হস্তান্তর আটকে দিয়েছে দার্জিলিং জেলার ভূমি রাজস্ব বিভাগ। চা বাগানের হস্তান্তরে যে তিনটি গুজরাতি ব্যবসাদাররা এটা করার চেষ্টা তাদের নাম সমানে এসেছে। তাদের নেপথ্যে হংকংয়ে পুঞ্জিভূত এক চিনা লগ্নি সংস্থার যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা ও জমির লিজের কাগজপত্র চেয়ে নতুন মালিকদের নামের কাগজপত্র হতে দেয়নি জেলা প্রশাসন। শুধু চা বাগানই নয়, পাহাড়ে অত্যন্ত দশটি জায়গায় চিনা লগ্নিকারীরা ঢোকার চেষ্টা করছে বলে খবর রয়েছে। চিনের আসল লক্ষ্য হল ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করে ভারতের ওপরে নজর রাখা। লাদাখের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সেনারা সমতলে থাকুক। আর চিন পাহাড়ের ওপরে অবস্থান করুক এটা চায়। চিন চাইছে পাহাড়ি এলাকাগুলো দখল করে নিয়ে সেখান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ওপরে নজরদারি করতে। কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি বলেছেন, চিনের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিনকে একবারে চটাতে চাইছেন না। আর্থিক উন্নয়ন হয়নি। শিল্প হয়নি। কালো টাকা উদ্ধার করা হয়নি। ললিত মোদি, বিজয় মাল্যকে দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি। লকডাউনের সময়ে দেশের প্রায় অধিকাংশ শ্রমিকেরা বিজেপি বিরোধী হয়ে যায়। পরিযায়ী শ্রমিকেরা বিজেপি সরকারের কাছ থেকে কোনও সুরাহা পায়নি। উপরন্তু না খেতে পেয়ে রাস্তা বহু জন মারা গিয়েছে। বহু শিশু পথ্য না পেয়ে মারা গিয়েছে। সেই সব তথ্য প্রকাশ করছে না সরকার। বিজেপি সরকার এসে সাধারণ মানুষের কোনও লাভ হয়নি। উপরন্তু আরও বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার একটা লোকসভার নির্বাচন এসে গেল। কেন্দ্রীয় শাসন অধিকার করার লড়াই।

মুশকিলে রয়েছেন পুতিন

এদিকে রাশিয়াতে পুতিন খুবই চাপে রয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন নিষিদ্ধ অস্ত্র তালিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি বুঝতে পারছেন ভুল হয়ে গিয়েছে আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে। এখন তিনি পিছু হটতে পারছেন না। যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে পারছেন না। যুদ্ধে রাশিয়ার কম ক্ষতি হচ্ছে না। রাশিয়া আগ্রাসন নীতিকে বজায় রাখতে ইউক্রেন আক্রমণ করেছে। কিন্তু ইউক্রেনবাসীরা তাদের মাতৃভূমি রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে গিয়েছে। ফলে যুদ্ধের গতিটা ক্রমশ ইউক্রেনের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। থার্মোবারিক রকেট বা ভ্যাইকউম বোমা এমন এক ধরনের বোমা যা অক্সিজেনকে একেবারে শুষে নেয় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করে। একে এরসোল বোমাও বলা হয়ে থাকে। ইউক্রেন সেনা প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে খারকিভে রাশিয়া থার্মোবরিক বোমা ব্যবহার করেছে। তার ফলে সেখানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শহর দখল করতে রাশিয়ার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে থার্মোবারিক অস্ত্র ব্যবহার করা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যে করেই হোক নেটোর আগ্রাসন রুখে দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি চাইছেন না রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নেটো এসে বসবাস করতে শুরু করুক। নেটোকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। নেটো বহুবার চেষ্টা করেছে রাশিয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে রাশিয়ার ওপরে নজরদারি করতে। সেটা রাশিয়া করতে দেয়নি বলে রাগ করতে শুরু করে দিয়েছে নেটোর নেতারা। ব্রিটেন এবং আমেরিকা একই সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা চাইছে ইউক্রেন দিয়ে রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করতে। রাশিয়া ইডক্রেন দখল করতে এমন সব অস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করেছিল যা আন্তর্জাতিক অস্ত্র তালিকায় নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করেছে, তাদের কাছে এমন সব খবর আছে রাশিয়া যে সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, মাও তার নিজের সন্তানের ভালোবাসতেন। মা বলতেন, সন্তানরা আমরা প্রাণ। সন্তানদের গান না শুনলে রাতে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। সপ্তাহে দিন চারবার করে সন্তানদের ভক্তি গীতি শুনতেন ঠাকুর। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তার সেই জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। সন্তানরা হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর। অবতার বিষ্ণুর অংশ। ঠাকুর যেমন সারা দিন ঈশ্বর ঈশ্বর করেন, আবার তিনি সারা দিন ধরে ভগবানের নাম গান করেন। মা কত শক্তি ধরে তা কেউই জানে না। সারা বিশ্বকে জয় করতে পারে এই শক্তি দিয়ে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

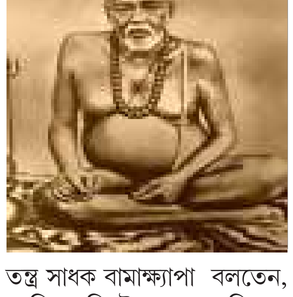

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মানচারিনী মাতা। জীবনে চলতে গেলে শশ্মানচারিনী মাতার শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শশ্মানচারিনী মাতার বলেও চলাফেরা করা সম্ভব।

উত্তরবঙ্গ থেকেই লোকসভার নির্বাচনী গরম হাওয়ার ঝড়, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার

রবীন্দ্র কুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কাউকে নির্বাচনী প্রচারে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে না। এবারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ নেই পশ্চিমবঙ্গে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি নেই। বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা নেই। সবাই বাংলার নির্বাচনী প্রচারে আসতে পারছেন না। তাঁরা এখন অন্য রাজ্য নিয়ে খুবই ব্যস্ত। কিন্তু প্রধমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এখন ভারতীয় বিজেপি দলের নির্বাচনী মুখ। তাঁর ওপরে নির্ভর করে বিজেপি লোকসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। অমিত শাহ, রাজনাথ, স্মৃতি ইরানি বা যোগী আদিত্যনাথ এখন আর বিজেপি হয়ে রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার করতে যাচ্ছেন না। তাঁদের পরিবর্তে এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গে এসে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি কোচবিহারে উপস্থিত হয়েই গত দশ বছর ধরে একের পর এক যে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছিল তাকে খণ্ডন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কোচবিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে গত দশ বছর ধরে পশ্টিমবঙ্গে যে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে তাকে ভেঙে ফেলতে হবে। এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ত শুধু ট্রেলার। আগামী পাঁচ বছরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তাহলে কি আগামি পাঁচ বছরের নয়া সরকারের শুরুতেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মতো এখানেও কি গ্রেফতার পর্ব শুর হতে চলেছে তা নিয়ে সকালেই মনের মধ্যে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে। দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজিরওয়ালকে গ্রেফতার করে বিজেপি এখন জনতার আদালতে কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তিহার জেলে বন্দি হয়েও অরবিন্দ কেজরওিয়াল মুখমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন নি। তিনি জেলে বসেই মুখ্যমন্ত্রীর পরিচালনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর আইনজীবী মারফৎ তিনি দিল্লিব মন্ত্রীদের কাছে নির্দেশ পাঠাতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা অরবিন্দ কেজিরওয়ালের পতদ্যাগ দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে একজন আবগারি আর্থিক কেলেঙ্কারীর সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্ত কখনই মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে থাকতে পারে না। বিজেপি কেজরিওয়ালের পদত্যাগ দাবি করতে শুরু করেছে। বিজেপি দলের একটি প্রতিনিধি দিল্লির লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের সঙ্গে দেখা করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজিরওয়ালকে মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করবেন। একমাত্র দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে এই রকম অবস্থায় সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন দিল্লির প্রশাসনিক কর্তা লেফটেন্যান্ট গর্ভনর। এছাড়ার আর কারোর ক্ষমতা নেই। তবে আদালতে মামলা করলে আদালত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। বিজেপি দলের নেতারা এখনই আদালতে যাওয়ার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যেতে শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে কি তাহলে বিহারের লালু প্রসাদ যাদবের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে তার নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা এখনই আলোচনা করতে শুরু করেছেন। যেভাবে প্রধামন্ত্রী প্রকাশ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে গেলেন তাতেই এই চিত্রটা সমানে এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির ব্যাপারে প্রমাণ দাবি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে তোলাবাজি, দুর্নীতি, খনুখারপির রাজনীতি আর বেশি দিন করতে দেওয়া হবে না। সন্দেশখালিতে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে জীবনটাই কারাগারে কাটাতে হবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়য বলেছেন যে কোথায় দুর্নীতি হয়েছে তা মুখে বললে হবে না। প্রমাণ দিতে হবে। চার পাঁচটা দুর্নীতি হয়েছ। সেই সব দুর্নীতি

ব্যাপারে তৃণমূল সরকার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তৃণমূল তা সংশোধন করতে শুরু করে দিয়েছে। যে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি গড়ে উঠেছিল সবার অজান্তে সেই সব দুর্নীতি ছায়া থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে তৃণমুল। তৃণমূলেব মন্ত্রীদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। তারাও এখনও জেলে রয়েছে। উত্তরবঙ্গে এই একই দিন নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি কোচবিহারের রাসমেলার মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন নির্বাচনী প্রচার করতে। আর একই দিনে জলপাইগুড়ির মাল বাজারে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাক করে বলতে শুরু করছেন যে বিজেপি সরকার এখন এজেন্সি দিয়ে ভোট করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি এখনও দূর্নীতির কারণে মন্ত্রী থেকে শুরু করে লোকসভার রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। বিরোধী দলের সব নেতাদের দুর্নীতির অজুহাতে গ্রেফতার করতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। বিজেপি সরকার এমনভাবে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে দিয়েছে যাতে করে আগামি দিনে ভারতে 'এক শাসন এক দেশে' পরিণত হয়। কোনও বিরোধী দল থাকবে না। বাংলাদেশে যেমন বিরোধী দলের অস্তিত্ব নেই। থাকলেও তারা এবারে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনকে বয়কট করেছিল। যদিও নির্বাচন বয়কট করাটা গণতান্ত্রিক দেশে গ্রহণীয় হয়ে উঠে না। সাধারণ মানুষ দ্বারা নির্বাচিত সরকার সব দেশের জনগণ ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে।

এবারে মনিপুরের কুকি সম্প্রদায়রা ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা এবারে লোকসভার ভোট দেবে না। তার ফলে ভারতের মানুষেরা ক্রমশ গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির ওপর ক্রমশ ক্ষিপ্ত হতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক দলের পক্ষ্দ থেকে যে,ব ইস্তাহার প্রকাশ করা হয় তার অধিকাংশ প্রতিশ্রতি কি পালন করা হয়ে থাকে ক্ষমতা দখলের পর। সেই ইস্তাহারে ভুরি ভূরি উন্নয়নর কথা লেখা থাকে। বহু স্বপ্ন দেখানোর প্রতিশ্রুতির বার্তা দেওয়া থাকে। আর তাকে আপ্লুত হয়ে ভোটাররা তাদের প্রিয় রাজনৈতিক দলকে ভোট দিয়ে থাকে। নির্বাচনের পর দেখতে পাওয়া যায় সেই সব ইস্তহারের দেওয়ার প্রতিশ্রুতিগুলি একেবারে হাওয়াতে মিলিয়ে গিয়েছে। তারপরে আবার নির্বাচন এসে উপস্থিত হয়ে আবার নয়া প্রতিশ্রুতির বান এসে এসে বাংলার পাড়ে ধাক্কা মারে। এজেন্সিকে দিয়ে ভোটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বিজেপি দল বলে মন্তব্য করতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে লোকসভার ভোটের মুখেই রাজ্যপাল আনন্দ বোস শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই এখন আবার শিক্ষা দফতরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজতকিশোর দে'কে রাজ্যপাল উপাচার্য পদ থেকে অসারিত করেছিলেন। তার ফলেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আবার অপসারিত উপাচার্য রজতকিশোর দে'কে উপাচার্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তার ফলে এখন রাজ্যপালের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর সংঘাত দেখা দিয়েছে। রাজভবন থেকে বলা হয়েছে কেউই সংবিধানের উর্ধ্বে নয়। সংবিধান যা বলছ তাই সবাইকে মেনে চলতে হবে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্য দিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে দ্বৈরথ শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই এখন লোকসভার নির্বাচন এবং ফলাফলের ওপরে অপেক্ষা করছে। প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে নির্বচনী বৈতরনী পার হতে চাইছেন। আর অন্য দিকে মুখ্যমনন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত লোকসভার নির্বাচনী প্রচারের পারদের মাত্রা কমই রয়েছে। যত লোকসভার ভোটের দিন এগিয়ে আসতে শুরু করবে ততদিন ধরে ক্রমশই দেখতে পাওয়া যাবে যে রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মীরা মানব দরদী রূপ। তারপরে ভোটে জিতে গেলেই চেহারার পরিবর্তন হতে থাকবে। তখন মানব দরদী রূপটাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন দেশের জনগণ সেবকে পরিণত হয়েছে। তারা তখন জন প্রতিনিধির সেবা করতে শুরু করেছে। একেবারে উল্টো দিকে চাকা ঘুরতে থাকবে। এটাই বরাবর দেখতে পাওয়া যায়। জনগণ যে তিমিরে থাকে সেই তিমিরেই বসবাস করে। সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও উপায় খুঁজে বের করা একেবারে মুশকিল। আসলে যতদিন না দেশের সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র সম্পর্কে সজাগ না হচ্ছে ততদিন কিন্তু এই ধরনের অন্ধকার চলতে থাকবে। যেদিন ভারতের সাধারণ জনগণ বুঝতে পারবে তাদের একটি ভোট অত্যন্ত মূল্যবান এবং একটি দলকে সঠিকভাবে নির্বাচিত করে তাদেরকে দিয়ে দেশের উন্নয়নের কাজ করতে বাধ্য করানো উচিত সেই বোধ এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত এই রকম গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকবে। এখনও বহু ভারতীয়রা গণতন্ত্র শব্দের মানে জানে না। অর্থ বোঝে না। তারা গণতন্ত্র কেন এবং নির্বাচন কেন তার কোনও জবাব দিতে পারবে না। গ্রাম বাংলার অধিকাংশ মহিলা থেকে শুরু করে পুরুষরা আজও গণতন্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। বলতে পারবে না কেন তারা ভোট দিচ্ছে। ভোট দিয়ে কি লাভ তাদের। গণতান্ত্রিক চেতনাকে জাগ্রত কররার কোনও পথকে তৈরি করে দেওয়া হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গণতন্ত্র কি এবং কেন তা নিয়ে কোনও শিবির তৈরি করা হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। সেই শিবিরে গণতন্ত্র কেন, নির্বাচন কেন, গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হওয়ার ফলে কী কী কাজ করা উচিত আর অনুচিত, রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব কেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজন, জন প্রতিনিধিদের কাজ কি তার ব্যাখ্য দিতে তৈবি করা হয়নি প্রশিক্ষণ শিবির। এই ধরনের কোনও ওয়ার্কশপ তৈরি করা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে রাজনৈতিক দলের নেতা এবং দলীয় কর্মীদের নিয়ে রাজনীতির শিবির তৈরি করা হয়ে থাকে। সেখানে দলের সিদ্ধান্ত কী তা নিয়ে আলোচনা হয় এবং বিরোধী দলের দুর্বল স্থানটা কোথায় তাকে খুঁজে বের করে সেখাানে আঘাত দেওয়ার পথটাকে খুঁজে বের করে নির্বাচনী প্রচারের কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এই রকম অবস্থায় ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। আমরা গ্রেট ব্রিটেনের অধীনে থাকলে সেখানকার গণতান্ত্রিক সচেতন নাগরিকদের মতো নিজেদের তৈরি করতে পারেনি। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জনগণকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। তার কারণ জনগণ প্রধানমন্ত্রী বিরুদ্ধে রায় দিলে তাঁকে অতি অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে হয়। কোনও মন্ত্রী জনবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। জনগণকে সমানে বেখে ব্রিটেনের মন্ত্রীদের কাজ করতে হয়। নাহলে জনগণের কাছে কেফিয়ৎ দিতে হয়। ভারতে সেই রকম পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে কিনা তা ভবিষ্যত বলতে পারবে। আপাতত নির্বাচনী গণতন্ত্রকে অবলম্বন করেই ভারত সমানের দিকে এগিয়ে চলুক আর কি।

পাক হানাদারে নিহত সাধনা ঔষাধালয়ের কর্তা

বিশেষ প্রতিবেদন

মৃত্যু তাঁকে ম্লান করতে পারেনি, পারেনি অগণিত মানুষের হৃদয়পট থেকে শিক্ষাবিদ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিশারদ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রসায়নবিদ, শহীদ শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ'কে মুছে ফেলতে। সাধনা ঔষধালয় এবং শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ একটি ইতিহাস। তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল 'সাধনা ঔষধালয়'। যে প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি দেশ ছাড়িয়েও সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবী অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষের জন্ম তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার গোঁসাই হাটের জলছত্র গ্রামে (বর্তমানে শরীয়তপুর জেলা) ১৮৮৭ সালের কোনো এক দিনে। জলছত্র গ্রামের এক স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পড়াশোনার প্রতি ছেলের ভীষণ আগ্রহ আর উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু মন দেখে তাঁর বাবা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকায়। তখন ঢাকাই ছিল পূর্ব বাংলার প্রধান শহর। ১৯০২ সালে কেএল জুবিলী স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (ম্যাট্রিক) ও জগন্নাথ কলেজ থেকে এফএ পাশ করার পর যোগেশচন্দ্র ঘোষ চলে যান কুচবিহারে। কুচবিহার কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে রসায়নে বিএ পাশ করার পর সে বিষয়ে এমএ পড়তে তিনি ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি অধ্যাপক হিসেবে পান স্যার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। এই মনীষীর সংস্পর্শে এসে যেন তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করতে শেখেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৮ সালে রসায়নে এমএ পাশ করার পর সে বছরই যোগেশচন্দ্রের চাকরি হয় পশ্চিমবঙ্গের ভাগলপুর কলেজে। একটানা চার বছর সে কলেজে শিক্ষকতার পর ১৯১২ সালে ঢাকায় এসে তিনি জগন্নাথ

কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এর দুই বছর পর তথা ১৯১৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাধনা ঔষধালয়'। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) আয়ুর্বেদী ওষুধ তৈরির প্রথম কারখানা। ভাগলপুর কলেজে শিক্ষকতা চলাকালে যোগেশচন্দ্র লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি ও আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আমৃত্যু সংগঠন দুটির ফেলো ছিলেন। টানা ৩৫ বছর জগন্নাথ কলেজে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন যোগেশচন্দ্র। এরপর দুই বছর তিনি কলেজটির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৮ সালে শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর নেন তিনি। কেবল ঢাকা নয়, পুরো ভারতবর্ষেই এক সময় আয়ুর্বেদী ওষুধের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ছিল সাধনা ঔষধালয়। কলকাতা ও এর কাছাকাছি এলাকায় এক সময় পাঁচটি কারখানা ছিল সাধনার-লেকটাউন, টালিগঞ্জ, কাশীপুর ও বেলুড়ে। সাধনা ঔষধালয়ের ওষুধ ব্যবহার করতেন বিখ্যাত সব মানুষেরা। সাধনা'র জ্বরের ওষুধের অন্যতম ক্রেতা ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঢাকায় সাধনার কারখানায় এসেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চিকিৎসক নীলরতন সরকারের মতো বিখ্যাত মানুষেরা। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সকালে, স্থানীয় পাকিস্তানের দালাল একদল পাকিস্তানী সৈন্য নিয়ে আঘাত করে যোগেশচন্দ্র ঘোষকে। নিথর দেহ পড়ে থাকে।

আজও বহন করে চলেছে ঐতিহ্যের সাক্ষী- পানামা শহর

বিশেষ প্রতিনিধি

ইতিহাস-ঐতিহ্যের পানাম নগরীতে মিশে আছে ঔপনিবেশিক, মুঘল, গ্রীক ও গান্ধার স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ পারস্যের কবি হাফিজকে একবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবি হাফিজ আসতে না পেরে একটি গজল রচনা করে উপহার পাঠান সুলতানকে। এই গজলের সূত্র ধরে ফার্সি এক পর্যটক এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন পানাম নগরীর সৌন্দর্য দেখে। পানামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে ২০১০ সালে তৈরি হয় সুবর্ণগ্রাম নামে ডকু-ড্রামা। একই বছর নাসিরউদ্দীন ইউসুফ এর গেরিলা ছবির চিত্রায়ণ হয় পানাম নগরীতে। সোনারগাঁয়ের একটি ঐতিহ্যবাহী শহর পানাম। বড় নগর, খাস নগর, পানাম নগর- সোনারগাঁর এই তিন নগরের মধ্যে পানাম ছিলো সবচেয়ে আকর্ষণীয়। কয়েক শতাব্দীর পুরনো অনেক ভবন রয়েছে এখানে। ১০ বর্গকিমি এলাকাজুড়ে এই নগরী গড়ে ওঠে। নগরী চিড়ে চলে যাওয়া সড়ক। আর সড়কের দুপাশে সারি সারি আবাসিক একতলা ও দ্বিতল বাড়িতে ভরপুর পানাম নগর। ১৫শতকে ঈষা খাঁ রাজধানী স্থাপন করেন সোনারগাঁয়ে। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে ইউরোপীয় ধাঁচে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যরীতিতে গড়ে উঠে পানাম নগরী। পরবর্তিতে পোশাক বাণিজ্যের এ স্থানে ইংরেজরা বসায় নীল বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে দোতলা ও ১তলা বাড়ি রয়েছে প্রচুর। বেশির ভাগই ঊনিশ শতকের (১৮১৩ সালের নামফলক রয়েছে)। মূলত পানাম ছিল বাংলার সে সময়কার ধনী ব্যবসায়ীদের বসতক্ষেত্র। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ছিল ঢাকা-কলকাতা জুড়ে। তারাই গড়ে তোলেন এই নগর। ১৬১১ সালে মুঘলদের সোনারগাঁ অধিকারের পর সড়ক ও সেতু নির্মাণের ফলে রাজধানীর সাথে পানামের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পানাম পুল, দুলালপুর পুল ও পানামনগর সেতু ও তিনদিকের খাল-বেষ্টনী থেকে বোঝা যায় সোনারগাঁয়ের উপশহর ছিল এটি।

পানাম সড়কের উত্তর পাশে ৩১টি আর দক্ষিণে ২১টি বাড়ি রয়েছে যার অধিকাংশ আয়তাকার ও একতলা থেকে তিনতলা। এগুলোর স্থাপত্যে ঔপনিবেশিক, মুঘল, গ্রীক ও গান্ধার স্থাপত্যশৈলীর সাথে স্থানীয় রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। প্রতিটি বাড়ির কারুকাজ, রঙের ব্যবহার, নির্মাণকৌশল উদ্ভাবনী কুশলে ভরপুর। ইটের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে ঢালাই লোহার ব্র্যাকেট, ভেন্টিলেটর ও গ্রিল। মেঝেতে লাল, সাদা, কালো মোজাইকের কারুকাজ। কাস্ট আয়রনের কাজের সাথে আছে সিরামিক টাইলস। প্রতিটি বাড়িই অন্দরবাটি ও বহির্বাটি এ দুই ভাগে বিভক্ত। বাড়ির চারদিকের ঘেরাটোপের ভিতর রয়েছে উন্মুক্ত উঠান। পানাম নগরীর পরিকল্পনাও নিখুঁত। নগরীর জল সরবাহের জন্য দুপাশে ২টি খাল ও ৫টি পুকুর আছে। প্রতিটি বাড়িতে আছে কূপ। জলাবদ্ধতামুক্ত রাখতে করা হয়েছে খালের দিকে ঢালু। প্রতিটি বাড়ি পরস্পর থেকে সুবিধাজনক দূরত্বে রয়েছে। যাতায়াতের জন্য একমাত্র রাস্তা নগরীর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে। নগরীর ভিতরে আবাসিক ভবন ছাড়াও আছে মসজিদ, মঠ, মন্দির, গীর্জা, নাচঘর, পান্থশালা, চিত্রশালা, খাজাঞ্চিখানা, দরবার কক্ষ, গুপ্তপথ, বিচারালয়, পুরনো জাদুঘর। আছে ৪০০ বছরের পুরোন টাঁকশাল বাড়ি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নীলচাষের নির্মম ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে পানামের নীলকুঠি। পানাম পুলের কাছে দুলালপুর সড়কের পাশেই এর অবস্থান। মধ্যযুগে সোনারগাঁ রাজধানী হওয়ার পর থেকে পানাম ব্যাপক উৎকর্ষ লাভ করে। বৃটিশরা বাংলার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর এখানকার মুসলিমরা তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করায় বৃটিশরা এদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমানোর উদ্যোগ নেয় এবং এখানে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের পুনর্বাসন শুরু করে এবং যে ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশদের সহায়তা করেনি তারা ক্রমে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। ভেঙে ফেলা হয় অনেক বাড়িঘর। এভাবে পানাম নগরের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে পানাম নগরে রাস্তার দুই ধারে পুরানো যেসব ভবন দেখা যায় তা মূলত ব্রিটিশদের সহায়তায় গড়ে উঠা ঊনিশ ও বিশ শতকের হিন্দু উচ্চ বর্ণের ব্যবসায়ীদের তৈরি। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর এ ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তিও হ্রাস পায়। ফলে ভবনগুলো ক্রমে পরিত্যক্ত হতে থাকে। ২০০৯ সালে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে পানামকে সম্পূর্ণ দখলমুক্ত করা হয়। সারা ভারতে এই রকম কত ঐহিত্যবাহী শহর পড়ে রয়েছে জনশূন্য অবস্থায় তা দেখলে আজও গা ছমছম করে উঠতে থাকে। সেই সব শহরগুলিতে একটি সময়ে জনসমাগম হতো। আজকে জনমানব শূন্যে পরিণত।

স্মরণে শরদিন্দু

বিশেষ প্রতিনিধি

ব্যোমকেশ, ঐতিহাসিক উপন্যাস আর ভূতের কাহিনি- এই তিনটে দিয়েই তিনি আজীবন রাজত্ব করতে পারেন বাংলা সাহিত্যে। তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যোমকেশ বক্সীর সত্যান্বেষণ নিয়ে আজও মাতোয়ারা বাঙালি পাঠক। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' বা 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস নিমেষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে রোম্যান্সের রাজত্ব। আর যারা গল্প পড়তে পড়তে বরদার সঙ্গে প্রেতযোনির চর্চা করেছেন, তাদের মনেও যে ভয় ঢোকেনি, এ-কথা বুকে হাত রেখে বলতে পারবে না কেউই। এর মাঝে চাপা পড়ে গেছে তাঁর আরো দুটি পরিচয়; চিত্রনাট্যকার ও নাট্যকার। অথচ, জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন এই দুটি শিল্পের সঙ্গে। পিতা তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন উকিল, শরদিন্দুর জীবনও শুরু হয়েছিল আইন চর্চাতেই। ১৯২৯-তে সব ছেড়ে দিয়ে মন দিলেন সাহিত্য সৃষ্টির কাজে। নামও হতে থাকলে ক্রমশ। রঙমহলের মতো প্রসিদ্ধ মঞ্চে অভিনীত হল তাঁর লেখা নাটক 'বন্ধু'। সোনেলা কোম্পানি রেকর্ড করল 'ডিটেকটিভ', 'উমার বিবাহ'-এর মতো পালা। নিজেকে বহুমাত্রায় পরীক্ষা করবেন বলে ১৯৩৮-এ পাড়ি দিলেন মুম্বই। হিমাংশু রায় তখন 'বোম্বে টকিজ'-এর কর্ণধার। তাঁর আহ্বানেই শুরু হল 'সিনারিও' বা চিত্রনাট্য লেখার কাজ। অর্জন করলেন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। 'ভাবী', 'বচন', 'দুর্গা', 'কঙ্গন', 'আজাদ', 'নবজীবন', 'পুনর্মিলন'; বম্বে টকিজে সাতটি ছবির গল্প লিখেছিলেন শরদিন্দু। ইংরেজিতে লিখতেন, হিন্দিতে তর্জমা করে নেওয়া হত। বাংলায় 'ঝিন্দের বন্দী', 'চিড়িয়াখানা', 'রাজদ্রোহী' বা 'শজারুর কাঁটা'র অনেক আগে কিন্তু শরদিন্দুর স্বকৃত চিত্রনাট্যেও দু'টি ছবি হয়েছিল। 'দেবদূত' (১৯৪৮) (ক্রমশ)

একই এলাকায় তৃণমূল এবং সিপিএমের সভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কালেখাতলা ২ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেলগাছি এলাকায় তৃণমূল এবং সিপিএমের একই এলাকায় সভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো বৃহস্পতিবার বিকেলে।

সিপিএমের তরফ থেকে নেওয়া ভ্রাম্যমান গাড়ির সাহায্যে পথ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আর সেই সময় একটি তৃণমূল প্রচারগাড়ি আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত যে প্রচার শুরু করে দেয়। এরপরই সিপিএমের পারমিশন নেওয়া জায়গায় তৃণমূলীরা কিভাবে প্রচার করছে এই নিয়ে সিপিএম প্রশ্ন তুললে, এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায় ঘটনায় ছড়ায় উত্তেজনা। পরবর্তী সময়ে পুলিশের নির্দেশে তৃণমূল রণে ভঙ্গ দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এরপরই তৃণমূল সিপিএম দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন। এদিন শুক্রবার পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় তিনি বলেন, আমাদের ভ্রাম্যমান গাড়ির সাহায্যে তপশিলি সংলাপের প্রচার চলছে আমরা কারো প্রচারে বাধা দিইনি, সিপিএম মিথ্যে অভিযোগ করছে কারণ ওদের পায়ের তলার মাটি হারিয়েছে। অন্যদিকে প্রাক্তন বাম বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা তিনি বলেন ওরা পায়ে পা বাধিয়ে আমাদের সাথে ঝামেলায় জড়াতে চেয়েছে, আমাদের বাজে ভাষায় মন্তব্য করেছে। পুলিশি হস্তক্ষেপে রণে ভঙ্গ দেয় তারা।

ডিজে বাজানোর প্রতিবাদে শিক্ষককে মারধোরের ঘটনায় গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ উচ্চস্বরে ডিজে বাজানোর প্রতিবাদ করতে গিয়ে শিক্ষককে বেধরক মারধোরের অভিযোগ উঠেছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার আশিঘর আউটপোস্ট এলাকায়। ঘড়ির কাটায় তখন রাত্রি ১২টা। পাশের বাড়িতে চলছিল উচ্চস্বরে ডিজের সাথে উদ্দাম নাচ। সেই উচ্চ স্বরে চলা ডিজে বন্ধের আর্জি জানাতেই অনুষ্ঠান বাড়ির লোকেদের হাতে জোটে বেধড়ক মার। বর্তমানে ওই প্রতিবাদী শিক্ষক শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাড়িতে অধিক রাতে ডিজে চলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেধড়ক মার খেতে হয় ওই শিক্ষককে। অভিযোগ বুধবার রাত্রে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার আশিঘর আউটপোস্টের পথ্যনান রোডের একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে রাত বারোটার পরও ডিজে চলছিলো। সেই ডিজে বন্ধ করার অনুরোধ করতে যান এলাকারই বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অভিজিত সরকার। সেইসময় অনুষ্ঠান বাড়ির লোকেরা তার উপর হামলা করে বলেই অভিযোগ। তাকে বেধড়ক মারধোর করা হয়। এরপর এই শিক্ষককে বাড়ির লোকেরা তাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অভিজিত সরকার ও তার পরিবার। এত রাত্রে কিভাবে পুলিশ এবং প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে উচ্চস্বরে ডিজে বাজছিল তা নিয়ে প্রশাসনের দিকেই আঙ্গুল তুলছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। অপরদিকে আহত ওই শিক্ষক এবং তার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ। তদন্ত নেমে এই ঘটনায় আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম অভিজিত সিংহ এবং মৃণাল সিংহ। ধৃত দুজনকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

কোচবিহারে ভরা বাজারে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ১ ব্লকের মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারুগঞ্জ বাজার এলাকায়ভরা বাজারে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কোপানো হয় ওই যুবককে। রক্তাক্ত অবস্থায় দোকানের সামনেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সজল সাহা (৩৫)। গোটা ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে। শুক্রবার সকাল থেকে থমথমে রয়েছে এলাকা। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মারুগঞ্জ বাজারের ওপরেই মুদিখানার দোকান সজলের। প্রতিদিনের মতো দোকান করছিলেন। রাতে পিছন ঘুরে দোকানের শাটার বন্ধ করছিলেন ওই ব্যবসায়ী। সেই সময় আচমকা ধারাল অস্ত্র নিয়ে তাঁর দোকানের সামনে হাজির হন এক যুবক। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই ব্যবসায়ীর মাথায় ও বুকে দাঁ দিয়ে কোপ বসানো হয়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এদিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দোকানের সামনেই লুটিয়ে পড়েন ওই ব্যবসায়ী। পরে খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার বিশাল বাহিনী। রক্তাক্ত অবস্থায় ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওই ব্যবসায়ীর। এদিকে গোটা ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তড়িঘড়ির দোকান-পাট বন্ধ করে দেন।

বিশেষ অ্যান্টি-লিটারিং ড্রাইভ করার জন্য মেট্রো

কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ স্টেশন চত্বরে বিরক্তিকর কার্যকলাপ রোধ করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে বিশেষ অ্যান্টি - লিটারিং ড্রাইভ পরিচালনা করতে চলেছে এবং ভুল যাত্রীদের জরিমানা আরোপ করতে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গ্রীন লাইনের নতুন উদ্বোধন করা অংশে যাত্রীদের একটি অংশ নিয়মিতভাবে মেট্রো চত্বরে ময়লা ফেলছে। যদিও মেট্রো যাত্রীদের দ্রুত, মসৃণ এবং সস্তায় পরিবহণের উপায় প্রদানের জন্য এবং কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দূষণের মাত্রা হ্রাস করার জন্য ক্রমাগত উন্নতি করছে, এই যাত্রীরা ক্রমাগত প্লাস্টিকের বোতল, পানের রস এবং গুটখা ছুঁড়ে মেট্রো চত্বরকে অপরিস্কার ও নোংরা করে চলেছে। এই বিপদ রোধ করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত যাত্রীদের সচেতন করে চলেছে ঘোষণার মাধ্যমে, পোস্টার প্রদর্শনের পাশাপাশি পরামর্শ দিয়ে তাদের এই ধরনের

বিরক্তিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করে। বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনের সমস্ত প্ল্যাটফর্ম টিভিতে বিশেষ সচেতনতামূলক ভিডিওগুলিও দেখানো হচ্ছে। বোতল ক্রাশার মেশিনের সাথে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে লিটার বিনও দেওয়া হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিও সচেতনতা বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তা ছাড়া, মেট্রো কর্তৃপক্ষ এখন গ্রীন লাইন এবং ব্লু লাইনে বিশেষ অ্যান্টি - লিটারিং ড্রাইভ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যারা সুন্দর মেট্রো চত্বরকে অপরিস্কার করে দিচ্ছে অপরাধীদের ধরতে। বিশেষ অ্যান্টি-লিটারিং স্কোয়াড ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে যারা অপরাধীদের শনাক্ত করতে এবং রুপির জরিমানা আরোপ করতে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যাবে। ৫০০- তাদের উপর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী। এই ধরনের ড্রাইভের মূল উদ্দেশ্য হল আমার কলকাতা মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে দেশের অন্যতম পরিচ্ছন্ন মেট্রো সিস্টেম হওয়ার গৌরব পুনরুদ্ধার করা। আমরা আমাদের মূল্যবান যাত্রীদের মেট্রো স্টেশন পরিস্কার রাখার জন্য তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনেও মেট্রো চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য তাদের অনুরোধ করছি।

দশম দোল উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের বর্ণাঢ্য নগর পরিক্রমা

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৫ এপ্রিল ঃ নবদ্বীপে এক উৎসব শেষের কুঞ্জভঙ্গের বেদনা মিলিয়ে যায় পরের উৎসবের অধিবাসে। দোল শেষ হওয়ার পরও এ শহর থাকে দোলের রঙে রঙিন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত চৈতন্যের শহরে সব কিছু থামিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়ে নগর সংকীর্তনের দল। সমবেত কন্ঠে শোনা যায়, তোঁহার চরণে মন লাগু রে। তাদের খালি পা। কপালে চন্দনের তিলক। মুহূর্তের মধ্যে শহরের পিচঢালা পথ যেন বৈষ্ণব ভজনকুঠির নাট মন্দির। ব্যস্ত পথচারী হাতের কাজ ফেলে দু'পা হেঁটে নেন পরিক্রমার সঙ্গে। শহরের পথে চলন্ত টোটো থেকে আরোহী দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে ওঠেন জয়গৌড়। বিড়বিড় করে গলা মেলান চালকও। ব্যস্ত শহুরে মানুষ মুহূর্তের জন্য একাকার হয়ে যান সুর আর সুগন্ধে। দোল শেষ হওয়ার পরেও চৈতন্যভূমি নবদ্বীপের বিভিন্ন মঠে উৎসব অব্যহত থাকে। নবদ্বীপের একান্ত নিজস্ব সেই সব দোল উৎসবের নাম-তৃতীয় দোল, চতুর্থ দোল, পঞ্চম দোল, সপ্তম দোল কিংবা দশম দোল। বৃন্দাবনের বর্ষাণা হোলি, জাওয়াট হোলি বা নন্দগ্রাম হোলির মতো, এ সব দোলের প্রতিটি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। দোলের পরেও এতদিন ধরে দোল ভূ-ভারতে আর কোথাও হয় না। এখানে হয় কেন ? উত্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা সমিতির সম্পাদক সুদিন গোস্বামী বলেন, সারা দেশ জুড়ে ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিনে রাধাকৃষ্ণের দোল পালন করা হলেও নবদ্বীপে সেদিন কেবল গৌড় পূর্ণিমা, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি। পরদিন থেকে বিভিন্ন মন্দির বিভিন্ন দিনে পালন করে থাকে মহাপ্রভুর দোল। যদিও ঠিক কবে থেকে এই ধারাবাহিক দোলের সূচনা, তার কোনও পাথুরে প্রমাণ নেই। তবে বিভিন্ন মন্দিরের প্রধানের জানিয়েছেন, আড়াইশো থেকে তিনশো বছর ধরে এই ভাবে দোল উদ্যাপিত হয়ে আসছে নবদ্বীপের বৈষ্ণবমঠগুলিতে। এখানেই আর পাঁচ জায়গার সঙ্গে নবদ্বীপের দোল উৎসবের পার্থক্য। ধারাবাহিক এই দোল উৎসবের কারনে মরসুমি বাণিজ্যেও হয় দীর্ঘদিন ধরে। কেননা বিভিন্ন মঠ মন্দিরের নিজস্ব দোল উপলক্ষ্যে বিপুল শিষ্য সমাগম হয়। আবার যারা দোলের ভিড়ে শহরে আসতে পারেন না, তাঁরাও অনেকে এই সময়ে শহরে আসেন। ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের পরিচালনার দায়িত্ব যে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা সমিতির উপর, সেই সমিতির সম্পাদক জয়ন্ত গোস্বামী বলেন, মহাপ্রভু মন্দিরে পালিত হয় দশম দোল। পূর্ণিমার দশ দিনের মাথায় এই দোল, তাই দশম দোল। দোলের দিন আমাদের গোস্বামী পরিবারের কেউ আবির রঙ স্পর্শ করেন না, দোল খেলেন না। ওই দিন মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি, সুতরাং রঙ আবিরের প্রশ্নই নেই। পূর্ণিমার ন'দিনের মাথায় হয় মহাপ্রভু মন্দিরের নিজস্ব দশম দোল। একইভাবে গোরাচাঁদের আখড়ায় পালিত হয় দশম দোল। সোনার গৌরাঙ্গ বাড়ি বা শ্রীবাসঅঙ্গনে হয় পঞ্চম দোল। বড় আখড়ার শ্যামসুন্দর মন্দিরে হয় তৃতীয় দোল। নবদ্বীপের অপর নাম গুপ্ত বৃন্দাবন। রাধাকৃষ্ণের দোল শেষ না হওয়া পর্যন্ত মহাপ্রভুর দোল বিধেয় নয়। সেই জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষেরা মূল দোলের পাঁচ দিন পরে পঞ্চম দোলের প্রথা চালু করেছিলেন অন্তত আড়াই'শো বছর আগে। পঞ্চম দোলের আগের দিন হয় চাঁচর বা নেড়াপোড়া। 'চোদ্দমাদল' বা মৃদঙ্গ নিয়ে নগরকীর্তনে বেড়িয়ে নিত্যানন্দ বংশধরেরা গাইতে থাকেন হরিদাস ঠাকুর রচিত ওই পদ-তোঁহার চরণে মন লাগু রে। মহাপ্রভু মন্দিরে এই ধারাবাহিক দোল উৎসব শেষ হয় দোলের দশম দিনে। নাম দশম দোল। মহাপ্রভুর সেবাপুজোর যাবতীয় দায়িত্ব সামলান বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা সমিতি। দশম দোল প্রসঙ্গে তাঁদের ব্যাখ্যা একটু অন্যরকম। তাদের তরফে জয়ন্ত গোস্বামী বলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দুই প্রিয় সখি কাঞ্চনা এবং অনিতা মহাপ্রভু এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে এই দশমী তিথিতে রং খেলেছিলেন। সেই বিশেষ তিথিকে স্মরণে রেখে আমাদের পূর্বসুরি রামকন্ঠ গোস্বামী, পাঁচুগোপাল গোস্বামী বা ফণিভূষণ গোস্বামীরা দশম দোলের প্রচলন করেন। তিনশো বছর ছুঁই ছুঁই দশম দোলের দিন মহাপ্রভুকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সহ দোলনায় দোলানো হয়। গোস্বামী পরিবারের মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে নগর পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। সারা শহর ঘুরে মন্দিরে পৌঁছনোর পরে শুরু হয় হোলি কীর্তন, ফাগু খেলত গোরা বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে, মারে পিচকারি দুঁহুঁ দোঁহা অঙ্গে। শুরু হয় মহাপ্রভুর পায়ে আবির দিয়ে রং খেলা। এদিন দোলের পরিক্রমায় শোনা যায় কিছু দুর্লভ অপ্রচলিত কীর্তনের পদ। জয়ন্ত গোস্বামী আরও জানান, দশম দোলের যাবতীয় গান মহাপ্রভু বাড়ির নিজস্ব সম্পদ। এর কথা সুর সবই গোস্বামীদের রচনা। এদিন মহাপ্রভুকে নানা রকমের সরবত দেওয়া হয়, সঙ্গে ফল। আর রাতে হয় খিচুড়ি। বছরে এই একটি দিনেই মহাপ্রভু মন্দিরে রাতে অন্নভোগ দেওয়ায় হয়।

নাম না করে জনসভা থেকে কোচবিহারের প্রার্থী নিশীথ প্রামানিককে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ রাজ্য থেকে টাকা নিয়ে যায় অথচ পাওনা টাকা দেয় না কেন্দ্র। বাংলাকে বঞ্চনা - লঞ্চিত করাই বিজেপির উদ্দেশ্যে। জলপাইগুড়ির জনসভা থেকে নাম না করে কোচবিহারের প্রার্থী নিশীথ প্রামানিককে কটাক্ষ মমতার। শুক্রবার জলপাইগুড়ি তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের সমর্থনে কোচবিহারের তুফানগঞ্জের সভার পর জলপাইগুড়ির এবিপিসি মাঠে দ্বিতীয় জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও জনসভায় ভাষন শুরু করার আগে অবশ্য ময়নাগুড়ির ঘূর্ণিঝড় নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। এরপরই টার্গেট করেন বিজেপিকে। একে একে আক্রমণ শোনালেন বিজেপিকে। বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, ভোট না থাকলে এক সেকেন্ড ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা দিয়ে দিতাম কিন্তু ভোটের জন্য আমরা সরকারি দিতে পারব না। টাকা দেবে জেলা প্রশাসন। কিন্তু টাকা দেওয়া নিয়েই যত টালাবাহানা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। ত্রাণ বঞ্চনা কেন বিজেপির আপত্তি প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কোচবিহারের সফর নিয়েও এদিন মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী এসেছে কিন্তু ময়নাগুড়ির বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে একটি কথা বলেন নি। উত্তরবঙ্গে বিজেপির সিট পাওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, সিট পাইলেও কাজ কোথায়? এরপরেই তৃণমূল সরকারের একাধিক উন্নয়নের কথা তুলেন। বাম আমলের উন্নয়নকে নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। সেই সাথে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনসভায় সরব হন তিনি। গণতন্ত্র হত্যা করছে বিজেপি বলেও মন্তব্য করেন মমতা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জেলের প্রসঙ্গও উদাহরণ স্বরুপ তিনি বলেন। শুধু এখানেই নয়, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগ করেন মমতা। টানেন NRC ও CAA প্রসঙ্গ। হুঙ্কারে বলেন এই রাজ্যেই কোনো মতেই NRC ও CAA হতে দিব না। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহার লোকসভার বিজেপি প্রার্থী নিশীথ কে নাম না করে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, এত কেস থাকলে কেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারে? প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে কটাক্ষের সুরে বলেন, রাজ্যের দুর্নীতির সাথে কথা বলছেন আগে নিজের ঘর সামলান। তিনি আরও দাবি করে বলেন, আমার কাছে খবর আছে, জিতেন তিওয়ারি এনআইএ এসপির সাথে মিটিং করছেন। ডাবগ্রাম - ফুলবাড়িতে একাধিক পার্ক ও গজলডোবায় আরও কটেজ হোম স্টে গড়া হবে বলে এদিন তিনি জানান। সব শেষে এই রাজ্যে বাম, কংগ্রেস এবং নাম না করে আইএসএফকেও তোগ দাগেন মমতা।

'বুথের বাইরে বিজেপির বাহিনী', ভোটে সন্ত্রাসের আশঙ্কা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর , ৫ এপ্রিল ঃ বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর বুথের বাইরে থাকবে বিজেপির বাহিনী এমনই বার্তা বিজেপির বিধায়কের। ভোটে সন্ত্রাস করতেই বিজেপির এই পরিকল্পনা পাল্টা দাবি তৃণমূলের। বুথের পাহারায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর বুথের বাইরে থাকবে বিজেপির বাহিনী দলের নেতা কর্মীদের এমন বার্তা দিলেন বিজেপি বিধায়ক। বিজেপি বিধায়কের এই বার্তা প্রমান করছে ভোটে তারা সন্ত্রাস করতে চলেছে এমনই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল। ফের হুঁশিয়ারির সুর ওন্দার বিজেপি বিধায়ক তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অমর নাথ শাখার। বেফাঁস মন্তব্য, বিতর্কিত মন্তব্য বিরোধীদের কুরুচিকর কথা বলে বারে বারে শিরোনামে এসেছেন ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমর নাথ শাখা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর লোকসভার ওঃদা বিধানসভার দুবড়াকোনে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে পথ সভায় বিজেপির বিধায়ক দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে অমর নাথ শাখা বলেন, 'ভোটের সময় বুথের পাহারায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর বুথের বাইরে থাকবে বিজেপির বাহিনী'। বিজেপির এই বাহিনী তৃণমূলের ভোট লুট ভোট সন্ত্রাস আটকাবে বলে বক্তব্যের সমর্থনে এমন দাবি করেন বিজেপি বিধায়ক অমর নাথ শাখা। বিজেপির বিধায়কের এই মন্তব্য আসলে ভোট সন্ত্রাসের বার্তা বলে প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানালেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। কখনও নিজের কাঁধে ঢাক তুলে ঢাক বাজিয়ে, কখনও নকুল দানা-গুড়, বাতাসা বিলি করে, আবার কখনও ত্রিশূল হাতে তুলে, মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি প্রচার করলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। এদিন বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার সময় কাঁধে ঢাক তুলে বাজিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। মন্দিরের ভিতর পুজো দেওয়ার সময় নিজের হাতে ত্রিশূল তুলে নেন সুজাতা। পুজো শেষে নকুলদানা ও গুড়-বাতাসাও বিলি করেন সুজাতা। নাম না করে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে এদিন ফের 'অসুর' বলে কটাক্ষ করেন সুজাতা। বলেন, বিরোধী নামক 'অসুর'কে বধ করতেই হাতে ত্রিশূল তুলে নেন তিনি।

স্কুল ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার ৫, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল , ৫ এপ্রিল ঃ যৌন লালসার শিকার নাবালিকা? বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে 'গণধর্ষণ'! নির্যাতিতা ভর্তি হাসপাতালে। ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। একজন পলাতক। তুমুল উত্তেজনা আসানসোলের বারাবনিতে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নির্যাতিতার বাড়ি বারাবনির চিনচুড়িয়া গ্রামে। প্রতিবছর চৈত্র মাসে কালীপুজো হয় ওই গ্রামে। মেলা বসে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেই মেলায় দোকান দিতে আসেন ব্যবসায়ীরা। ব্যতিক্রম ঘটেনি এবার। পুলিস সূত্রের খবর, ধৃতেরা বীরভূমের দুবরাজপুরের বাসিন্দা। অভিযোগ, 'গ্রামের এক নাবালিকাকে বাড়ি থেকে তুলে গিয়ে ধর্ষণ করেছে তারা। নির্যাতিতার বাবার দাবি, 'মেয়ে বাথরুমে গিয়েছিল। সেই সময়ে তুলে নিয়ে গিয়েছে। ৭ জন ছিল, ৫ জনকে ধরা হয়েছে। ২ এখনও বাকি আছে। তদন্ত করে খোঁজা হয়েছে, মেয়ে এসেছে। মেয়েকে পাওয়ার পর আমার সন্দেহ হয়েছিল, যে এই লোকগুলি হতে পারে। তারপরে ওদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছিল। ২ জন পালিয়ে যায়। ৫ জনকে আটক করে রাখা হয়'। প্রথমে অবশ্য বিষয়টি বুঝতে পারেননি পরিবারের লোকেরা। অনেকক্ষণ ধরে মেয়ে বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। শেষে গ্রামেই এক জায়গায় ওই ওই নাবালিকাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের লোকেরা।

কোলাঘাটে তপ্ত গরমে নির্বাচনী প্রচার অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর , ৫ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরে প্রবল গরম। তবু গরমকে তোয়াক্কা না করেই দিনভর প্রচারে রয়েছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার সকাল থেকে কোলাঘাট অঞ্চলে প্রচার করলেন বিজেপি প্রার্থী। বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মিছিল দেখা যায় তাঁকে ঘিরে। কোনও রকম মান অভিমান নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তমলুকের বিজেপি প্রার্থী। যারা মান অভিমান করে দূরে সরে গেছেন, তাদের সঙ্গে আসতে আহ্বান জানালেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। নির্বাচনে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বুথে বুথে কাজ শুরু করে দেওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। প্রার্থী হওয়ার আগে থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। এরপর তমলুক কেন্দ্রে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যাযকে প্রার্থী করা হয়। তারপর থেকে প্রচার করছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। কর্মী সভা চলছে নিয়মিত। তৃণমূল কংগ্রেসকে বিভিন্ন সময় আক্রমণ করছেন। রাজ্যের শাসক দলের দুর্নীতি নিয়ে রীতিমতো সমালোচনায় মুখর তিনি।

টাকা দ্বিগুন হয়েছে লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপি হাতে নিয়ে জলপাইগুড়ির জনসভায় এলেন মহিলা তৃণমূল কর্মীরা।

জল-রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক, বিপাকে শাসক দল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করবেন জলপাইগুড়ির ABPC ময়দানে। সেই ময়দানের পাশের ওয়ার্ডেই জল ও রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক। যাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর দেখা গেয়েছে জলপাইগুড়িতে। এই ঘটনায় পুরসভাকে তীব্র কটাক্ষ করেন জলপাইগুড়ি বিজেপি নেতা শ্যাম প্রসাদ। কল আছে জল নেই, রাস্তা বেহাল তাই আগে জল ও রাস্তা তারপর ভোট। ভোটের প্রাক্কালে পানীয় জল এবং বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজি পাড়া পরেশ মিত্র কলোনি বেশ কিছু ভোটার। পানীয় জল এবং রাস্তা সংস্কারের দাবীতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বারংবার কাউন্সিলরকে বলে কোনও কাজ হয়নি বলেই অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির মালবাজারে জনসভা করে রাজ্যের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন। স্থানীয়রা মনে করছে একই ভাবে জলপাইগুড়িতেও আজ উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরবেন তিনি। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সভামঞ্চের পাশের এলাকাই সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ স্থানীয় মানুষের। স্থানীয়দের দাবি সকালে জলের জন্য লাইনে দাঁড়ালে বিকেলেও বালতি ভর্তি হয় না। খুব ধীরে সুতোর মতো জল পড়ে। আর এই সমস্যা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলছে। একই সঙ্গে রাস্তাও বেহাল। তাঁদের দাবি প্রত্যেক বার ভোটের সময় নেতা নেত্রীরা হাত জোর করে ভোট চায় কিন্তু ভোটের পর খোঁজ নেয় না। জল ও রাস্তার সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর পৌষালী দাস। তবে তার বক্তব্য, 'এই বিষয়ে বারংবার পুরসভায় জানানো হয়েছে। তবুও বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর।' একই দাবি জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পালেরও। টেলিফোনে তিনি জানান, 'জলের রিজার্ভারের কাজ চলছে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তার কাজও হচ্ছে। ভোটের পর যা সমস্যা আছে সমাধান করা হবে'।

ময়নায় বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় নিহত বিজেপি নেতা বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইঞার খুনে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে একের পর আইনজীবীরা চিঠি পাঠালেও সেটা কার্যকরে কেন্দ্র কোনো পদক্ষেপ না করায় শুক্রবার শুনানির সময়ে কিছুটা বিরক্ত হন হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ, ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের দাযিত্ব নিতে হবে এনআইএ-কে। নির্দেশ কার্যকরের কথা জানিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে ২৪ এপ্রিল। বিচারপতির বক্তব্য, এটা দুর্ভাগ্যের যে হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে কোনওরকম পদক্ষেপ করতে আগ্রহ দেখায়নি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শুধু কেন্দ্রের আইনজীবীরা নন, এএসজি গত ফেব্রুয়ারি নিজে চিঠি লিখে নির্দেশ কার্যকরের জন্য সুপারিশ করেছেন। তারপরেও কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের? প্রশ্ন করেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, গত বছর মে মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় খুন হন বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইঞা। প্রথমে বিজেপি নেতা খুনের মামলায় এসডিপিও-কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ঘটনাস্থল থেকে বোমা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছিল রাজ্য। কিন্তু চার্জশিটে সে কথা উল্লেখ ছিল না। একই সঙ্গে একাধিক অভিযুক্তদের নামও বাদ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। তারপরই সেই মামলায় এনআইএ-কে যুক্ত করে হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই নির্দেশ দেন। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশের পরও হাইকোর্টে এএসজি উপস্থিত হওয়ায় কেন্দ্রের ভূমিকায় বিরক্ত হন বিচারপতি।

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-288/2023 24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-289/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-291/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-292/2023-24. Bid Submission closing date (Online)- 15/04/2024 & 19/04/2024 instated of 04/04/2024 and Bid Submission opening date (Online) 18/04/2024 & 23/04/2024 instated of 09/04/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়িতে লোকসভা নির্বাচনের আগে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম প্রসান বকশী। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শিব মন্দির রেলগেট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, শিবমন্দির রেল গেট এলাকায় এক যুবককে আগ্নেযাস্ত্র নিয়ে দেখা গেছে বলে গোপনে খবর পায় পুলিশ। খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে যুবককে আটক করে। যুবকের কাছ থেকে দুটি তাজা কার্তুজ ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মাটিগাড়া থানার পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে।

তৃণমূলকে সমর্থন কামতা রাজবংশী পরিষদ ও আদিবাসী সমাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ তৃণমূলকে সমর্থন কামতা রাজবংশী পরিষদ ও আদিবাসী সমাজ। লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের সমস্ত কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনের কথা জানালো কামতা রাজবংশী পরিষদ ও নাগাসিয়া কিষান আদিবাসী সমাজ। তাদের সমর্থনে কিছুটা হলেও বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে তৃণমূল প্রার্থীদের। স্বাধীনতার সাত শতক পরেও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রচুর সমস্যা রয়েছে। বিজেপি বা অন্যকোন দল তা না ভাবলেও রাজবংশী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন নিয়ে সবচেয়ে বেশি তৃণমূল সরকারই ভেবেছে বলে দাবি করলেন কামতা রাজবংশী পরিষদের সভাপতি রাহুল বর্মন। আর সেই উন্নযনের কথা মাথায় রেখে এবার পরিষদের তরফে তৃণমূলকে সমর্থন জানাচ্ছেন তারা। এই বিষয়ে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্তের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান এদিন। অন্যদিকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামাকে সমর্থনের কথা জানালো নাগাসিয়া কিষান আদিবাসী সমাজ। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে সুশিল নাগাসিয়া জানান, বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেও তাদের উন্নয়ন নিয়ে কোন ভাবনা নেয়নি। তৃণমূল তাদের উন্নয়ন নিয়ে আস্বস্ত করেছে। সেই কারনে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থনের ভাবনা তাদের।

জনবিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার ক্লায়েন্ট, আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড, কলকাতার পক্ষ থেকে, আমি এতদ্বারা নোটিশ দিচ্ছি যে গ্রাহকের নাম তারকেশ্বর সাউ, ১৯ ভৈরব দত্ত লেনের রঘুবীর সাউ- এর ছেলে, পি.এস. গোলাবাড়ি, হাওড়া ৭১১১০৬ সকলের বিপরীতে ঋণের জন্য আবেদন করেছে যে ফ্ল্যাট পরিমাপ ২৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, ভবনের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে নিচতলায় ৩ কোটা কম বা কম জমির উপর নির্মিত, মৌজা-গোলাবাড়ি, শীট নং ১৭, খতিয়ান নং ১০৪ এর সাথে সম্পর্কিত , মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৪, শশী ভূষণ সরকার লেন, ১০ নং ওয়ার্ডের অধীনে, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পি.এস. গোলাবাড়ি, পিন- ৭১১১০৬, জেলা হাওড়া ২০১৫ সালের জন্য দলিল নম্বর ০৫০১০৬৪৫২।

এখন গ্রাহক ঘোষণা করেন যে তার কাছে পূর্বের কোন নথি নেই, যদি কোন ব্যক্তি বা উদ্বেগ উপরোক্ত সম্পত্তির উপর কোন দাবি রাখে তাহলে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং তা ব্যর্থ হলে, সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে উল্লিখিত বিষয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্ত দায় থেকে মুক্ত।

এস জি অ্যাসোসিয়েটস
সলিসিটর এবং
অ্যাডভোকেটদের ফোন নম্বর
তারিখ ঃ ০৬.০৪.২০২৪ ৯০০৭৪৩৬৬১৯

বিজ্ঞপ্তি

In the court of the Ld. Civil Judge (Jr. Div.), Dakshin Dinajpur at Balurghat
মোকর্দ্দমা নং. ৪৬ / ২০২২ (মিসসাকশেসন)

১) শ্রীমতি পম্পি বসাক, স্বামী- মৃত সুকমল বসাক, ২) শুভজিত বসাক, পিতা- মৃত সুকমল বসাক, সাকিন- কংগ্রেসপাড়া, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন সুকমল বসাক, পিতা- মৃত শচীন্দ্রনাথ বসাক, সাকিন- কংগ্রেসপাড়া, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। এর ত্যক্ত টাকা পয়সা যাহা এল.আই. সি. অফিস, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শাখায় জমা রহিয়াছে তাহার সাকশেসন শংসাপত্র পাইবার কামনায় অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইংরাজির ০৭.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে আদালতে স্বয়ং বা প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

SCHEDULE OF PROPERTY
Schedule "A"

Name of the Policey Holder : Sukmal Basak. Name of the debtor: Life Insurnce Corporation of India (L.I.C) Balurghat Branch. Policy No. 451275832. Sum Assured Rupees: 1,00,000/- with interest

আদেশানুসারে,
সেরেস্তাদার
সিভিল জর্জ (জুনিয়র ডিভিশন)
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

গৃহকোণ

আর্কিটেক্ট অব দ্য ইয়ার পুরস্কার পেল এই বাড়ি

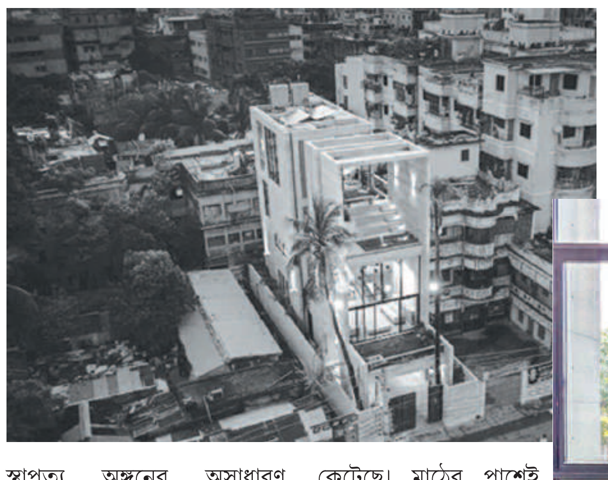

স্থাপত্য অঙ্গনের অসাধারণ প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে ৩৪ বছর ধরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে ভারতের সিমেন্ট কোম্পানি জে কে সিমেন্ট লিমিটেড। এই প্রতিযোগিতার সর্বশেষ সংস্করণে প্রায় ২৫০টি সাবমিশনের মধ্য থেকে বিদেশি বিভাগে বর্ষসেরা স্থপতি হয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি মাহমুদুল আনোয়ার। এ ছাড়া এই বিভাগের কমেন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন স্থপতি বায়েজিদ মাহবুব খন্দকার। ভারত ছাড়াও এবার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ, ভুটান, কেনিয়া, মালদ্বীপ, মরিশাস, নেপাল, সেশেলেস, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়া ও উগান্ডার স্থপতিরা। স্থপতি মাহমুদুল আনোয়ারের প্রকল্পটির নাম রিয়াজ লফট। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের খানপুরে রয়েছে শিশুদের একটি মাঠ। এই প্রকল্পের মালিক রিয়াজের শৈশবের বড় একটা অংশ এই মাঠেই কেটেছে। মাঠের পাশেই তাঁর নানিবাড়ি। এখনো সময় পেলেই ছুটে যেতে চান শৈশবের সেই নানাবাড়ি। মাঠের পাশের রাস্তার ওপারেই নানিবাড়িসংলগ্ন আড়াই কাঠার ছোট্ট একটি জায়গা। সেখানে নিজের জন্য এমন একটি বাড়ি গড়তে চেয়েছিলেন, যে বাড়ি থেকে সহজেই নজরে পড়বে ছোটবেলার সেই মাঠ। মাত্র ১৬ ফুট বাই ৬৫ ফুটের বাড়িটিতেই রিয়াজের সেই স্বপ্ন সত্যি করেছেন মাহমুদুল আনোয়ার। বাড়িটির নকশার মুখ্য বিষয়ই ছিল অপর পাশের মাঠ। বাড়িটির দোতলার আকাশখোলা টেরাসটি যেন মাঠটি দেখার জন্যই তৈরি করা একটি মাচা! স্থপতি মাহমুদুল আনোয়ার রিয়াদ বলেন, 'ছোট্ট এই জায়গায় এই প্রকল্প আমরা পুরোপুরি রাজউকের নীতিমালা মেনে করেছি। বাড়িটি আসলে মাঠকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। যেহেতু এই বাড়ি নিয়মিত ব্যবহারের জন্য নয়, মূলত অবকাশ যাপনের জন্য, আমরা বাড়িটি থেকে মাঠের দিকে একটি ইনফিনিটি ভিউ তৈরি করতে চেয়েছি।' পুরোনো ভবনটিকে বলা হয় ঢাকার শুক্রাবাদের ব্যস্ততম সড়ক মিরপুর রোডের প্রথম ছয়তলা স্থাপনা। যার এক পাশে আবার পেছনের ১২টি প্লটে যাওয়ার রাস্তা রাখা হয়েছে। ভবনটি কখনো ছিল হোটেল, কখনো অফিস, কখনো স্কুল, ইউনিভার্সিটির অংশ। আবার কখনো ছিল ব্যাংক। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই অনেকবারই ভবনটির নকশায় বদল এসেছে।সেই ভবনের প্রথম দুই তলায় ফ্ল্যাগশিপ স্টোর, পরের তিনটি তলায় ১৩টি করে ৩৯টি হোটেল রুম, নিচে হোটেল লবি ও কফিশপ আর ছাদে কিচেন, রুফটপ রেস্তোরাঁ এ রকম একটি প্রকল্পের দায়িত্ব পান স্থপতি বায়েজিদ মাহবুব খন্দকার। স্ট্রাকচারাল বিষয়গুলো একই রেখে পুরো ভবনটির লে-আউট সংস্কার করেন তিনি। স্থপতি বায়েজিদ মাহবুব বলেন, 'ভবনের প্রতিটি ফ্লোর ভিন্ন ভিন্নভাবে ইম্প্রোভাইজ করা হয়েছিল।

সেখান থেকে ভবনের ভেতরে বেশি হাত না দিয়ে আমরা বাইরে একটি লাইট ওয়েট স্ক্রিন নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি। এই সড়কে মূলত কাচের তৈরি ভবনই বেশি দেখা যায়। আমরা দেখি, কাচ ব্যবহার করে ভবনকে গরম করে আবার তা ঠান্ডা করা হয়। সে জন্য এখানে আমরা লুভরের ব্যবহারে যাই। সাধারণত সবাই উল্লম্ব এবং অনুভূমিকভাবে ব্যবহার করে থাকে। আমরা এখানে লুভরগুলোকে ভবনের সম্মুখ অভিমুখী করে বসাই। এতে পশ্চিমের রোদ থেকে বেশ কিছুটা ছায়া পাওয়া যায়, ভিন্নধর্মী একটা কিছুও হয়।' এভাবেই অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়েও এই ব্যস্ত সড়কে একটি পরিবেশবান্ধব স্থাপনা হয়ে ওঠে হোটেল নন্দিনী। যেখানে সবুজের ছায়া যেমন আছে, তেমনি আছে যেকোনো দুর্ঘটনায় জরুরি নির্গমনের সিঁড়ি। এ ছাড়া ভবনটির সজ্জায় প্রাধান্য পেয়েছে মৃৎশিল্প ও হস্তশিল্পের নানা উপাদান। একটি পুরোনো, অপরিকল্পিত স্থাপনাকে নতুনভাবে রূপ দেওয়ার অনন্য এক উদাহরণ এই প্রকল্প।

দীঘার সমুদ্রে নতুন প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ, রাষ্ট্রপতির নামে হলো নামকরণ

দীঘা, ৫ এপ্রিলঃ দীঘার সমুদ্রে নতুন প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ। দেশের রাষ্ট্রপতির নামে হলো নামকরণ। দীঘার সমুদ্রে নতুন প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ। দেশের রাষ্ট্রপতির নামে হলো নামকরণ। মেলানোল্লামিস দ্রৌপদী। এই বিশেষ সামুদ্রিক প্রাণী উদ্ধার করে নামকরণ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির নামে সম্মান প্রদর্শন করে। ওল্ড দিঘার হাসপাতাল ঘাট থেকেই উদ্ধার করা হয় এটি। ওল্ড দিঘার মেরিন অ্যাকোয়ারিয়ামে এটি বর্তমানে রাখা রয়েছে। বহু পর্যটক দিঘা ঘুরতে এলে এই মেরিন একুরিয়াম দর্শন করেন। ওল্ড দিঘার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের আগেই রয়েছে এই দিঘা মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম। পর্যটকরা বিনামূল্যেই সামুদ্রিক প্রাণীগুলি দর্শন করতে পারেন। এখানেনতুন প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণীর খোঁজ মিলল দিঘার সমুদ্রে। গবেষণা চালাতে গিয়ে নতুন প্রজাতির হেঁটে শিশু সামুদ্রিক স্লাগের খোঁজ পান জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা। দিঘার সমুদ্রে নয়া প্রাণীর সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা, কী এই 'মেলানোল্লামিস দ্রৌপদী'? ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানাতে তাঁর নামানুসারে প্রাণীটির নাম দেওয়া হয়েছে, 'মেলানোল্লামিস দ্রৌপদী'। দিঘার মেরিন অ্যাকোয়ারিয়ামে প্রাণীটিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যা নতুন আকর্ষণ হতে চলেছে দিঘায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য। যদিও প্রাথমিকভাবে সাধারণ দর্শকদের জন্য এটি প্রদর্শন করা হবে না। দিঘা সমুদ্রে শামুক জাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিজ্ঞানী মহলে। আবিস্কৃত নতুন প্রাণীটির নামকরণ করতে গিয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সম্মান জানিয়ে বিজ্ঞানীরা নতুন সামুদ্রিক প্রাণীর নাম দিয়েছেন, 'মেলানোল্লামিস দ্রৌপদী'। জানা গিয়েছে, নতুন প্রজাতির এই অমেরুদণ্ডী প্রাণীটি দেখতে মোটেই সাধারণ শামুকের মতো নয়। বাইরের নরম বাদামি আচ্ছাদনের নীচে নরম এক প্রকার খোল রয়েছে এই সামুদ্রিক প্রাণীর। ওল্ড দিঘা থেকে উদয়পুর সৈকত পর্যন্ত ২ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে নতুন প্রজাতির হেঁটে শিশু সামুদ্রিক স্লাগের দেখা পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার 'ম্যালাকোলজিক্যাল সোসাইটি অ্যান্ড সোসাইটি ফর দি স্টাডি অফ মলাস্কান ডাইভারসিটি'র একটি জার্নালে।জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনস্থ দিঘা মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম অ্যান্ড রিজিওন্যাল রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী প্রসাদ টুডু বলেন, ২০২২ সালে প্রথম সামুদ্রিক প্রজাতির এই অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণীর খোঁজ পাওয়া যায় দিঘা সমুদ্রে। এর পর নানা ধরনের পরীক্ষা ও ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে নতুন প্রজাতিকে চিহ্নিত করা হয়। প্রাণীটি লম্বায় ৭ মিলিমিটার। নানা ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে তীব্র গরমে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থায় আগুন

রায়পুর, ৫ এপ্রিল ঃ শুক্রবার প্রচণ্ড গরমে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থায় আচমকা আগুন ধরে যায়। সূত্রে জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের রায়পুরের কোটা এলাকার একটি বিদ্যুৎ সরবরাহের কোম্পানিতে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে। ফোন করা হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেতেই সেখানে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী হাজির হয়ে যায়। তবে ওই বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থায় আগুনের জেরে কেউ হতাহত হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

কঙ্গনা ৭ হাজার ৬০০ বর্গফুটের বাংলো, 'রাজপ্রাসাদে' কী আছে, চলুন দেখে আসা যাক

কঙ্গনা রনৌত মানালিতে যে বাড়ি বানিয়েছেন, তাকে রাজপ্রাসাদ বললেও কম বলা হবে। হিমাচলের সেই 'রাজপ্রাসাদে' কী আছে, চলুন দেখে আসা যাক। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই হাজার মিটার ওপরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এই বাংলো। ইউরোপিয়ান স্টাইলের ডুপ্লেক্স বাংলোটিতে রয়েছে সাতটি বেডরুম ও সাতটি বাথরুম। ৭ হাজার ৬০০ বর্গফুটের বাংলোটিতে ২০১৭ সাল থেকে বসবাস করছেন কঙ্গনা। সাদা দরজা-জানালার সঙ্গে ধূসর রং হিমালয়ের বুকে বাড়িটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে হাজার গুণ। বাড়ির অন্দরসজ্জার কাজ করেছেন শবনম গুপ্তা। বলিউডের প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খানের অ্যাপার্টমেন্টের কাজ করেছেন তিনি। ইরফান খানের বাসার কাজ দেখেই শবনমের হাতে বাড়ির দায়িত্ব তুলে দেন কঙ্গনা। কঙ্গনাকে হতাশ করেননি তিনি। 'মানালির বুকে এক টুকরা হিমালয়' বাড়ির মাস্টার বেডরুম হিসেবে এটাই ছিল কঙ্গনার ইচ্ছা। যে কারণে বেডরুমের পুরোটাই স্নো হোয়াইট। বেডরুমের বিছানা, আলমারি, টেবিল থেকে শুরু করে ড্রেসার, সবটাই শুভ্র সাদা। থিমের সঙ্গে মিল রেখে রুমের প্রতিটি আসবাব নিজে তৈরি করেছেন শবনম গুপ্তা। হাতে আঁকা পেইন্টিং দিয়ে সাজানো হয়েছে খাবার ঘরের দেয়াল। বসার ঘরের সবুজ দেয়ালে আছে প্রকৃতির ছোঁয়া। হাতে আঁকা গাছের ডালপালার সঙ্গী হয়েছে ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর। অন্যান্য ঘর থেকে বসার ঘরকে আলাদা রাখতেই শবনমের এই প্রচেষ্টা। কঙ্গনার ডুপ্লেক্স বাসায় সিঁড়িকে সিঁড়ি না বলে ফটো গ্যালারি বললেও ভুল হবে না। কাঠের সিঁড়ির দেয়ালজুড়ে প্রায় শখানেক ছবি। ভিন্ন ভিন্ন ডিটেইলস, মানালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কঙ্গনার দেশে-বিদেশে ঘুরতে যাওয়ার ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে প্রতিটি রেলিং। বাড়ির চিলেকোঠায় তৈরি করা হয়েছে গ্লাসহাউস। সম্পূর্ণ কাচের তৈরি এই ঘর থেকে সরাসরি উপভোগ করা যায় মানালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। একদিকে পাহাড়ে আচ্ছাদিত মানালি, অন্যদিকে হিমালয়সব মিলিয়ে বাড়ির চিলেকোঠায় বসে যেকোনো সময় প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যেতে পারেন কঙ্গনা। সম্পূর্ণ কাচের তৈরি বলে শীত-গ্রীষ্ম যেকোনো আবহাওয়াতেই ঘরটির তাপমাত্রা থাকে নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত জীবনে বেশ পড়ুয়া স্বভাবের কঙ্গনা। বসার ঘরে তাই কঙ্গনার জন্যই আলাদা করে তৈরি করা হয়েছে লাইব্রেরি। মানালির সৌন্দর্যকে সামনে রেখে কেউ যদি ভালো বইয়ের ভেতর হারিয়ে যেতে চান, তাতে নেই কোনো বাধা। মেঝে ও সিলিংয়ের সঙ্গে মিল রেখে ঘরের ডিজাইনও করা হয়েছে কাঠের অবয়বে।

হুট করে বসার ঘরে ঢুকলে মনে হবে নর্ডিক কোনো কাঠের ঘরে প্রবেশ করেছেন। আসবাব থেকে সোফা, সবকিছুতেই কাঠের ছোঁয়া। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বসার ঘরের পাশে রয়েছে ছোট্ট একটি বার।

এ ছাড়া কঙ্গনার জন্য রয়েছে আলাদা কাঠের তৈরি ঘর। সেখানে যোগব্যায়াম আর শরীরচর্চা করেন এই অভিনেত্রী। সব আওয়াজ, ব্যস্ততা ও ভিড় থেকে নিজেকে সারিয়ে এখানেই নিরিবিলি ছুটি কাটান কঙ্গনা।

অভিযুক্ত সঞ্জয় সিং রেহাই পাননি, শুধুমাত্র জামিন দেওয়া হয়েছে গৌরব ভাটিয়া

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিলঃ অভিযুক্ত সঞ্জয় সিং রেহাই পাননি, শুধুমাত্র জামিন দেওয়া হয়েছে। এএপি নেতা সঞ্জয় সিংয়ের জামিন প্রসঙ্গে একথা বললেন বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়া। সাংবাদিকরা গৌরব ভাটিয়াকে এদিন দিল্লিতে সঞ্জয় সিং-য়ের জামিন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এএপি নেতা সঞ্জয় সিং এখনই আদালত থেকে রেহাই পাননি, আদালত তাঁকে অব্যাহতিও দেয়নি। তাঁকে শুধুমাত্র জামিন দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই তিনি এখনও অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মনীশ সিসোদিয়ার মতোই সমান অভিযুক্ত। উল্লেখ্য, সম্প্রতি আদালত এএপি নেতা সঞ্জয় সিংকে ৬ মাস জেলে থাকার পর জামিন দিয়েছে। তাঁকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করেছিল।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব দেবের সমর্থনে উদয়পুরে জমজমাট প্রচার

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৫ মার্চঃ আগামী ১৯ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসকদল বিজেপি প্রতিদিন সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমায়ও প্রচার অব্যাহত রেখেছে। শুক্রবার সকাল থেকে উদয়পুর মহকুমায় শাসকদল বিজেপি রাজারবাগ, জামজুরি, বৈষ্ণবী চড় এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশ নেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, রাধা কিশোর পুর মন্ডলের সভাপতি প্রবীর দাস সহ দলীয় নেতৃত্বরা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয় এবং গত দশ বছরে মোদীর নেতৃত্বে এবং রাজ্যের ছয় বছরের বিজেপি জোট সরকার জনগনের জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছে তা তোলে ধরা হয় বাড়ি বাড়ি প্রচারে। বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যাক্ত করে বিজেপি নেতৃত্বরা বলেন এদের ভোট চাইবার কোন অধিকার নেই। দীর্ঘ বছর এ রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে রাজ্যবাসীর জন্য কোন কাজ করতে পারেনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ সহ উন্নয়ন মূলক কাজ না করে নিজেদের ও দলীয় নেতাদের পকেট ভারী করেছে। নেতৃত্বরা আরও বলেন, রাজ্যে বিজেপি জোট ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, রাস্তাঘাট, পানীয় জল সহ বহু উন্নয়নমূলক কাজ এ রাজ্যে হয়েছে। বর্তমানে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব যদি না আসতেন তাহলে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারত না বলে উল্লেখ করেন দলের নেতৃত্ব। তাই আগামী ১৯ শেষ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী করার জন্য আহ্বান জানান প্রচারে অংশ নেওয়া বিজেপি নেতৃত্ব।

Name Change

I, Previously Called ANISA KALIM W/o, Azad Tanveer Kalim R/o,61, Ripon Street, P.O+P.S. Park Street Kolkata-700016.Have Changed My Name as ANEESA KALIM (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-05/04/2024. Therefore ANISA KALIM and ANEESA KALIM are same identical persons.

Name Change

I, Previously Called PRITI KUMARI YADAV W/o,Sanjay Yadav, R/o, 27,Sanatan Mistry Lane 6th Floor, P.O. Salkia.P.S. Golabari, Howrah-711106.Have Changed My Name as PREETI YADAV (New Name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-05/04/2024. Therefore PRITI KUMARI YADAV and PREETI YADAV are same identical persons.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMAD NAJMUS SAHADAT PARVEJ S/o- MD ABUL KASEM PERVEJ, Residing at Vill- Milik Sultanpur, Post-umakantatala, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin-732216, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD NAJMUS SAHADAT PARVEJ To MD NAJMUS SAHADAT PERVEJ (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD NAJMUS SAHADAT PERVEJ in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, MD NAJMUS SAHADAT PERVEJ and MOHAMMAD NAJMUS SAHADAT PARVEJ both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMAD ABUL KASEM PERVEJ S/o- MD ABUL KASEM PERVEJ, Residing at Vill- Milik Sultanpur, Post- umakantatala, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732216, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD ABUL KASEM PERVEJ To MD ABUL KASEM PERVEJ (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD ABUL KASEM PERVEJ in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, MD ABUL KASEM PERVEJ and MOHAMMAD ABUL KASEM PERVEJ both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AKTAR SK S/o- ERFAHIM SK, Residing at Vill- Talpukur, Post- hanribhanga, Ps - Murshidabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AKTAR SK To HEJARUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HEJARUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, HEJARUL SK and AKTAR SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, Reena Laskar (Old Name) D/o Samir Kumar Ghosh W/o Sunil Kumar Laskar-Residing at MR2306, Block Marina, Siddha Eden Lakeville, Lakeview Park Road, Baranagar, VTC- Baranagar (M), PO- ISI PO, North 24 Parganas, W.B-700108, India shall henceforth be known as Rina Laskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-04-2024. Reena Laskar (Old Name) and Rina Laskar (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি (পল্লবী ব্রজ কিশোর সিং) D/o. (ব্রজ কিশোর প্রসাদ সিং) / W/o./ (অভিষেক কুমার) বসবাসকারী (QTR নং. H৩, দম দম এস্টেট কলকাতা-৭০০০২৮ জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা, এখন থেকে (পল্লবী সিং) নামে পরিচিত হবে, যা প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে ঘোষণা করা হবে, (উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা) হলফনামা নম্বর ৯০AB ০০৮১২০ তারিখে। ২৭৩২০২৪ (পল্লবী ব্রজ কিশোর সিং) এবং (পল্লবী সিং) উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, SIMA SARKAR W/O Dilip Sarkar Resident of Vill. & PO- Uttar Khanpur, PS-Balurghat, Dist-Dakshin Dinajpur, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & Declaring my actual name SIMA SARKAR instead of SIMA DAS, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 15/03/2024. SIMA SARKAR and SIMA DAS both are same and one identical person.

মিষ্টিভাসি মুখে মজেছে হুগলি, প্রচারে রচনার বিপুল জন সমর্থন

হুগলি, ৫ এপ্রিল ঃ শুরুর দিন থেকেই সোজাসাপ্টা রচনা। এবারের হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাতেই মন জয় করেছেন দলীয় কর্মী সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষের। কখনো কালো ধোয়া বিতর্ক, আবার কখনো গরুর দুধে আবার কখনো ঘুগনি খেয়ে সকলের মন জয় করেছেন। শুক্রবার সকালে সেই মিষ্টি মুখেই জনতার দরবারে পৌঁছে গেলেন রচনা। বাশবেরিয়া অঞ্চলে জনসংযোগ করলেন হুগলী লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল প্রাথী রচনা ব্যানাজী। হুটখোলা জিপে উঠে মাতা হংসশেশরীর মনদিরে পূজো দিয়ে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করলেন রচনা। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন মজুমদার ছিলেন শিল্পী চ্যাটাজী ছিলেন বাশবেরিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান আদিত্য নিয়োগী। উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র প্রমুখ। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নির্বাচনের সময় যত এগিয়ে আসছে ততই রচনার পাল্লা ভারী হচ্ছে। বিপুল জন সমর্থন আদায় করে নিচ্ছেন রচনা। যদিও প্রথমদিকে তিনি বলে ছিলেন রাজনীতিতে তিনি এখনো কাঁচা। কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের মন জয় করতে তিনি কতটা পটু।

আইটি সেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে সেমিনারের আয়োজন ত্রিপুরা বিজেপির

আগরতলা, ৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের দিকে নজর রেখে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জনসাধারণের কাছে তাদের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারে জোর দিয়েছে।শুক্রবার ত্রিপুরা প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টি নজরুল কলাক্ষেত্রে রাজ্য আইটি সেলের সদস্য এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে একদিনের সেমিনারের আয়োজন করেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা, রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপির পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা সেমিনারে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, দলের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, ''লক্ষ লক্ষ সক্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের সাথে জনমত গঠন এবং ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসাবে দেখা হয়। প্রচারমূলক ভিডিও এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের কাজগুলি দেখানো, দলীয় কার্যক্রমের লাইভ স্ট্রিমগুলি সাধারণ জনগণ বিশেষ করে যুবকদের উপর একটি ভাল প্রভাব তৈরি করতে সহায়তা করে।

বৈঠকে পার্টির আইটি সেল কীভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে পরিচালনা করবে এবং কিভাবে নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে সারা দেশে দলের ডিজিটাল উপস্থিতি নিশ্চিত করবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সেবক-রংপো রেল প্রকল্প পরিদর্শন করলেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার শ্রীমতি জয়া বার্মা সিনহা

মালিগাঁও, ০৫ এপ্রিল ঃ রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) শ্রীমতি জয়া বার্মা সিনহা আজ নির্মীয়মাণ সেবক-রংপো রেল প্রকল্প (এসআরআরপি)-এর বিস্তৃত পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েনির্মাণ-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী সতীশ কুমার পাণ্ডে এবং বরিষ্ঠ রেলওয়ে ও নির্মাণ আধিকারিকরা। সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদাপূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং, যার লক্ষ্য হলো বর্তমানে সড়ক নির্ভরশীলতা সিকিম রাজ্যকে দেশের রেলওয়ের ম্যাপের সাথে সংযুক্ত করা। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও সিইও এই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং টানেল নং. টি-১ এবং টি-৮-এর লাইনিং কাজ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও সিইও প্রকল্পটির টানেল নং. টি-৭ পরিদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রথম ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে স্টেশন অর্থাৎ তিস্তা বাজার স্টেশন এই টানেলে রয়েছে, যা দেশের রেলওয়ে পরিকাঠামোর উন্নতির এক অগ্রণী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি তিস্তা ব্রিজ ও সেবক স্টেশন নির্মাণ কাজও পরিদর্শন করেন। পরে তিনি সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটির সমস্ত বিষয় নিয়ে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন অর্গানাইজেশন (ইরকন)-এর আধিকারিকদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মিলিত হন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও সিইও টানেল নির্মাণের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ও স্থায়িত্বের উপর গুরুত্ব দেন, যা বাধাহীন সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সিকিম রাজ্য প্রথমবারের জন্য রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে। এই প্রকল্পে ১৪টি টানেল (মোট ৩৮.৫৩ কিমি), ০৫টি রেলওয়ে স্টেশন এবং ১৩টি মেজর ব্রিজের নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে ভোট প্রচারে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের

কুমারঘাট, ৫ এপ্রিল ঃ পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা রেকর্ড সংখ্যক ভোটে প্রত্যাশিতভাবে জয়ী হবেন বলে আশা ব্যাক্ত করেছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ত্রিপুরার মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকা ফটিকরায়ে প্রচার কর্মসূচিতে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত তিনি। শুক্রবার দলের স্থানীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে সুধাংশু দাস ১ নং এলাকায় ডোর টু ডোর প্রচারণা চালান। তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জনগণ বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে সন্তুষ্ট এবং তাঁরা কেবল নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চান।

অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন ধরে এলাকায় ঘুরছে হাতি, হুস নেই বনদপ্তরের

ঝাড়গ্রাম, ৫ এপ্রিল ঃ ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে হাতির তাণ্ডবে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। ঠিক অন্যদিকে একটি হাতির তাণ্ডবে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাঁকরাইল ব্লকের মানুষ। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের বেশ কয়েক দিন ধরে একটি দলছুট দাঁতাল হাতি অবস্থান করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই হাতি টি অসুস্থ। গত কাল রাতে দুর্গাহুড়ি জঙ্গল থেকে হাতি টি বেরিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার সামনে হয়ে এসে সাঁকরাইল বিট অফিসে প্রবেশ করে। তারপর সজা পিচ রাস্তা ধরে সাঁকরাইলের কুলটিকরী বাজারে এসে প্রবেশ করে, শুক্রবার ভোর রাতে রাস্তা পুরো নিজের দখলে নেয়। ওই হাতিটি ভোর সকালে কুলটিকরী এলাকার শেষ সীমান্তে প্রবেশ করে। জানা গেছে, ভোর রাতে কুলটিকরী তে একটি চার চাকার গাড়ি ও মোটরবাইক শুড় দিয়ে ফেলে পা দিয়ে পিষে ভেঙ্গে দেয়। শুক্রবার সকাল থেকে কুলটিকরীর শেষ সীমান্তে হাতি টি অবস্থান করেছে বাঁশ বাগানে। হাতি দেখতে ভিড় করছেন এলাকার মানুষজন। শুক্রবার বেলা বাড়তে অসুস্থ হাতি টিকে দেখতে আসেন খোদ সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত। তাই নিজে দেখতে এলাকায় আসেন এবং হাতিটিকে সুস্থ করে তোলার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি। বনদপ্তর ও প্রশাসন কে ফোন করে হাতিটিকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আবেদন করেন।

বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেনের সবজি দিয়েই চলছে মিড ডে মিল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ এপ্রিল ঃ পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের পাতে কোনোদিন এঁচোর চিংড়ি, কোনো দিন শাক পোস্ত, তো কোনদিন ঢেঁড়স, আবার কোনোদিন পাঁচমিশালি সবজির তরকারি। আর পড়ুয়ারা সব আনন্দের সাথে মজা করে ও তৃপ্তিতে খাচ্ছে। আর এই সব সবজি তাদের নিজের স্কুলেরই সবজি বাগানে তারা নিজেরাই ফলিয়েছে। সরকারি ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন স্কুলকে কিচেন গার্ডেন করার জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছিল। তাতেই অনেক স্কুলই নিজেদের স্কুলের মধ্যে করেছিলো কিচেন গার্ডেন। এখন সেখান থেকেই তাঁরা সবজি নিয়ে চালাচ্ছেন মিড ডে মিল। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের এরকম তিনটি স্কুলে এই চিত্র ধরা পড়লো। চৌবেরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝাপানডাঙ্গা সাবিত্রী দেবী বালিকা বিদ্যালয় ও রেওরা প্রাথমিক বিদ্যালয় এই তিনটি স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র- ছাত্রীরা সকলে মিলে অতি যত্ন সহকারে নিজেদের স্কুলে তৈরি করেছেন কিচেন গার্ডেন। ফলিয়েছেন বিভিন্ন সবজি যা দিয়েই তারা ছোট ছোট বাচ্চাদের মিড ডে মিলে সবজির জোগান দিয়ে যাচ্ছেন। সাবিত্রী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে সবজি বাগানের সাথে রয়েছে কাঁঠাল গাছ। এই কাঁঠাল গাছের এঁচোড় দিয়েই বাচ্চাদের পাতে তারা দিতে পারছেন এঁচোড় চিংড়ি। দুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফলানো হয়েছে বিভিন্ন শাক। তারাও খুদে পড়ুয়াদের পাতে দিচ্ছেন শাক পোস্ত। চৌবেরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু সেনশর্মা বলেন, তাঁরা বিদ্যালয়ে সবজির বাগান করে সেখানে নানান ধরনের সবজি ফলিয়েছেন এবং সেই সবজি দিয়েই তাঁরা মিড ডে মিল চালান। তাঁরা নিজেরাই সবজি বাগানের দেখাশোনা করেন। তিনি আরো বলেন, নিজদের বাগানে ফলানো সতেজ সবজি ছাত্র-ছাত্রীরা পায় যাতে কোনো কীটনাশক দেওয়া থাকে না। রেওড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত কুমার ঘোষ বলেন, বিদ্যালয়ের সবজির বাগানে সবজি ফলানোর ফলে ছাত্রছাত্রীরা যেমন টাটকা, তাজা সবজি পায় তেমন তাদের বাগান তৈরির উপর একটা ঝোঁক তৈরি হয় যা তাদের ভবিষ্যতে অনেক কাজ দেবে। আর নিজেদের বাগানের সবজি রান্না করলে খরচও কিছুটা কমে। যার ফলে তাঁরা কোনো কোনো দিন ছাত্র- ছাত্রীদের স্পেশাল নিউট্রেশন হিসাবে অন্যান্য খাবার দিতে পারেন যেমন তাঁরা আখের রস বাচ্চাদের খাইয়েছেন। সাবিত্রী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়তী আইচ মিত্র বলেন তাঁদের বিদ্যালয়ে সবজির বাগানের সাথে তাঁরা বিদ্যালয়ে কাঁঠাল গাছ বসিয়েছেন। তাতে এখন অনেক এঁচোর ধরেছে। তাই দিয়েই তাঁরা ছাত্রীদের এঁচোড় চিংড়ি খাওয়াচ্ছেন। আর ছাত্র- ছাত্রীরা প্রতিদিন খাবার মেনুতে নিত্য নতুন জিনিস পাওয়াতে খুবই মজা করে খাচ্ছে। জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে বলেন, তাঁরা প্রতিটি বিদ্যালয়কেই এই বিষয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন যাতে কম বেশি সকলেই নিজেদের বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন করেন। এর জন্য সরকারি অনুদান ও পাওয়া যায়। তবে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে নিজেদের সবজির বাগানের সবজি দিয়েই মিড ডে মিল রান্নার ব্যাপারটায় তিনি বিদ্যালয়গুলোর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন প্রয়োজনে তিনি নিজে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যাবেন কিচেন গার্ডেন দেখতে। জামালপুর ব্লকের দুই অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজেন্দ্র প্রসাদ মাজি ও অনিন্দিতা সাহা এই তিনটি স্কুলের যথেষ্ট সুনাম করেন ও বিদ্যালয় প্রশাসন কে ধন্যবাদ জানান। নিজেদের বিদ্যালয়ের সবজির বাগানের সবজি দিয়ে সুন্দর ভাবে মিড ডে মিল চালানোর জন্য। তাঁরা বলেন ব্লকের আরো অনেক বিদ্যালয়েই এরকম কিচেন গার্ডেন আছে। তাঁরা সারাবছরই বিদ্যালয় গুলির সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ রাখেন। তবে যদি প্রতিটি স্কুল যদি এই ভাবে নিজেদের স্কুলেই কিচেন গার্ডেন করে সবজি ফলিয়ে রান্না করে বাচ্চাদের খাওয়ায় তাহলে একদিকে যেমন বাচ্চারা টাটকা , তাজা সবজি পাবে যাতে কোনরকম বিষাক্ত কীটনাশক থাকবে না, বিদ্যালয়ে বাগান হবার ফলে বিদ্যালয় হবে পরিবেশ বান্ধব ও খরচ ও কিছুটা সাশ্রয় হবে।

মাজদিয়ায় যুবককে মীমাংসার নামে ডেকে বেধড়ক মারধর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ মাজদিয়ায় যুবককে মীমাংসার নামে ফোন করে ডেকে বেধড়ক মারধর, চিকিৎসার জন্য আহত যুবককে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন ওই যুবকের নাম সৌরভ ঘোষ (২০)। বৃহস্পতিবার বেশি রাতে গাজনতলার বাসিন্দা যুবক সৌরভ ঘোষকে ফোন করে ডেকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে। মারধরের প্রতিবাদ করলে তার কাকা স্থানীয় মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য গৌরাঙ্গ ঘোষকেও মারধর করে বলে অভিযোগ। শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আহত যুবক সৌরভ ঘোষ জানায়, গত বছর গাজন উৎসবে মাজদিয়া সাঁকোরপাড়ের বাসিন্দা কিছু যুবকের সঙ্গে গন্ডগোল হয়। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ অভিযুক্তদের মধ্যে একজন ফোন করে মীমাংসার জন্য সাঁকোরপাড় এলাকায় ডাকে। আহত যুবক জানায়, সম্পর্কে কাকা ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গৌরাঙ্গ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সাঁকোরপাড় এলাকায় গেলে অভিযুক্ত বিকি দাস, শুভ দাস, অর্জুন দাস, অজিত দাস সহ ৫ জন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ি কিল-ঘুষি-চড়- লাথি মারতে থাকে। এই সময় কাকা গৌরাঙ্গ ঘোষ তাকে রক্ষা করতে এলে অভিযুক্তরা তাকেও রেয়াত করেনি। পঞ্চায়েত সদস্যকেও মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা পঞ্চায়েত সদস্য ও আহত যুবককে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। শুক্রবার সকাল হতেই আক্রান্ত যুবক যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। পরিবারের সদস্যরা আক্রান্ত যুবক ও তার কাকা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য গৌরাঙ্গ ঘোষকে ছেড়ে দিলেও আক্রান্ত যুবকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ভর্তি করে শুরু হয় চিকিৎসা। যদিও ঘটনায় আক্রান্তদের তরফে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

খুনের হুমকি, কংগ্রেসের প্রচার না করার হুঁশিয়ারি দুষ্কৃতীদের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস কর্মীকে প্রচারে বাধা এবং যুব কংগ্রেস সভাপতিকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে খোদ বীরভূমের নলহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান, বিধায়ক তৃণমূলের রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংয়ের বাড়ির সামনে। বৃহস্পতিবার রাতে এই মর্মে নলহাটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যুব কংগ্রেস কর্মী বিবেক কর্মকার। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে বাম - কংগ্রেস জোটের প্রচারে গিয়েছিলেন নলহাটির আশ্রম পাড়ার বাসিন্দা যুব কংগ্রেস কর্মী বিবেক কর্মকার। বাড়ি ফেরার পথে পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিদুপাড়া দুর্গা মন্দিরের সামনে একটি কালো বাইক চড়ে দুই যুবক বিবেকের পথ আটকে প্রচারে না বেরোনোর জন্য হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। বিবেক বলেন, অভিযুক্ত যুবকদের মুখ সাদা গামছাতে বাঁধা ছিল। বাইকের কোন নম্বর ছিল না। তারা হুমকি দেয় সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেসের হয়ে কোন প্রচার করা যাবে না। আর তোমাদের জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নাসিরুল শেখকে মনোজ জয়সোয়ালের মতো নারকীয় হত্যা করা হবে। বিবেকের দাবি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হোক। প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় ঈদের দিন বিকেলে নলহাটিতে খুন হয়েছিলেন বিজেপি কর্মী মনোজ জয়সোয়াল। পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেই মামলা আজও চলছে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই খুনের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ বিবেকের। নাসিরুল শেখ বলেন, সমাজ বিরোধীদের খুনের হুমকিতে মাথা নত করব না। রাজনৈতিক লড়াই রাজনীতির মাধ্যমেই বুঝে নেব। কেউ যদি ভেবে থাকে একটা নাসিরুলকে খুন করে কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখবে তারা ভুল করছে। এই হুমকিতে আমাদের জোশ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আর পুলিশকে বলব সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সমাজ বিরোধীদের গ্রেফতার করুক। তা না হলে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেরাই রে প্রতিকার করব। বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।

বাড়িতে ঢুকল ডাম্পার, মৃত গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ এপ্রিল ঃ বেপরোয়া ওভারলোড বালিবোঝাই ডাম্পার বসত বাড়ির ভিতরে ঢুকে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ভাগ্যক্রমে পরিবারের অন্য সদস্যরা পাশের ঘরে থাকায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন। গৃহবধূর স্বামীর অল্পবিস্তর চোট লেগেছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। বাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ন ভেঙে পড়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে,এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় শুক্রবার সকালে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনার পর শুক্রবার সকাল পর্যন্ত চলে উদ্ধার কাজ পরে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মৃত দেহ বের করে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে জামালপুর থেকে বালি বোঝাই করে একটি ডাম্পার দশঘ।ার দিকে যাচ্ছিল। চকদীঘি পঞ্চায়েতের প্রাণবল্লভপুর এলাকার আমতলার কাছে ডাম্পারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি একটি বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে। অভিযোগ, গাড়িটির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল। এমনকি ডাম্পারটি অতিরিক্ত বালি বোঝাই করে আসছিল। ধাক্কা মারার পরই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িটির সামনের অংশ। ঘরের ভিতরে তখন ঘুমিয়ে ছিলেন পরিবারের গৃহবধূ সন্ধ্যা হাজরা। বাড়ির ভাঙ্গা অংশ চাপা পড়ে যায় তার উপরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। মৃতের ছেলে বাসুদেব হাজরা জানিয়েছেন, 'বেঘোরে প্রাণ চলে গেল মায়ের। ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার জন্য কিছুই করার ছিল না মায়ের। বালির ডাম্পার এসে সোজা বাড়িতে ধাক্কা মারলো, গোটা বাড়িটা ভেঙে মায়ের উপর চাপা পরে গিয়েছিল। মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর জন্যই এই অবস্থা হয়েছে। এইসব পুলিশের দেখা উচিত। গতকালই হারালা মোড়ে ৬ টি দোকান ঘরের উপর উল্টে গিয়েছিল বালি বোঝাই ডাম্পার। এবার প্রাণ কেড়ে নিলো সেই বালির গাড়িই। কবে হুঁশ ফিরবে পুলিশ প্রশাসনের কে জানে!' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করার পাশাপাশি চালক ও খালাসিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দমদম এবং বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে মক ফায়ার ড্রিল কাম ট্রেনিং

কলকাতা, ৫ এপ্রিলঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনো

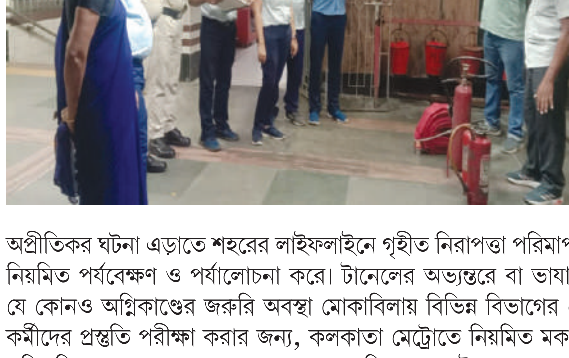

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরের লাইফলাইনে গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। টানেলের অভ্যন্তরে বা ভায়াডাক্টে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতা মেট্রোতে নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালিত হয়। আজ ০৫.০৪.২০২৪ তারিখে ব্লু লাইনের দমদম এবং বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মেট্রো রেলওয়ের মাঠ কর্মীদের জন্য এই ধরনের দুটি মক ফায়ার ড্রিল কাম প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছিল। এই ড্রিলটিতে মেট্রো স্টাফদের মেট্রো স্টেশনে বিভিন্ন আগুন এবং ধোঁয়া পরিস্থিতির অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্রাফিক, সিগন্যাল ও টেলিকম, আরপিএফ, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা এই মক ড্রিলগুলিতে অংশ নেন। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের ড্রিল যেকোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে এবং উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনবে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে।

পরীক্ষা দিতে না পেয়ে বিশ্বভারতীতে অবস্থানে দুই পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৫ এপ্রিল ঃ পরীক্ষা দিতে না পেরে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে দুই শিক্ষণ বিভাগের এম এড পড়ুয়া। যাদের মধ্যে একজন দৃষ্টিহীন। দুই পড়ুয়া বিনয় ভবনে ছাত্রাবাসে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। দৃষ্টিহীন পড়ুয়া সৌরভ পানের বাড়ি হুগলি। অন্যদিকে, মৌসুমী পাত্রের বাড়ি উড়িষ্যা। দুই পড়ুয়ার অভিযোগ, পরীক্ষায় উপস্থিতির হার কম এরকম কারণ দেখিয়ে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের এক বছর এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট করে দিতে পারে না। কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। গত ২০ মার্চ থেকে এই এম এড পরীক্ষা শুরু হয়েছে। চলবে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষকে ফোন করলে, তিনি ফোন ধরেন নি।

ঈদ উপলক্ষ্যে জমে উঠেছে বাজার

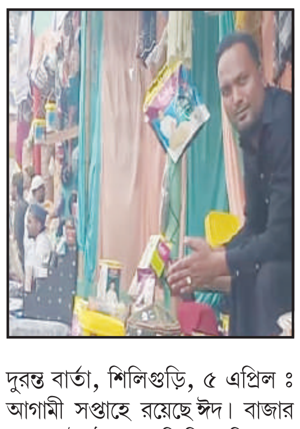

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল ঃ আগামী সপ্তাহে রয়েছে ঈদ। বাজার জমে উঠেছে শিলিগুড়িতে। প্রতিবছর ঈদের প্রাক্কালে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড় এলাকায় বাজার বসে। চলতি বছরেও প্রতি বছরের মত বসেছে বাজার। ঈদ উপলক্ষ্যে এই বাজারে প্রতিদিন ভালোই বিক্রি হচ্ছে এমনটাই জানিয়েছেন অনেক দোকানদার। খাওয়ার সামগ্রী থেকে আরম্ভ করে রকমারি জিনিসের প্রসার নিয়ে বসেছেন বিভিন্ন দোকানদার। আর ছিল ঈদের আগে শেষ শুক্রবার, ভেনাস মোড় সংলগ্ন মসজিদে নামাজ পড়া হয় এদিন। অনেকেই ঈদের কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছেন। কেউ কিনছেন খাদ্যদ্রব্য কেউবা কিনছেন জামা কাপড়। এই বিষয়ে দোকানদাররা জানিয়েছেন প্রতি বছর তাদের ঈদের সময় এখানে আসা দোকান করা। এই বছরও তারা এসেছেন ঈদ উপলক্ষ্যে দোকান করতে। মোটামুটি ভালই বিক্রি হচ্ছে, তারা আরো আশা রাখছেন যত সামনে আসবে উৎসবে বিক্রি আরো বেড়ে যাবে। পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা দেন তারা শহরবাসীকে।

মৃতের বাড়িতে মিলল রড! ওয়াটগঞ্জকাণ্ডে তদন্তে ফরেন্সিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ এপ্রিল ঃ কীভাবে খুন দুর্গা সরখেলকে? ওয়াটগঞ্জকাণ্ডে তদন্তে এবার লালবাজারের ফরেন্সিক বিভাগ। মৃতার বাড়ি ও যেখান থেকে দেহাংশ উদ্ধার হয়েছিল, সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করলেন বিশেষজ্ঞরা। বাড়িতে পাওয়া গেল রড। সূত্রের খবর তেমনই। ঘটনাটি ঠিক কী? ২ পার। মঙ্গলবার ওয়াটগঞ্জের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এক মহিলার ধড়হীন মাথা ও হাত! কালো প্লাস্টিকে মোড়ানো কয়েকটি ব্যাগ ছিল দেহাংশ। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় থানা খবর দিয়েছিলেন এলাকারই কয়েকজন। এরপর মৃত মহিলাকে শনাক্ত করেন তাঁর দুই বোন। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম দুর্গা সরখেল। খিদিরপুরে ওয়াটগঞ্জ থানার এলাকারই হেমন্ত চন্দ্র স্ট্রিটে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। স্বামী, শাশুড়ি, ননদ এবং দেওরের সঙ্গে থাকতেন বত্রিশের ওই মহিলা। স্বামী নেশাগ্রস্ত ছিলেন। রিহ্যাবে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। বাড়ি ফেরেন সোমবার। ময়নাতদন্তে রিপোর্টে উল্লেখ, প্রথম ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে খুন করা হয় দুর্গাকে। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করা হয় দেহ এবং ঘটনাটি ঘটে দেহ উদ্ধারের ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টাকে আগে! মৃতের ভাসুর নীলাঞ্জন সরখেলকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তদন্তে জানা গিয়েছে, সোমবার কোনও কারণে দুর্গার বচসা হয় নীলাঞ্জনের। এরপরই খুন হতে হয় ওই মহিলাকে। শুধু তাই নয়, দেহ অন্তত ৯ টুকরো করে প্রমাণ লোপাটের ছক কষেছিল অভিযুক্ত। কিন্তু কী কারণে বচসা? দেহের বাকি অংশ-ইবা কোথায়? উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

তান্ত্রিক সন্দেহে সালিশি করে মল- মূত্র খাওয়ানোর অভিযোগ, বৃদ্ধের মৃত্যুতে খুনের সন্দেহ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ এপ্রিল ঃ গ্রামে কারোর অসুখ হলেই দায়ী করা হতো তাকে। গ্রামবাসীর সন্দেহ ছিল তিনি তন্ত্র সাধনা করেন। সেই সন্দেহের বসে একাধিকবার হেনস্থা করা হয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে শালিশি সভা করে মল- মূত্র খাইয়ে মারধর করা হয়। তারপরেই বাড়ির পেছনে গাছ থেকে বৃহস্পতিবার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ওই ব্যক্তি্র। খুনের অভিযোগ পরিবারের। কু- সংস্কারের বলি দাবি পরিবারের। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে মৃতের মেয়েরা। মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের ভগবানপুর গ্রামের বর্মনপাড়ার ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম জয়দেব বর্মন (৬০)। ঘটনার সূত্রপাত গত মাসের ২৬ তারিখ। গ্রামের এক কিশোরী জ্বরে আক্রান্ত হয়। তার অসুস্থতার জন্য দায়ী করা হয় জয়দেববাবুকে। সেই কিশোরীর পরিবারের লোক এবং গ্রামবাসীর একাংশ দাবি করে জয়দেববাবুর তন্ত্রবিদ্যার কারণেই তাদের মেয়ে জ্বরে আক্রান্ত। তারপরে জয়দেববাবুকে জোর করে সালিশি সভার নাম করে প্রকাশ্যে মল, মূত্র খাওয়ানো হয়। তার এক আত্মীয়কে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলেও কোন পদক্ষেপ হয়নি সেই সময়। তারপর গত বুধবার রাত্রি আটটা নাগাদ জয়দেব বর্মনকে কিছু মানুষ তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ির পেছনে একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের লোকের অভিযোগ খুন করা হয়েছে জয়দেব বর্মনকে। চাঁচল থানায় ১০ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গেছে জয়দেব বর্মনের পরিবারের হয়েছে স্ত্রী এবং তিন কন্যা। প্রায় দুই বছর আগে থেকেই জয়দেববাবু এবং তার পরিবারের উপর এই ধরনের অপবাদ দিত গ্রামবাসীরা। কিছুদিন পরেই তার বড়ো মেয়ের বিবাহ রয়েছে। তাই যখন প্রকাশ্যে মল মূত্র খাইয়ে এইভাবে অপমান করা হয়। তারপরেও তারা শুধু বড় মেয়ের বিবাহে ব্যাঘাত না ঘটার জন্য চুপ ছিলেন। বিগত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত হুমকিও দেওয়া হচ্ছে পরিবারের লোকেদের। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ারও হুমকি দিচ্ছে অভিযুক্তরা। প্রত্যেকেই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এখনও বাড়ির বাইরে কোন পুলিশি পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়নি। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত। এই ধরনের কোন তন্ত্রবিদ্যার সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। কিছু গ্রামের মানুষের কুসংস্কারের বলি হলেন তাদের বাবা। মৃতের দাদা বলেন, আমি নিজে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম। আমাদের পরিবারে কোনরকম ভাবে কোনো কুসংস্কারের চর্চা নেই। এইভাবে আমার ভাইটার প্রাণ চলে গেল। আমি বাইরে গেলে চারিদিকে বিভিন্ন আলোচনা শুনতে পাচ্ছি। খুব ভয়ে আছি। মৃতের ছোট কন্যা জানান, কয়েকদিন পরেই দিদির বিয়ে ছিল। দিদিকেও ভয়ে আমরা অন্য জায়গায় রেখেছি। আমার বাবা আত্মহত্যা করতে পারে না। বুধবার সন্ধ্যায় গ্রামের কিছু লোক ডেকে নিয়ে গেছিল। ওরাই মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। মৃতের ভাইপোর প্রশ্ন, যেদিন আমাদের এক আত্মীয়কে বেধড়ক মারধর করলো। কাকুকে মলমূত্র খাইয়ে অপমান করা হলো। পুলিশ সেদিন ঘটনাটা জানতে পেরেছিল। সেদিন কেন পদক্ষেপ নিল না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নিতাই দাসের বক্তব্য, যে ঘটনা ঘটেছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। খুন না আত্মহত্যা সেটা পুলিশ তদন্ত করবে। আমরা পরিস্থিতি যাতে ঠিক থাকে সেই দিকে নজর রাখছি। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের চাঁচল ইউনিটের সম্পাদক নিহার রঞ্জন দাস জানান, ওই গ্রামে একটি সচেতনতা শিবির করার পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি। চাঁচল থানার পুলিশ জানান, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

মাদ্রাসা আইন 'অসাংবিধানিক'! হাইকোর্টের এই রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

এলাহাবাদ, ৫ এপ্রিল ঃ উত্তরপ্রদেশের প্রায় ১৭ লক্ষ মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য একটি বড় স্বস্তির খবর এসেছে। সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের ইউপি বোর্ড অফ মাদ্রাসা শিক্ষা আইন, ২০০৪ বাতিল করার একটি আদেশ স্থগিত করেছে। এটি রাজ্যের প্রায় ১৬,০০০ মাদ্রাসাগুলিকে ২০০৪ সালের আইনের অধীনে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ বলেছে যে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে সঠিক নয় এবং উত্তর প্রদেশ সরকারকে প্রশ্ন করেছে। আদালত ইউপি সরকারের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া চেয়েছে এবং জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে আরও শুনানির জন্য বিষয়টি পোস্ট করেছে। হাইকোর্ট গত মাসে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘনের জন্য ২০০৪ সালের আইনটিকে 'অসাংবিধানিক' ঘোষণা করে এবং সরকারকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার এটি স্থগিত করে এবং বলে যে মাদ্রাসা বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রেগুলেটরি এবং মাদ্রাসা বোর্ডের প্রতিষ্ঠা ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রভাবিত করবে না। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নোটিশ জারি করেছে। আদালত আরও বলেছে যে হাইকোর্ট মাদ্রাসা আইনের বিধানগুলিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কারণ এটি ধর্মীয় নির্দেশ দেয় না। অ্যাডভোকেট অংশুমান সিং রাঠোরের দায়ের করা একটি পিটিশনে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় আসে। রাঠোর ইউপি মাদ্রাসা বোর্ডের সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আদালত আরও বলেছে যে হাইকোর্টের আদেশটি ১৭ লাখ শিশুর শিক্ষার ভবিষ্যতকে 'প্রতিরোধ' করবে। আদালত আরও বলেছে, 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে এই নির্দেশ প্রাথমিকভাবে পর্যাপ্ত ছিল না'। মাদারসা শিক্ষা আইন, ২০০৪ আরবি, উর্দু, ফারসি, ইসলামিক-অধ্যয়ন, দর্শন এবং শিক্ষার অন্যান্য শাখায় শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে যেমনটি উত্তরপ্রদেশ মাদারসা শিক্ষা বোর্ড দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট, আইনটি প্রত্যাখ্যান করার সময় বলেছিল যে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন করার সময় ধর্মের মধ্যে বৈষম্য করতে পারে না।

লক্ষীর ভান্ডার ভোট লক্ষী হওয়ায় নির্বাচনী প্রচারে পথের কাঁটা হয়েছে কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ এপ্রিল ঃ গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বহরমপুর লোকসভা কেংদ্র নিয়ে স্বস্তিতে নেই কংগ্রেস। বহরমপুরের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই একুশের নির্বাচনে ভোটের নিরিখে তৃতীয় স্থানে রয়েছে কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও অধিকাংশ জায়গায়. কংগ্রেসের শক্তিক্ষয় হয়েছে। ফলে পাঁচ বারের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর জন্য এবারের লড়াইয়ের ময়দান বেশ কঠিন বলেই মনে করেছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল বিশ্বকাপজয়ী দলের তারকা ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করার পরে লড়াই আরও জমে উঠেছে। বিজেপি বহরমপুর শহরের খ্যাতনামা চিকিৎসক নির্মল সাহাকে টিকিট দিয়ে বাজিমাত করতে চাইছে। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীর কাছে প্রায় ৮০ হাজার ভোটে হেরেছিলেন তৃণমূলের অপূর্ব সরকার। অধীরবাবু পেয়েছিলেন ৫ লক্ষ ৯১ হাজারের বেশি ভোট। অপূর্ববাবুর প্রাপ্ত ভোট ছিল ৫ লক্ষ ১০ হাজারের বেশি। বিজেপির প্রার্থী কৃষ্ণ জোয়ারদারের প্রাপ্ত ভোট ছিল ১ লক্ষ ৪৩ হাজার। নোটায় ভোট পড়েছিল ১৪ হাজারেরও বেশি। কিন্তু একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বদলে যায় ছবিটা। সাতটি বিধানসভা আসনেই তৃণমূলের সঙ্গে মূলতঃ লড়াই হয় বিজেপির। কংগ্রেস লড়াই শেষ করে তৃতীয় স্থানে। বহরমপুর বিধানসভায় বিজেপির সুব্রত মৈত্র পান ৮৯ হাজার ৩৪০ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তৃণমূল পায় ৬২হাজার ৪৮৮ এবং কংগ্রেস পায় ৪০হাজার ১৬৭ভোট। বড়ঞা বিধানসভায় তৃণমূলের জীবনকৃষ্ণ সাহা পান ৮১ হাজার ৮৯০ ভোট।

জনসংযোগ বিভাগ, উত্তর পূর্ব রেল, গোরখপুর

গোরখপুর, ০৫ এপ্রিল ঃ শ্রীমতি সৌম্য মাথুর, উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক এবং পৃষ্ঠপোষক, ০৫ এপ্রিল নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর তত্বাবধানে ০৫ থেকে ০৭ পর্যন্ত রেলওয়ে অফিসার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন , ২০২৪ সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, গোরখপুরে। এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ষষ্ঠ বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা মশাল জ্বালিয়ে উদ্বোধন করা হয় এবং ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিযামে সংস্কার করা ব্যাডমিন্টন হলের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও মহাব্যবস্থাপক মিসেস সৌম্য মাথুর উত্তর পূর্ব রেলওয়ের ৯২ জন খেলোয়াড়কে, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের উজ্জ্বল পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দেশ ও ভারতীয় রেলের খ্যাতি এনে দিয়েছে, আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে 'খেল সম্মান-২০২৪' দিয়ে সম্মানিত করেছেন। রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে। রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে নব প্রতিষ্ঠিত জিমনেসিয়ামের উদ্বোধন করেন জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর। এ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী ডি.কে. সিং, বিভাগীয় প্রধান, বারাণসী, ইজ্জতনগর এবং লখনউ বিভাগের বিভাগীয়.রেল ব্যবস্থাপক, মহিলা কল্যাণ সংস্থার সদস্যরা এবং সদর দফতর ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং তাদের পরিবার এবং খেলোয়াড়রা উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে জিমন্যাস্টিকসে চমৎকার পারফরমেন্স দেয় জিমন্যাস্ট শিশুরা। সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে গলফ ক্লাব এবং রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে, গোরখপুরে আয়োজিত এই তিন দিনব্যাপী খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আওতায় ইনডোর গেমস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা, মেহেন্দি, ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও খেলার আয়োজন করা হয়েছে। ওযাকথন, বাস্কেটবল, রঙ্গোলি, মজাদার খেলা, গলফ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সংস্কারকৃত ব্যাডমিন্টন হলে তিনটি কোর্ট নির্মাণ করা হযেছে এবং মান অনুযায়ী উন্নত ক্রীড়া সুবিধা প্রদান করা হযেছে এই সংস্কারকৃত ব্যাডমিন্টন হলে। গোরখপুরের রেল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং উত্তর-পূর্ব রেল আর্ট কমিটির শিল্পীরা গণেশ বন্দনা করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ডিইএন/৩/হাওড়া**র অধিক্ষেত্রে কাজের জন্য। **ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ০১_২০২৪-২৫, তারিখ ০৪.০৪.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/৩/ হাওড়ার শাখায় সিটিআর (পি) - ২.৬৮৮ টিকেএম সিটিআর(পি) ব্যান্ডেল কাটোয়া ডাউন বিবি ল্যুপ ১২৩.১০৩ কিমি থেকে ১২৪ কিমি = ০.৮৯৭ কিমি এবং ব্যান্ডেল কাটোয়া ডাউন বিবি ল্যুপ ১২৪ কিমি থেকে ১২৫ কিমি = ১ কিমি সিটিআর(পি) ব্যান্ডেল কাটোয়া আপ বিবি ল্যুপ ১০৫.৯৮০ থেকে ১০৬. ৪৫০ কিমি এবং ডাউন বিবি ল্যুপ ১২২.৬৯২ কিমি থেকে ১২৩.০১৩ কিমি নিয়ে মোট ১+০.৮৯৭ ০.৭৯১ = ২.৬৮৮ কিমি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬২,৮৩,৫২১.০৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২৫,৭০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ০২_২০২৪-২৫, তারিখ ০৪.০৪. ২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** বিইকিউ-এমইউজি শাখায় সাবওয়ে ব্রিজ এবং এসিসিএল-এ ব্রিজ নং ১৭ (আরইউবি)-এর শক্তিশালীকরণ এবং মেরামত। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮৭,০৫,১৬০.৯৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৭৪,১০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রঃ নং ১-এর জন্য) এবং ০৬ (ছয়) মাস (ক্রঃ নং ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি তে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআর ইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৪.২০২৪-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট – ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-09/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নম্বরপ্লেটবিহীন গাড়ি, শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোক্তারপুরে নম্বর প্লেটবিহীন পরিত্যক্ত গাড়ি ঘিরে শোরগোল । স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা ধরে মোক্তারপুরে ঢোকে কয়েকজন ব্যক্তি। এলাকার এক ব্যক্তির বাড়ির বাইরে ট্রাক্টর রাখার শেডঘরে গাড়িটি রেখে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যান তাঁরা। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত গাড়িটি কেউ নিতে না আসায় স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। মাদারিহাট থানা সূত্রের খবর, দিল্লি থেকে একটি গাড়ি চুরির খবর পেয়ে রাঙ্গালিবাজনার টোল ট্যাক্স প্লাজায় ওঁত পেতে ছিল পুলিশ। তবে কোনও গাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **"Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 60 days in respect to the infrastructure facility to be provided at 09 nos accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Chandannagar Police commissionerate for advance CAPF Coys. to be deployed in ensuing Parliamentary Election- 2024...."**

NIQ No.- WBPWD/ EE/ HED / NIQ- 01 of 2024- 25 . Bid submission closing date: O8/04/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

কে বলল দূরত্ব বাড়ছে রোহিত আর হার্দিকের! আলিঙ্গন দুই তারকার

৫ এপ্রিল ঃ টানা তিনটি ম্যাচে হার হয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-র। অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়াকে তাই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। জানা গিয়েছে, হার্দিকের নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট রোহিত শর্মা। আগামী মরশুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ার কথা ভাবনাচিন্তা করছেন। এরই মধ্যেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যে ভিডিও পোস্ট করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে রোহিত-হার্দিকরা দল নিয়ে জামনগরে গিয়ে ছুটি উপভোগ করছেন। নাচ-গান হচ্ছে, ডিনার পার্টিতে হালকা মেজাজে ধরা দিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটাররা। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রোহিত আর হার্দিক একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছেন। দুই তারকা ক্রিকেটারের মধ্যে সমস্যা রয়েছে, ব্যক্তিত্বের সংঘাত রয়েছে দুজনের, এমন সব খবরকে উড়িয়ে দিল এই রোহিত আর হার্দিকের দৃশ্য বলছে না। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটাররা পাঁচ দিনের বিশ্রাম পেয়েছেন। সপরিবারে প্লেয়াররা চলে গিয়েছেন জামনগরে। সেখানে কেউ জলবিহার করছেন, কেউ ফোটোশুট করছেন। হার্দিক ও রোহিতকে নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে জল ঢেলে দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে পোস্ট করা ভিডিও। আইপিএলের কঠিন সূচির মধ্যে পাঁচদিনের বিশ্রাম, জামনগর সফর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে অক্সিজেন ছড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ৭ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নামছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সেই ম্যাচে কি জয়ের রাস্তায় ফিরতে পারবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স? টানা তিন ম্যাচ হার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। সাংবাদমাধ্যমের খবর, হার্দিকের নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট রোহিত শর্মা। আগামী মরশুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ার কথা ভাবনাচিন্তা করছেন ' এর মধ্যেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যে ভিডিও পোস্ট করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে রোহিত-হার্দিকরা দল নিয়ে জামনগরে গিয়ে ছুটি উপভোগ করছেন। নাচ-গান হচ্ছে, ডিনার পার্টিতে হালকা মেজাজে ধরা দিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটাররা। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রোহিত আর হার্দিক একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছেন। দুই তারকা ক্রিকেটারের মধ্যে সমস্যা রয়েছে, ব্যক্তিত্বের সংঘাত রয়েছে দুজনের, এমন সব খবরকে উড়িয়ে দিল এই রোহিত আর হার্দিকের মিলনান্তক দৃশ্য। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটাররা পাঁচ দিনের বিশ্রাম পেয়েছেন। সপরিবারে প্লেয়াররা চলে গিয়েছেন জামনগরে। সেখানে কেউ জলবিহার করছেন, কেউ ফোটোশুট করছেন। হার্দিক ও রোহিতকে নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে জল ঢেলে দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে পোস্ট করা ভিডিও। আইপিএলের কঠিন সূচির মধ্যে পাঁচদিনের বিশ্রাম, জামনগর সফর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে অক্সিজেন ছড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষা সংসদের সিদ্ধান্ত, একাদশে পড়ানো হবে তিন প্রধানের ইতিহাস

৫ এপ্রিল ঃ এক শহরের তিন-তিনটে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। এখনও দেশের ক্রীড়া মহলে, বিশেষত ফুটবলে, সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। দু'টো ক্লাব রয়েছে জাতীয় ফুটবলের প্রথম সারির লিগে, আর একটি উঠে আসার মুখে। ভারতে অন্যত্র এমন নিদর্শন নেই। এমনকী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিষয়টি বিরল। এবার কলকাতার সেই তিন প্রধান- ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং যুক্ত হচ্ছে বাংলার পাঠক্রমেও। একাদশ শ্রেণির 'স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা' বিষয়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তিন ক্লাবকে। সেখানে তিন প্রধানের সোনালি ইতিহাসের কথা পড়ানো হবে রাজ্যের কিশোর-কিশোরীদের। অবশ্য শুধু যে ক্লাস ঘরে বইয়ের পাতায় এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন নয়। পাশাপাশি একাদশ ও দ্বাদশের পড়ুয়ারা এই বিষয়ে প্রকল্প তৈরির জন্যও বেছে নিতে পারবে এই তিন ক্লাবকে। অর্থা ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান বা মহামেডানের উত্থানের ইতিহাস নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগও থাকছে পড়ুয়াদের কাছে। সম্প্রতি সংসদ প্রকাশিত পাঠক্রমে ক্লাবদের নাম দেখে খুশি তিন প্রধানের কর্তারাই। লাল-হলুদের কর্তা দেবব্রত সরকারের বক্তব্য, খুবই ভালো উদ্যোগ। ভারতীয় খেলাধুলোয় এই তিন ক্লাবের কী অবদান আছে, সেটা বাংলার পাশাপাশি সারা দেশের মানুষের জানা প্রয়োজন। একই সুরে সবুজ-মেরুন সচিব দেবাশিস দত্ত বলেন, এমন উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে ধন্যবাদ। এর ফলে অনেক বেশি মানুষ এই তিন ক্লাবের ঐতিহ্য ও আবেগের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। এই সিদ্ধান্তে আমরা খুবই খুশি। বিষয়টি নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি লেখার কথাও জানিয়েছেন তিনি। মহামেডান সচিব ইস্তিয়াক আহমেদের কথায়, তিনটে ক্লাবই একশো বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পড়ুয়ারা এবার আরও ভালোভাবে ক্লাবগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে। একাদশ শ্রেণির প্রথম সেমেস্টারের এই অংশে অবশ্য শুধু যে তিন প্রধানের নাম যুক্ত করা হয়েছে, এমন নয়। 'স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা' বিষয়ের প্রথম সেমেস্টারের পঞ্চম ইউনিটে রয়েছে এরাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থাও। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পাশাপাশি রাজ্য ক্রীড়া সংসদ ও স্কুল গেমস নিয়েও পড়ানো হবে ছাত্রছাত্রীদের। সবমিলিয়ে মোট ৩৫ নম্বরের মধ্যে ৭ নম্বর বরাদ্দ থাকছে এই ইউনিটে। তবে প্রকল্প বা কর্মশালার টপিকের তালিকায় অবশ্য কোনও ক্রীড়া সংস্থার নাম নেই। ১০ নম্বরের এই বিভাগে ২২টি বিকল্পের মধ্যে ময়দান থেকে সরাসরি আছে শুধু তিন প্রধান। এপ্রসঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক জানান, শরীরচর্চার ঐতিহাসিক পরিকাঠামোর মধ্যে তিন প্রধানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগে এভাবেনাম উল্লেখ করা ছিল না। এই ক্লাবগুলো পশ্চিমবঙ্গের উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতিহাসের অংশ।

রাজধানীতে মোহনবাগানের সামনে পাঞ্জাব

অনুশীলনে অনুপস্থিত কোচ, ম্যাচের আগে জোর চর্চায় সেই হাবাস

৫ এপ্রিল ঃ চেন্নাই-র ম্যাচ অতীত। ঘরের মাঠে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করায় হার মানতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। সেই হারের ধাক্কা সামলে উঠে শনিবার রাজধানীতে খেলতে নামে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে থাকবেন না দর্শক। চোটের জন্য নেই মোহনবাগানের প্রাণভোমরা সাহালও। মায়েস্ত্রো আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের হাতে রিমোট কন্ট্রোল থাকবে কিনা সেটাও পরিষ্কার নয়। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামেন পেত্রাতোসরা। জিতলে মোহনবাগান টিকে থাকবে লিগ-শিল্ড জয়ের দৌড়ে। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে একটাই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে বাগান শিবিরে। দলের মস্তিষ্ক আন্তোনিও হাবাস কি থাকবেন ডাগ আউটে? তিনি থাকা এবং না থাকার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা দেখা গিয়েছে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই হাবাস অসুস্থতার কারণে মোহনবাগানের অনুশীলনে নেই। আজ শুক্রবারও অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন না স্প্যানিশ কোচ। শনিবার তিনি সুস্থ থাকেন কিনা দেখা হবে। সুস্থ থাকলে তাঁকে আপকালীন ভিত্তিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে দিল্লিতে। ফলে হাবাসকে নিয়ে সংশয় একটা থাকছেই। এতরকম প্রতিবন্ধকতা থাকলেও মোহনবাগানের অধিনায়ক শুভাশিস বসু অবশ্য বলছেন, আমাদের ফোকাস শুধুই পাঞ্জাব ম্যাচের দিকে। হাবাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন আমাদের। সাহালেরও চোট রয়েছে। তবে ভেবে দেখতে হবে, মরশুমে অনেক প্লেয়ারেরই চোটআঘাত ছিল। আনোয়ারের চোট ছিল। সেই জায়গায় দীপেন্দু খেলেছে। আমরা ম্যাচ

জিতেছি। আমাদের দলটা এই কারণেই খুব শক্তিশালী। যারা নামে তারা নিজেদের সেরাটা দেয়। আপাতত সব ভুলে আমাদের পাঞ্জাব ম্যাচ নিয়েই ভাবতে হবে। ম্যাচটা জিততে হবে। তার পরে বাকি ম্যাচগুলোর কথা ভাবব। কিন্তু সমর্থক না থাকা! যে কোনও দলের চালিকা শক্তিই তো দর্শকরা। দ্বাদশ ব্যক্তির কাজ করেন তারা। সেই সমর্থকদের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে মোহনবাগান অধিনায়ক বলছেন, সমর্থকদের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৭০-৮০ মিনিটের পরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওঁরা আমাদের উৎসাহ দেন। আমরা উজ্জীবিত হয়ে উঠি। দুর্ভাগ্যবশত সমর্থকরা মাঠে থাকবেন না। কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমাদের খেলতে হবে। এই ম্যাচ জিতলে পরবর্তী ম্যাচগুলো ফাইনাল মনে করে খেলতে নামতে পারব। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসই কিন্তু চর্চায়।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে পতনের পরেও সুনীলদের হেড স্যারের চাকরি থাকছে জুন পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি ফিফা বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং ম্যাচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার পর ফিফা ক্রমতালিকায়. পতন হয়েছে ভারতের। তারপরেও আগামী জুন মাস পর্যন্ত সুনীলদের কোচ ইগর স্টিম্যাচের চাকরি থাকছে। সদ্য ফিফা যে ক্রমতালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, চার ধাপ নেমে গেছে ভারতীয় .দল। এই মুহূর্তে ভারতের অবস্থান ১১৭ থেকে হয়েছে ১২১। এরপরেও এআইএফএফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া. হয়েছে ২০২৬ ফিফা

বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের দ্বিতীয়. রাউন্ডের শেষ দুটি ম্যাচ পর্যন্ত ভারতীয়. দলের কোচের দায়িত্বে থাকছেন স্টিম্যাচ।

তবে কোচ নিজেও জানিয়েছেন জুনে শেষ দুটি ম্যাচে সাফল্য না এলে তিনি সরে যাবেন। সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে নয়া. চুক্তি অনুযায়ী. ইগর স্টিম্যাচের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। অর্থা চুক্তির আগে ইগর স্টিম্যাচকে বরখাস্ত করতে হলে তাঁকে এই সময়কালের বেতন বাবদ ছয় .কোটি টাকা দিতে হবে। এই কথা মাথায় রেখে এআইএফএফ বিষয়টি নিয়ে. ধীরে ধীরে এগোতে চাইছে।

নেরোকার কাছে আটকে গেল শ্রীনিধি, আই লিগ জয় থেকে মাত্র ১পয়েন্ট দূরে মহামেডান

৫ এপ্রিল ঃ আই লিগ জয়ের দোরগোড়ায় গেল মহামেডান স্পোর্টিং। পরের দুম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট পেলেই আইএসএলের রাস্তা খুলে যাবে সাদা-কালো ব্রিগেডের সামনে। বৃহস্পতিবার শ্রীনিধি ডেকানের সঙ্গে নেরোকার ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় আরও সুবিধা হল আন্দ্রে চের্নিশভের দলের। এই মুহূর্তে ২২ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে মহামেডান। পরের ম্যাচগুলোতে তাদের প্রতিপক্ষ শিলং লাজং ও দিল্লি এফসি। দুটি ম্যাচ থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট দরকার সাদা-কালো ব্রিগেডের। তাহলেই ঐতিহ্যবাহী আই লিগ ট্রফি ঢুকবে ময়দানের ক্লাবে। ট্রফির দৌড়ে এত দিন তাদের সঙ্গে জোর টক্কর দিয়েছে শ্রীনিধি ডেকান। কিন্তু এদিন মেঘালয়ে নেরোকার সঙ্গে ড্র করে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল দক্ষিণ ভারতের দল। ২২ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা। হেড-টু হেডেও এগিয়ে মহামেডান। দুদলের লড়াইয়ে একবার জিতেছে সাদা-কালো বাহিনী। আর একবার ম্যাচ ড্র হয়। মরশুমের শুরু থেকেই আই লিগ ট্রফিকে পাখির চোখ করেছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। পুরো লিগ জু।হৈ দাপটের সঙ্গে খেলেছেন আন্দ্রে চের্নিশভের ছেলেরা। ডিফেন্সে যেমন ভরসা দিয়েছেন জোসেফ আদজা, মহম্মদ ইরশাদরা। তেমনই মাঝমাঠে ফুল ফুটিয়েছেন কাশিমোভ, আলেক্সিস গোমেজরা। দুরন্ত পারফরম্যান্সে ডেভিড, এডি হার্নাঃ

দজরা বার বার বিপক্ষের জালে বল জা।য়িছেন। শেষের দিকে পর পর দুটি ম্যাচ ড্র করে আচমকাই বিপদের কালো মেঘ জমেছিল মহামেডান তাঁবুতে। কিন্তু শ্রীনিধির ড্রয়ের ফলে ট্রফিজয়ের ফুরফুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে সাদা-কালো শিবিরে। আর মাত্র এক পয়েন্টের অপেক্ষা। আই লিগ জিতলেই পরের মরশুমে চলে আসবে আইএসএল খেলার ছাড়পত্র। বাংলা থেকে তিনটি ক্লাবকে দেখা যাবে ভারতের সব থেকে বড় ফুটবল লিগে। ৬ এপ্রিল শিলংয়ের বিরুদ্ধেই কি ঘরে আসবে সেই বহুপ্রতীক্ষিত সম্মান? শুধু মহামেডান সমর্থকরা নন, আশাবাদী বাংলার ফুটবল প্রেমীরাও।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম নির্মানের কাজ শুরু করেছে মরক্কো

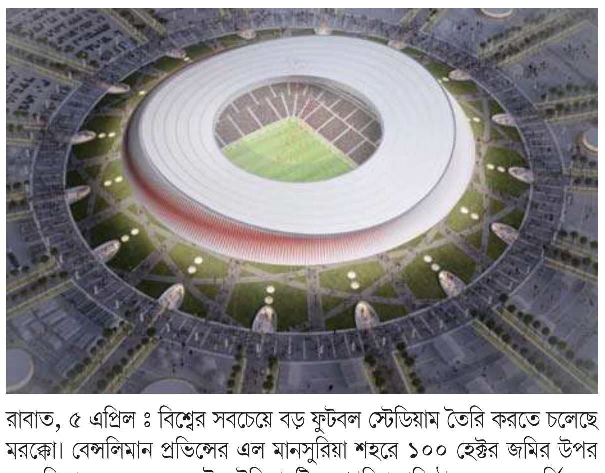

রাবাত, ৫ এপ্রিল ঃ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি করতে চলেছে মরক্কো। বেন্সলিমান প্রভিন্সের এল মানসুরিয়া শহরে ১০০ হেক্টর জমির উপর হবে বিশ্বের সবচেয়ে ব। এই স্টেডিয়ামটি। স্প্যানিশ প্রতিষ্ঠান ক্রুজ ও অর্তিজের সঙ্গে এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছে ব্রিটিশ আর্কিটেকচারাল ফার্ম পপুলাস। সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে মরক্কো ফুটবল ফেডারেশন। স্পেনে সান্তিয়াগো বার্নাব্যু-ক্যাম্প ন্যু'র মতো ভেন্যু থাকলেও, এই নতুন নির্মিত স্টেডিয়ামেই ২০৩০ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল করার স্বপ্ন দেখছে মরক্কো। ঠিক হয়েছে এই নতুন নির্মিত স্টেডিয়ামে একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারবেন ১ লক্ষ ১৫ হাজার দর্শক। স্টেডিয়ামটি নির্মাণের খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি ডলার।

প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগার রেফারিরা কত টাকা বেতন পান

৫ এপ্রিল ঃ ফুটবলে খেলোয়াড়দের বেতন-ভাতার খবর বেশির ভাগ সময়ই গোপন থাকে না। কোনো না কোনোভাবে সামনে চলে আসেই। তবে ম্যাচ পরিচালনা করেন যাঁরা, সেই রেফারিদের বেতনের খবর আ।।লেই পা। থাকে। এবার বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে রেফারিদের ম্যাচ ফি, বোনাসের খবরাখবর তুলে এনেছে দ্য অ্যাথলেটিক। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটি ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের রেফারিদের সুযোগ-সুবিধা বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে বেশি বেতন পেয়ে থাকেন স্পেনের লা লিগার রেফারিরা। তবে বাসরিক সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের রেফারিরা। লিগগুলোর সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে এসব তথ্য যাচাই করা হয়েছে। লা লিগায় একজন রেফারি বছরে ১ লাখ ২৪ হাজার ২৫৬ পাউন্ড বা ১ লাখ ৫৭ হাজার ১১৫ মার্কিন ডলার করে পেয়ে থাকেন। এ ছানা ম্যাচ ফি পেয়ে থাকেন আরও ৪ হাজার ২০৫ পাউন্ড। আর ভিএআর রেফারির দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁরা ম্যাচ ফি পান ২ হাজার ১০২ পাউন্ড করে। এ ছাড়া ইমেজ স্বত্ব বাবদ প্রতিবছর ২১ হাজার ৯২৯ পাউন্ড করে পেয়ে থাকেন লা লিগার রেফারিরা। এটি দেওয়া হয় তাঁদের পোশাকে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার হয় বলে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সম্মানী দেওয়া হয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রেডে। অভিজ্ঞতা এবং র‍্যাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে ৭৩ হাজার ১৯১ পাউন্ড, ১ লাখ ৫ হাজার ২৫৭ পাউন্ড এবং ১ লাখ ৪৭ হাজার ২৫৮ পাউন্ড পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এ ছাড়া ম্যাচ ফি দেওয়া হয় ১ হাজার ১১৬ পাউন্ড করে। ভিএআর রেফারিদের প্রতি ম্যাচের ফি ৮৫৭ পাউন্ড করে। এ ছাড়া কতটা ভালো পারফরম্যান্স করেছেন এবং ম্যাচে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন, এসবের ভিত্তিতে বোনাসও পেয়ে থাকেন প্রিমিয়ার লিগ রেফারিরা। ইংল্যান্ডের ফুটবল ম্যাচগুলোতে রেফারি নিয়োগ ও তাঁদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখভাল করে থাকে প্রফেশনাল গেম ম্যাচ অফিশিয়ালস লিমিটেড (পিজিএমওএল)। রেফারিদের বেতনের বিষয়ে অ্যাথলেটিককে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে রাজি হয়নি সংস্থাটি। স্পেন, ইংল্যান্ডের পরের অবস্থান ইতালির সিরি আ, জার্মানির বুঃেদসলিগা ও ফ্রান্সের লিগ আঁ-র। স্পেনে রেফারিদের বেতন কাঠামো নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সাবেক আন্তর্জাতিক রেফারি এদুয়ার্দো গঞ্জালেস বলেন, ' ভালো সম্মানী পাচ্ছি ছয় বছর ধরে। কিন্তু অনেক দিন ধরে এ নিয়ে ভুগতে হয়েছিল। আমি যখন ম্যাচ পরিচালনা করতাম, তখন রেফারিংয়ের বাইরে আরেকটা চাকরি করতে হতো। এখন পেশাদারত্ব বে।ছে। রেফারিরা এখন চব্বিশ ঘণ্টাই রেফারিং নিয়ে ভাবতে পারে।' ইংল্যান্ডে প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ পরিচালনার জন্য একটি এলিট গ্রুপ আছে। সিলেক্ট গ্রুপ ওয়ান নামের এই দলে আছেন ২০ জন রেফারি। এই রেফারিদের কয়েকজন উয়েফার এলিট রেফারি ক্যাটাগরিতেও আছেন, যাঁরা ইউরোপীয় এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করে বা।তি আয় করে থাকেন। এই রেফারিদের নিয়োগ দেয় পিজিএমওএল, যেটির নেতৃত্বে এখন ২০১০ বিশ্বকাপ ও একাধিক চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল পরিচালনা করা রেফারি হাওয়ার্ড ওয়েব। ইংল্যান্ডে সিলেক্ট গ্রুপ টুতে আছেন ২২ জন রেফারি। তাঁরা সাধারণত চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ পরিচালনা করে থাকেন। কখনো কখনো নিচের স্তরের লিগ ওয়ান এবং লিগ টুতেও পাঠানো হয় তাঁদের।

প্রিমিয়ার লিগ,ফের শীর্ষস্থান দখল করল লিভারপুল

লিভারপুল, ৫ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার রাতে ইংলিশ প্রিমিযার লিগে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে হারিয়ে ফের শীর্ষস্থান দখলে নিল লিভারপুল। একদিন আগে তারা শীর্ষস্থান হারিয়েছিল আর্সেনালের কাছে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রিমিয়ার লীগের এই ম্যাচে তারা শেফিল্ডকে ৩-১ ব্যবধানে হারাল। আগের দিন লুটনকে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছিল আর্সেনাল। ৩০ ম্যাচে ২১ জয় ও ৭ ড্রয়ে লিভারপুলের পয়েন্ট ৭০। আর ২১ জয় ও ৫ ড্রয়ে আর্সেনালের পয়েঃট ৬৮। সমান ম্যাচে ২০ জয় ও ৭ ড্রয়ে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে ম্যানচেস্টার সিটি। আর ৩০ ম্যাচে ১৫ পয়েনটট নিয়ে টেবিলের শেষে রয়েছে শেফিল্ড।

রোমাঞ্চকর ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারাল চেলসি

ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ এপ্রিল ঃবৃহস্পতিবার রাতে স্টামফোর্ড ব্রিজে রোমাঞ্চকর এক ম্যাচের সাক্ষী ছিল ফুটবল বিশ্ব। ৭ গোলের সেই রোমাঞ্চকর ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারাল চেলসি। ৪-৩ গোলে হারাল চেলসি। ম্যাচে দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও লিড নিয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিল এরিক টেন হ্যাগের ছেলেরা। কিন্তু সবকিছু এলোমেলো হযে.গেল যোগ করা সময়ে। কোল পালমারের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে জয় নিয়ে মাঠ ছো।ছে চেলসি।এই জয়ের পর ২৯ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দশম স্থানে উঠে এল তারা। এক ম্যাচ বেশি খেলা ইউনাইটেড ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে ষষ্ঠ স্থানে।

হ্যাটট্রিকের সঙ্গে রেকর্ডও পালমারের

৫ এপিল - মাত্র দুই মিনিটের মধ্যেই ম্যাচটা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ছিনিয়ে নিল চেলসি। চেলসি না বলে কোল পালমার বলাই ভালো। শেষ দুই মিনিটের গোল দুটি করেছেন ২১ বছর বয়সী এই উইঙ্গারই। যে জো।। গোলে চেলসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে পেয়েছে নাটকীয় জয়, পালমার পেয়েছেন হ্যাটট্রিক আর সেই সঙ্গে হয়েছে প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে হয়েছে নতুন রেকর্ডও।চেলসির জয়টা ৪-৩ ব্যবধানের, শেষ দুই মিনিটে দুই গোল না হলে যেটি শেষ হওয়ার কথা ২-৩ গোলের হারে। ১৯ ও ১০০তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করা পালমার ১০১তম মিনিটে করেন দলের জয়সূচক ও ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিকের গোলটি। ফুটবল পরিসংখ্যানবিষয়ক প্রতিষ্ঠান অপটা বলছে, ম্যাচের ১০০ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড সময়ে দেওয়া পালমারের গোলটি প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে ম্যাচ জেতানো শেষ সময়ের গোল। এত দেরিতে গোল করে আর কেউ ম্যাচ জেতাতে পারেননি। প্রিমিয়ার লিগে আরও পরে করা দুটি গোল আছে, কিন্তু দুটিই ছিল সমতাসূচক।

ফ্রেঞ্চ ওপেনে খেলতে পারবেন তো রাফায়েল নাদাল?

৫ এপ্রিল ঃ প্রশ্নটি উঠছে কারণ, শারীরিক কারণে গতকাল মন্টে কার্লো মাস্টার্স থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন নাদাল। ২২ বারের এই গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন সর্বশেষ টেনিস কোর্টে নামেন গত জানুয়ারিতে ব্রিসবেনে। এরপর এটিপি ট্যুরে মন্টে কার্লো মাস্টার্স দিয়ে তাঁর কোর্টে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু ৩৭ বছর বয়সী নাদাল গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, মন্টে কার্লো মাস্টার্সে তিনি খেলতে পারবেন না, ' জানাতে হচ্ছে, মন্টে কার্লো মাস্টার্সে আমি খেলতে পারব না। শরীর একদমই সায় দিচ্ছে না।' মন্টে কার্লোতে রেকর্ড ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন নাদাল চোটের কারণে গত বছর প্রায় পুরো মৌসুমই কোর্টের বাইরে ছিলেন। এ মৌসুমে শুধু ব্রিসবেন ইঃ টারন্যাশনালে খেলেছেন। সেখানে কোয়ার্টার ফাইনালে হারের ম্যাচে কোমরে চোটও পেয়েছিলেন। এ চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, দোহা ওপেন এবং ইন্ডিয়ান ওয়েলস টুর্নামেঃটেও খেলতে পারেননি। নাদাল গত মাসে লাস ভেগাসে কার্লোস আলকারাজের বিপক্ষে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন। সেখানেও পিঠে অস্বস্তি অনুভব করতে দেখা গেছে তাঁকে। মন্টে কার্লোয় খেলতে না পারায়

নাদাল নিজের মানসিক অবস্থাটা বুঝিয়েছেন এভাবে, ' টুর্নামেন্ট আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো খেলতে যদি প্রতিদিনের প্রস্তুতিতে নিজেকে নিংড়েও দিই, তবু সত্যটা হলো আমি এখন খেলতে পারব না। এসব ইভেন্টে খেলতে না পারা আমার জন্য কত কঠিন ব্যাপার, সেটা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। ব্যাপারটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এখন শুধু নিকট ভবিষ্যতে তাকিয়ে প্রেরণাটা ধরে রেখে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার অপেক্ষা করতে পারি।' ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময়জু।ে মঃেট কার্লো মাস্টার্সকে ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন নাদাল। দুটোই কাদামাটির কোর্ট। ফ্রেঞ্চ ওপেনে রেকর্ড ১৪ বারের এই চ্যাম্পিয়ন এবারও খেলার আশায় আছেন। এবারই সম্ভবত শেষবারের মতো ফ্রেঞ্চ ওপেনে খেলতে পারেন নাদাল। মঃেট কার্লোয় যে ১১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, তার মধ্যে ৯ বার ফ্রেঞ্চ ওপেনেও শিরোপা জিতেছেন তিনি। মন্টে কার্লোয় না খেলায় নাদালের ফ্রেঞ্চ ওপেনে অংশ নেওয়া নিয়ে তাই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

মোনাকোয় ৭ এপ্রিল থেকে শুরু হবে মঃেট কার্লো মাস্টার্স। টুর্নামেন্টটির পরিচালক ডেভিড ম্যাসি নাদালের অনুপস্থিতি নিয়ে বলেছেন, ' জন্য খারাপ লাগছে। কারণ তারা তাকে (নাদাল) দেখার সুযোগ পাবে না। আর মন্টে কার্লোর এই টুর্নামেন্ট তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এটা জানি সে এই টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছিল। আমরা তাকে শুভকামনা জানাই।'

ফ্রেঞ্চ ওপেন শুরু হবে ২৬ মে। সাধারণত, এই টুর্নামেন্টে খেলাকালে ৩ জুন নিজের জন্মদিনের কেক কাটেন নাদাল। এবার কী হবে কে জানে!

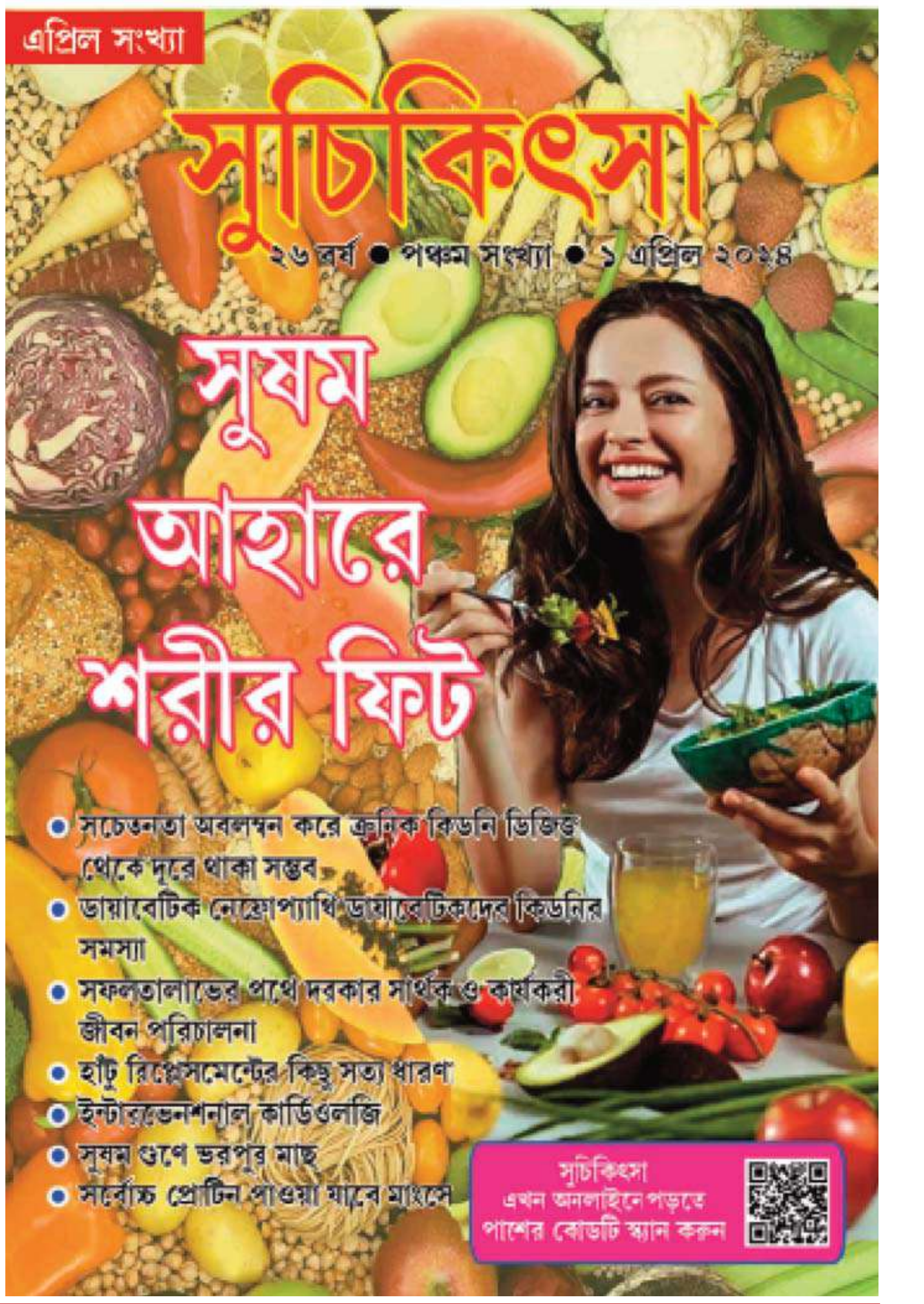

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com